CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 23 September 2021 ■ আগরতলা ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১ ইং ■ ৭ আশ্বিন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

মানবতার ডাকে

বিশ্ব ক্যান্সার গোলাপ দিবস উপলক্ষে আগরতলায় ক্যান্সার হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে গোলাপ বিতরণ করেন একটি সংস্থার সদস্যরা। ছবি নিজস্ব।

চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে ধর্মনগরে নার্সিং হোম ভাঙচুর, ডাক্তার নিগ্রহ, থানায় মামলা

রাজ্যের বেসরকারী চিকিৎসা পরিষেবা কার্য্যত ভেঙ্গে পড়েছে, নিয়ন্ত্রণহীন প্যাথলজিগুলি গলা কাটছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/চুড়াইবাড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যে সরকারী ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়ন ঘটলেও বেসরকারী ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরিষেবা তলানিতে। রোগীদের গলকাটার পথ ধরেই চলছে। রাজধানী আগরতলা শহরে যতগুলি নার্সিং হোম রয়েছে সেগুলির অধিকাংশই স্বাস্থ্য বিধি মনে চলছে না। তাতে মানুষ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। শুধু নার্সিং হোমগুলিই নয়, বিপজ্জন হয়ে উঠেছে রাজধানীর অনাচে কানাচে গজিয়ে উঠা প্যাথলজিগুলি। ওইসব প্যাথলজিগুলিতে পরীক্ষা নিরীক্ষার মান সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। রক্ত-মল-মুত্র ইত্যাদির পরীক্ষা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারণের প্রশ্নে সরকারী কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকার কারণে সেখানেও রোগীদের গলা কাটা হচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ডাক্তারবাবুরা কোন প্যাথলজি থেকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করাতে হবে তার সুপারিশও করেন। অনেক ক্ষেত্রেই প্যাথলজিগুলি থেকে কমিশন পান ডাক্তারবাবুরা।

সরকরেরর নিষ্ক্রিয় উদ্যোগ বেসরকারী নার্সিং হোম ও হাসপাতালগুলি পরিষেবার মান তলানিতে নিয়ে গেছে। প্যাথলজিগুলি গলা কাটছে। কোন প্রতিকার নেই। এই অবস্থায় রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা এক প্রশ্নের মুখে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজ্য সরকারের হাসপাতালগুলি রোগীর সংকুলানের ক্ষেত্রে স্থানাভাব এক বড় সংকট হিসাবে দেখা দিয়েছে। রোগী বাড়ছে, পরিসর বাড়ছে না। তবু সাম্প্রতিককালে বিশেষ করে কোভিড মোকাবিলায় সরকারী উদ্যোগ যথেষ্ট দক্ষতার ছাপ রেখেছে। আশ্চর্যের বিষয় হল এত বড় দুর্যোগে বেশিরভাগ বেসরকারী হাসপাতাল কোভিড রোগীদের চিকিৎসায় অনিহা প্রকাশ করেছে। ত্রিপুরা গরীব রাজ্য। এখানে আশি শতাংশের বেশী মানুষ দারিদ্রের সাথে লড়াই করেন। তাদের উন্নত চিকিৎসার সুযোগ নেই। বিপদে পড়ে আইএলএসে গেলে সর্বসান্ত হন। ইদানিং এই হাসপাতালটি গলাকাটা হাসপাতাল হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

ধর্মনগরে রোগীর আত্মীয় পরিজনরা ক্ষুব্ধ হয়ে নার্সিং হোম ভাঙচুর ও ডাক্তার নিগ্রহের ঘটনা নিঃসন্দেহে অনভিপ্রেত। ডাক্তার নিগ্রহ করে স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতি করা যায় না। অভিযোগ যে, ধর্মনগরে নার্সিং হোমে চিকিৎসায় গাফিলতিতে নার্সিং হোমে ভাঙচুর চালানো হয় এবং ডাক্তার নিগ্রহ করা হয়। এই ব্যাপারে অবশ্য পুলিশে অভিযোগ করা হয়েছে। তবে, এই ক্ষত পুলিশ দিয়ে নিরাময় সম্ভব নয়। প্রয়োজন প্রকৃত স্বাস্থ্য নীতি। বেসরকারী কিংবা সরকারী প্রকৃত স্বাস্থ্য নীতি, ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের যথেষ্ট নিরাপত্তা ব্যবস্থা করাই ভাল চিকিৎসা পরিষেবার প্রাথমিক শর্ত।

চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগে বেসরকারী নার্সিং হোমে হামলা চালায় রোগির আত্মীয় পরিজনরা। ঘটনা ধর্মনগর তক্ষশিলা নার্সিং হোমে। হামলার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে ধর্মনগর থানার পুলিশ। ঘটনার বিবরনে জানা যায়, উত্তর জেলার দিগলবাকস্থিত ধর্মনগর বেসরকারী নার্সিং হোম তক্ষশিলাতে শারীরিক সমস্যা নিয়ে ভর্তী হন কদমতলা থানা এলাকার রাজ কুমার শর্মা নামের এক রোগী। রোগীর স্ত্রী যোগমায়া শর্মা অভিযোগ করে বলেন, গত আট সেপ্টেম্বর এই নার্সিং হোমে তার স্বামীর একটি আপারেশন হয়। আপারেশন করার পর রোগী সামান্য সুস্থহলে চৌদ্দ সেপ্টেম্বর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু রোগী বাড়ি যাবার পর তার শারীরিক সমস্যা বেড়ে যায়। শাবীরিক সমস্যা বেড়ে যাবার পর রোগীর আত্মীয় পরিজনরা তাকে পুনরায় সতেরো সেপ্টেম্বর এই নাসিং হোমে নিয়ে এলে তাকে আইসিইউতে রাখা হয়। রোগীর স্ত্রী অভিযোগ করে বলেন, এরপর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে অসমে প্রবেশের পথে উদ্ধার চল্লিশ লক্ষাধিক টাকার নেশা সামগ্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর।। রাজ্য পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে অসমে প্রবেশের পথে অসম ত্রিপুরা সীমান্তে উদ্ধার চল্লিশ লক্ষাধিক টাকার শুকনো গাঁজা।আগরতলা থেকে মহারাষ্ট্রে পাচারের উদ্দেশ্যে লরিতে করে নিয়ে আসা বিপুল পরিমান গাঁজা অবশেষে ধরা পড়ল অসমের করিমগঞ্জ জেলার অসমএত্রিপুরা সীমান্তের চুরাইবাড়ি ওয়াচ পোষ্ট পুলিশের হাতে।

উক্ত অভিযানে ধরা পড়েছে লরির চালকও।জানা গেছে বুধবার বিকাল তিনটে নাগাদ এনএলশূণ্য একএডি আট সাত পাচ শূণ্য নম্বরের একটি কন্টেইনার লরি চুরাইবাড়ি পুলিশ চেকপোষ্টে প্রবেশ করলে সন্দেহ হয় কর্তব্যরত নাকা চেকিং অসম পুলিশ কর্মীদের।পরে ইনচার্জ মিন্টু শীলের নেতৃত্বে উক্ত লরিতে তল্লাশি চালালে লরির সম্মুখ ভাগের কেবিনের উপরের থাকা গোপন বাক্স থেকে পাঁচ কেজি করে একান্নটি প্যাকেট ও দশ কেজি করে সতেরোটি প্যাকেট সহ মোট আষট্রি প্যাকেটে সোয়া চারক্রুশ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার হয়।

যার বাজার মুল্য অনুমানিক চল্লিশ লক্ষাধিক টাকার মত হবে বলে অসম পুলিশ সুত্রে প্রকাশ।উক্ত নেশা সামগ্রী পাচার কান্ডে জড়িত থাকার দায়ে আটক করা হয় লরি চালকেও।তার নাম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মানুষের সর্বনাশের লক্ষ্যেই ভারত বন্‌ধ ঃ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর।। সংযুক্ত কিষান মোর্চার ডাকে ভারত বনধের তীব্র বিরোধিতা করে বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তীর কটাক্ষ, দেশের অর্থনীতি ও মানুষের সর্বনাশ করা বামেদের একমাত্র লক্ষ্য। তাই, ভারত বনধের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য মিথ্যা প্রচার চালিয়েছে এবং জনগণকে অনিশ্চিয়তার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

প্রসঙ্গত, কৃষি বিলের বিরোধিতায় সংযুক্ত কিষান মোর্চা আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর ভারত বনধের ডাক দিয়েছে। তাই, আজ সাংবাদিক সম্মেলনে সুব্রত বাবু কৃষি বিলের ইতিবাচক দিক তুলে ধরেছেন। তাঁর কথায়, নয়া কৃষি বিল কৃষকের উতাদিত ধান বিক্রিতে ন্যুনতম সহায়ক মূল্য নিশ্চিত করেছে। শুধু তাই নয়, অনলাইনে ধান বিক্রির মঞ্চ তৈরী হয়েছে। তিনি বলেন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের কাছে ছবি পাঠিয়ে বীমা দাবি করতে পারবেন। সাথে তিনি যোগ করেন, কিষান সম্মান নিধি যোজনায় ডিবিটির মাধ্যমে কৃষকরা বছরে ৬০০০ টাকা পাচ্ছেন।

তিনি বলেন, ভারত বনধ দেশের অর্থনীতির জন্য ভয়ংকর। কারণ, ওই বনধ আর্থিক দিক দিয়ে ভীষণ ক্ষতি বহন করবে। শুধু তাই নয়, সুবিধাভোগীর কাছে অর্থ প্রদান থমকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অটোর ধাক্কায় শিক্ষিকার মৃত্যু উদয়পুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২২ সেপ্টেম্বর।। মাত্র ছয় দিনের ব্যবধানে একই থানার অন্তর্গত একই এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় তিন তিনটি তাজা প্রাণ কেড়ে নিলো। পথ দুর্ঘটনা দিন দিন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্বিগ্ন সাধারন মানুষ ও পথ চলতি মানুষ। আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠা নিয়ে মানুষ হাটে -বাজারে, স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালতে হাজির হচ্ছেন।

গত বৃহস্পতিবার রাত থেকে আজ সকাল অব্দি তিন তিনটি তাজা প্রাণ কেড়ে নিলো উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত ফুলকুমারী ম্যাচ ফেক্টরি থেকে পেরাতিয়া ফরেস্ট অফিস সংলগ্ন এলাকায়। বৃহস্পতিবার রাতে এবং শনিবার দুপুর সাড়ে বারোটায় পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন যথাক্রমে ১০৩২৩ শিক্ষক চন্দন ভৌমিক ও সাব্রুমের আরোহী নামক বেসরকারি লগ্নি প্রতিষ্ঠাপেল কর্মী প্রসেনজিৎ বিস্বাস। আজ সকালে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আইন সকলের জন্যই, অভিষেকের জন্য পৃথক হতে পারে না ঃ সুস্মিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর।। আইন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং তৃণমূল সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য আলাদা হতে পারে না। তাই, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র এবং বিজেপির ফ্যাসিবাদী মডেল ত্রিপুরায় মানুষ প্রত্যাখ্যান করবেন। আজ আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলনে এভাবেই ত্রিপুরা সরকার এবং বিজেপিকে নিশানা করেছেন তৃণমূল নেত্রী সুস্মিতা দেব।

এদিন তিনি বলেন, ১ সেপ্টেম্বর থেকে ত্রিপুরায় বেশ কয়েকটি বৈঠক করেছি। ত্রিপুরা সরকার এবং পুলিশের কারণে তৃণমূল কংগ্রেস বড় সভার আয়োজন করতে পারিনি। তাঁর দাবি, সময়ের সাথে সকলেই জানতে পারবেন কীভাবে ত্রিপুরার মানুষ সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন করছেন।

আগরতলায় পদযাত্রার অনুমতি না পাওয়ায় সুস্মিতার বক্তব্য, আদালত বলেছে তারা সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করবে না। সিআরপিসি-এর ১৪৪ ধারায় ৫ জনের বেশি লোকের সমাবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু এই আইন ভিন্ন মানুষের জন্য আলাদা হতে পারে না। সুস্মিতা প্রশ্ন তুলেন, ১৪৪ ধারা জারি করা হলে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব পোলো টাওয়ার হোটেলে ডিনারের আয়োজন করলেন কিভাবে। তাহলে মনে হচ্ছে, ১৪৪ ধারা কেবল সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিরোধী দলের জন্য, কটাক্ষের সুরে বিধলেন তিনি।

তাঁর সাফ কথা, আদালতের সিদ্ধান্ত নিয়ে মন্তব্য করতে চাই না। কিন্তু আইন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য আলাদা হতে পারে না। তিনি সুর চড়িয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানিসাগরে রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু এক ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর।। পানিসাগরের ডলুবাড়ি এলাকায় রেলে কাটা পরে মৃত্যু হয় এক ব্যক্তির।মৃত ব্যক্তির নাম সঞ্জয় শীল (৩৫)।বাড়ি পানিসাগরের পেকুছড়ায়। ঘটনাস্থল থেকে পানিসাগর থানার পুলিশ ও ধর্মনগর জিআরপি মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেয়।সাথে পানিসাগর থানার পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত জারি রেখেছে।☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংশোধনী

বুধবার জাগরণ এর প্রথম পাতায় প্রকাশিত প্রথম নিউজটির শিরোনাম পড়তে হবে 'মিছিল সমাবেশে বেড়ি পরাল সরকার, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও কোভিড রুখতে আগরতলায় ৪ নভেম্বর পর্যন্ত ১৪৪ ধারা জারি'

বিধানসভার নতুন অধ্যক্ষ হচ্ছেন বিধায়ক রতন চক্রবর্তী, আজ জমা দেবেন মনোনয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরায় বিধানসভায় অধ্যক্ষ পদে বৃহস্পতিবার মনোনয়ন জমা দেবেন বিজেপি বিধায়ক রতন চক্রবর্তী। তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অধ্যক্ষ নির্বাচনে জয়ী হবেন, তা নিশ্চিত হয়ে গেছে। কারণ, বিরোধী দল সিপিএম অধ্যক্ষ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামবে না। কারণ, সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বিধায়ক রতন চক্রবর্তীর বিধানসভার অধ্যক্ষ হওয়া কেবলই সময়ের অপেক্ষা।

প্রসঙ্গত, আগামী শুক্রবার থেকে ত্রিপুরা বিধানসভার অধিবেশন শুরু হবে। দুই দিবসীয় বিধানসভার অধিবেশন সমাপ্ত হবে আগামী সোমবার। অধিবেশনের শুরুতেই অনুষ্ঠিত হবে অধ্যক্ষ নির্বাচন। একান্তই ব্যক্তিগত এবং প্রশাসনিক দায়িত্ব সামলাতে সমস্যার কারণ দেখিয়ে বিধানসভার অধ্যক্ষ পদে ইস্তফা দিয়েছিলেন রেবতি মোহন দাস। ফলে, এখন নতুন অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব নেবেন রতন চক্রবর্তী। সংসদীয় রাজনীতির অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। কারণ, কংগ্রেস জোট সরকারের আমলে তিনি মন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব সামলেছেন।

জাতীয় সড়ক অবরোধ করবে আত্মসমর্পণকারী জঙ্গীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর।। আগামী ৬ অক্টোবর আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধের হুঁশিয়ারি দিয়েছে ডিপ্রাইভড রিটার্ন মুভমেন্ট কমিটি। ৯দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে তাদের এই কঠোর সিদ্ধান্ত বলে বুধবার আগরতলা প্রেসক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয়।

ডিপ্রাইভড রিটার্ন মুভমেন্ট কমিটি রাজ্য সরকারকে তিন দিনের সময় দিয়েছে। তাদের সঙ্গে বৈঠক না করলে চম্পক নগর ব্রীজ সংলগ্ন সাধুপাড়া এলাকায় অনির্দিষ্টকালের জন্য রাস্তা বন্ধ করে দেবে।সংগঠনের জেনারেল সেক্রেটারি অমৃত রিয়াং এই সংবাদ জানান। তিনি বলেন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার আগে তাদেরকে যেসব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল সেই প্রতিশ্রুতি পালন করা হচ্ছে না।

৯ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে তারা আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। এই সময়সীমার মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তর তাদের সঙ্গে বৈঠক করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে আগামী ৬ অক্টোবর থেকে অনিদৃষ্টকালের জন্য আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেয়া হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মেয়াদোত্তির্ণ ও দুনম্বরি শিশু খাদ্য বিক্রিকে কেন্দ্র করে ধর্মনগর শহরে ধুন্ধুমার কান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর।। উত্তর জেলার বিভিন্ন হাট বাজার সহ ধর্মনগর শহরে ছেয়ে গেছে মেয়াদ উত্তীর্ণ ও দুনম্বারি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের প্যাকেট জাতীয় খাদ্য সামগ্রী থেকে শুরু করে সাবান শ্যাম্পু ইত্যাদি।কিন্তু খাদ্য দপ্তর হোক বা স্বাস্থ্য দপ্তর, সংশ্লিষ্ট কোন দপ্তরেরই হেলদোল পরিলক্ষিত হচ্ছে না। এমনকি বিভিন্ন সময় সাধারণ জনগনের তরফে দপ্তর গুলিতে অভিযোগ জানানোর পরও কোন পদক্ষেপ গ্রহন করা হচ্ছে না। মহকুমাবাসীদের মনে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে এই অসাধু ব্যবসায়ীদের সাথে গোপনে একাংশ সরকারী কর্মচারীদের সাথে বোঝাপড়া নেই তো?

প্রসঙ্গত মঙ্গলবার বিকালে ধর্মনগর বাজারের বিবেকানন্দ রোডে এই ধরনের দুনাম্বারি শিশু খাদ্য সামগ্রী বিক্রির অভিযোগে হইচই রব পরে যায়। শত শত মানুষ ভীর জমায় সংশ্লিষ্ট স্থানে। জানা গেছে ধর্মনগর বি কে রোডের একটি বেসরকারি শপিং মলের সামনে বসে দীর্ঘ প্রায় কয়েকদিন ধরেই শিশু খাদ্য সামগ্রি বিক্রি করে আসছিল জনৈক এক ব্যবসায়ী। বোষ্ট নামক এই প্রডাক্টের দামের চাইতে অনেক কম দামেই বিক্রি করছিল জনৈক ব্যবসায়ী বলে অভিযোগ। এতে পথচলতি সাধারণ মানুষের কিছুটা সন্দেহের দানা বাঁধে। পরবর্তীতে কিছু লোকজন বোষ্ট নামক এই প্রডাক্টের বৈধ ডিস্ট্রিবিউটারের সাথে যোগাযোগ করেন।

খবর দেওয়া হয় সেইলটেক্স দপ্তর, খাদ্য দপ্তর ও স্বাস্থ্য দপ্তরে। ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন নয়াপাড়া এলাকার বৈধ বোষ্টের ডিস্ট্রিবিউটার।সকলের একটাই বক্তব্য ছিল,বোষ্টের এই ডিবি গুলি দুনাম্বারি। কারণ ডিবি গুলির উপরে এক্সট্রা স্টিকার দেওয়া রয়েছে। তৎক্ষণাৎ জনৈক ব্যবসায়ী ব্যস্ত হয়ে পরেন বোষ্টের ডিবি গুলি ঘটনা স্থল থেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্যে। লোকজনদের বাধা উপেক্ষা করেও তিনি এই ডিবি গুলি অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যান এবং ঘটনা স্থল থেকে পালিয়েও যান বলে অভিযোগ।কিছুক্ষন পর নিজেদের সেল টেক্সের লোক বলে দাবি করা দুজন ব্যক্তি ঘটনা স্থলে আসেন। এসে লোকজনদের সাথে কথা বলে চলে যান বিকে রোডের বেসরকারি শপিং মলের ভেতরে একটি বন্ধ কাপরের দোকানে। কাপরের দোকানটি বন্ধ করে নিচ্ছিল দোকানের একজন মহিলা কর্মচারী। সেই দোকানেই জনৈক ব্যবসায়ী এই বোষ্টের ডিবি গুলি রেখে গিয়েছিল।

নিজেদের সেইলটেক্সের বলে দাবি করা দুজন কাপরের দোকানে প্রবেশ করে প্রচুর বোষ্টের ডিবি দেখতে পান।পরবর্তীতে তারা কিছু সময় সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে নিজেদের মধ্যে কিছু আলাপ আলোচনা করে দোকানের মালিক কোথায় জিজ্ঞাসা করে করে সেখান থেকে চলে যাচ্ছিলেন।এমনকি তারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত সাংবাদিকদের সাথেও কথা বলতে রাজি হচ্ছিলেন না। বারংবার বিভিন্ন দপ্তরের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ৩৩০ ◘ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২১ ইং ◘ ৭ আশ্বিন ◘বৃহস্পতিবার ◘১৪২৮ বঙ্গাব্দ

শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার নানা উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর মধ্যে যেসব সন্ত্রাসবাদি পুরনো মাথাচাড়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে তাহাদের সামাল দেবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার নানা পন্থা অবলম্বন করিতে শুরু করিয়াছে।শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবারের একমাত্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের প্রধান শর্ত। উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে এর মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে সমানতালে অগ্রসর করিতে হইলে প্রয়োজন উত্তর-পূর্বাঞ্চলে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে বাস্তবায়িত করা। দেশের প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সহ দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীরা একতা অকপটে স্বীকার করিয়াছেন। সেই কারণেই দেশের প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাগা চুক্তির রাজনৈতিক ও ভৌগলিক অবস্থান নির্ধারণ করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। লক্ষ্য পূরণের জন্য নোডার চেয়ারম্যান ইতিমধ্যেই পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ত্রিপুরা আসাম মনিপুর মিজোরাম নাগাল্যান্ড সহ অন্যান্য রাজ্যগুলিতে এখনো সন্ত্রাসবাদীদের আনাগোনা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছে।নাগা চুক্তির রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক প্রভাব নিয়া আলোচনার জন্য প্রথম বার এনএসসিএন আইএম নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে বসিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী তথা নেডা জোটের মুখ্য হিমন্ত বিশ্বশর্মা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে নাগাল্যান্ডের নাগা চুক্তি ও শান্তি আলোচনা নিয়া আলোচনা চালান হিমন্ত। দিল্লি থেকে ডিমাপুরে আসিয়া প্রথমেই মুখ্যমন্ত্রী নেফিয়ু রিও ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই প্যাটনদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। এর পর চুমুকেডিমা পুলিশ কমপ্লেক্সে আইএমের প্রধান নেতা থুইংগালেং মুইভা-সহ শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে প্রায় এক ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা চালান। প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উত্তর-পূর্বে চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে চান। সেই উদ্দেশে শান্তি আলোচনা নিয়া এনএসসিএন আইএম নেতৃত্বের সঙ্গে মতবিনময় করেন। রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সর্বদলীয় সরকার ও আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন নিয়াও আলোচনা হয়।এনএসসিএনের সঙ্গে চুক্তির ক্ষেত্রে জঙ্গি সংগঠনের অন্যতম প্রধান দাবি, নাগা অধ্যুষিত এলাকাগুলি এক করে বৃহত্তর নাগালিম তৈরি করা। সব রাজ্যেই এখন বিজেপি সরকার রহিয়াছে। তাই শাহ নেডা-প্রধান হিমন্তকে এ ক্ষেত্রে আপস মীমাংসার ভার তুলিয়া দেন বলিয়া খবর।স্বাভাবিক ভাবেই ভিতরের আলোচ্য বিষয় নিয়া মুখ খোলেনি কোনও পক্ষই। হিমন্ত বিশ্বশর্মা শুধু বলিয়াছেন,আমি নিয়মিত নাগাল্যান্ড, মণিপুর ও অন্যান্য উত্তর-পূর্বের রাজ্যে যাতায়াত করি। এ বারের সফরও রাজনৈতিক।এনএসসিএন নেতা আরএইচ রাইজিং বলিয়াছেন,নতুন চুক্তিতে জনতাকে প্রতারণা করা হইলে সেই চুক্তি অতীতের ১৬ দফা চুক্তি ও শিলং চুক্তির মতোই ব্যর্থ হইতে বাধ্য হইবে। তাই জনতার দাবি মানিয়া সর্বসম্মত চুক্তিই হইতে হইবে। গোটা বিষয় নিয়া তীব্র আপত্তি তুলিয়াছে কংগ্রেস। অসম কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা বলিয়াছেন, মানুষকে অন্ধকারে রাখিয়া কোনও ভৌগোলিক বা রাজনৈতিক বিষয় নিয়া আলোচনা চলিবে না। বরা প্রশ্ন তোলেন, কোন পদাধিকারে অসমের মুখ্যমন্ত্রী নাগা জঙ্গিদের সঙ্গে আলোচনায় বসিয়াছেন? মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মন্ত্রিসভা ও বিধানসভার অনুমতি না নিয়া কীভাবে হিমন্ত বৃহত্তর নাগাল্যান্ড নিয়া এনএসসিএনের সঙ্গে আলোচনায় বসিতে পারেন?

শুধু আইএম নয়, আলফা স্বাধীনের প্রধান পরেশ বরুয়ার সঙ্গেও সরাসরি শান্তি আলোচনা শুরু করিবার ভার হিমন্তের উপরে অর্পণ করিল কেন্দ্র। ৪২ বছর পরে, প্রথমবার অসমের কোনও মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি আলফার সঙ্গে শান্তি আলোচনা চালাইবেন। পরেশ বহু বারই বলিয়াছেন, হিমন্তই শান্তি আলোচনা এগিয়ে নিয়া যাওয়া ও সমাধানসূত্র বাহির করিবার পক্ষে আদর্শ ব্যক্তি হইতে পারেন। একথা অনস্বীকার্য যে, আন্তর্জাতিক সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার পর থেকেই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ত্রিপুরা রাজ্য সহ অন্যান্য রাজ্যে সন্ত্রাসবাদি কার্যকলাপ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসিয়াছে। কেননা সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া অতিক্রম করে বাংলাদেশ ঘাঁটিতে আসা-যওয়া করা রীতিমতো কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্রমশই অগ্রসর হইতেছে। এই ধারা অব্যাহত থাকলে এই অঞ্চলের উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হইবে। সেই লক্ষ্যকে সামনে রাখিয়াই উন্নয়ন কাজ ত্বরান্বিত কাজ হইতেছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে কাজ শুরু করিয়াছে।

গুরুদ্বারে পুজো দিয়ে এলাকায় প্রিয়ঙ্কার প্রচার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বিজেপি প্রার্থী প্রিয়ঙ্কা টিবরেওয়ালার হয়ে বুধবার ভবানীপুরে প্রচারে এলেন কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরি। বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার করেন তিনি। যান এলগিন রোডের নেতাজী ভবন ও শ্যামা প্রাসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি।

প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী বলেন, "ভবানীপুরে জেতার ব্যাপারে আমরা আশাবাদী। কোথায়, কোথায়, কীভাবে তৃণমূল জিতেছে, তা তো সবাই জানেন।" রয় স্ট্রিটে প্রচার থেকে লর্ড সিনহা রোডে পথসভা, ঠাসা কর্মসূচি ছিল হরদীপ সিংহ পুরীর। বৃষ্টিতে অবশ্য তা কিছুটা ব্যাহত হয়। এদিন আলিপুর পার্ক রোডে এক দলীয় কর্মীর বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজে যান তিনি। শহরের দুটি হোটেলে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক আছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর। শ্যামা প্রাসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি দেখে টুইটে তিনি লেখেন, "কট্টর জাতীয়তাবাদী এবং ভারতের ঐক্য ও উন্নয়নে দৃঢ় বিশ্বাসী, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাড়ি পরিদর্শন করলাম। ভারতীয় জন সংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানালাম। রাজ্য বিজেপি-র কার্যকর্তাদের হয়ে যোগ দিলাম ওখানে। তাঁর দৃষ্টি ও আদর্শ আমাদের অনুপ্রাণিত করে চলেছে।"

কাজ না করে টাকা নেব না, বাবুল সুপ্রিয়

কলকাতা,২২ সেপ্টেম্বর (হি. স.): সামনেই ভবানীপুরের উপনির্বাচন। বিজেপি ত্যাগ করেই তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন বাবুল সুপ্রিয়। এরই মাঝে ""কাজ না করে টাকা নেব না"" বুধবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে এমনটাই মন্তব্য করেন নব তৃণমূল নেতা বাবুল সুপ্রিয়।

এই প্রসঙ্গে বাবুল সুপ্রিয় আরও বলেন, ""মানুষের জন্য কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। তাই রাজনীতির জীবন যেখানে থামিয়ে দিতে চেয়েছিলাম সেখান থেকে সরে এসে কাজ করতে চাইছি। আর সেই সুযোগ দিয়েছেন বাংলার নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নৈতিকভাবে আমি অন্যদের তুলনায় ভালো অবস্থানে রয়েছে। আসানসোলের সাংসদপদ ত্যাগ করবো। কাজ না করে টাকা নেব না "".

নবরূপে সাজছে শিয়ালদহ

কলকাতা,২২ সেপ্টেম্বর (হি. স.): আর মাত্র কয়েকদিনের অপেক্ষাতেই দুর্গা পুজো। পুজোর আগে সকলেই কেনে নতুন জামা। এবার পুজোর আমজে গা ভাসিয়ে নবরূপে সাজছে শিয়ালদহ।

করোনা আবহের জেরে বর্তমানে বন্ধ রয়েছে লোকাল ট্রেন পরিষেবা। যদিও অপরদিকে চলছে স্টাফ স্পেশাল। ফলত স্টেশনে যাত্রীদের আনাগোনা সর্বত্র। এরই মাঝে নবরূপে সাজছে শিয়ালদহ। যদিও বর্তমানে শিয়ালদহ স্টেশনে ঢুকলে কোনও শপিং মলের থেকে কম মনে হবে না। তবে, খোদ শিয়ালদহ স্টেশনে শপিং মলের মেজাজ বাড়াতে জামা-কাপড় থেকে শুরু করে গয়না, সবেরই সম্ভার তৈরি হচ্ছে। বলা যেতেই পারে ফ্যামিলি মল তৈরি হচ্ছে শিয়ালদহে।

উত্তরণ অত সোজা?

নীল সরকার

দেশ স্বাধীনতার পরে প্রায় ৪৪ বছর চলেছিল সমাজ তান্ত্রিক অর্থনীতির হাত ধরে। সেখানে রাষ্ট্রের সব দায়িত্ব। সবকিছু রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। আর ১৯৪৭-এর আগে ছিল উপনিবেশের অর্থনীতি। যার মূলমন্ত্র ইংল্যান্ড থেকে এক পয়সা খরচ না করে লাভ তুলে নেওয়া। পরে রাষ্ট্র হাতে নিল। ক্রমে একটা ধারণা জনমানসে গড়ে উঠল, গরিবের এই কেউ চায়নি। সরকারের নিজের টাকা নেই। সরকার জনগণের সম্পত্তির জিম্মাদার। সরকারের মানসিকতা ফুটে ওঠে জনগণের টাকার উপযুক্ত ব্যবহারে। এখন যেমন, কোভিড-ক্রান্তির সময় বিনা পয়সায় রেশন জরুরি। দরকার সরকারি খরচে ভ্যাকসিন এবং চিকিৎসা। কিন্তু সেই পরিষেবা আদতেও বিনি পয়সায় সম্ভব নয়। সরকারকে জনতার করের আজও সরকারের হাতে থাকাই উচিত এই দাবি প্রবল। সেই সম্পত্তি ধরে রাখতে করের টাকার অপচয় হলেও শিল্পপতিদের হাতে দেওয়া যাবে না। এয়ার ইন্ডিয়া তার বড় প্রমাণ। কয়েক হাজার কোটির লোকসানে চললেও চালু রাখা হয়েছে। অথচ কাজের বাজার, উন্নত পরিষেবার বিষয়ে, আমাদের আস্থা বেসরকারি উদ্যোগে। কতজন আজ সরকারি স্বাস্থ্য বা

তোলা। কিন্তু তেল বা গ্যাসের দাম বাড়ানো এ দেশে কোনও দিন কেউ ভাল নজরে দেখেননি। জনমানসে তার খারাপ প্রভাব পড়তে বাধ্য। নির্বাচনে তার ছাপ প্রামাণিক সত্য। ইতিমধ্যে তেল বা গ্যাসের দাম পকেট-খালি নাগরিকদের রাতের ঘুম কেড়েছে। আমাদের অবস্থার জন্য দায়ী বড়লোক। এই চেতনা থেকেই আমরা বিশ্বায়নের পরে কিছু ক্ষতিতে চলা সংস্থা বেচে দিলেও ভেবেছি, সর্বনাশ হল। মজার কথা, সেই ক্ষতিতে চলা সরকারি সংস্থার গচ্চা যাওয়া টাকা যে জনতার করের টাকার অপরছয় এটা প্রচারিত হোক টাকায় বাজার দরে বা তার থেকে বেশি দামে কিনতে হয়। সমাজতান্ত্রিক চেতনায় আমজনতার ধারণা, সরকার মহান। বিনা পয়সায় দিচ্ছে। এই সমাজতান্ত্রিক চেতনা থেকে আমরা তিন দশক পেরিয়ে এসেছি। তবু জনমানসে সরকারি সম্পত্তি মোবাইল পরিষেবা নিয়ে থাকেন? সরকার চাকার ছাড়া বাকি পরিষেবায় আস্থাঅ ফিরে। অন্যদিকে, ধনতান্ত্রিক চিন্তাধারায় সবকিছু ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দেওয়ার রেওয়াজ। একদিকে বর্তমানে খারিজ সমাতান্ত্রিক চিন্তাধারা, অন্যদিকে ধনতান্ত্রিক ঝমমকে জগৎ। যে জগতে অর্থনৈতিক বৈষম্য মারাত্মক। এটা তো প্রতিষ্ঠিত সত্য, যার যত ধন, সে তত চায়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক থেকে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তরণ অত সোজা?

এয়ার ইন্ডিয়ার প্রসঙ্গেই আসতে হয়। বেচতে চাইলেও কেউ কিনতে চায়নি। এবারেও রেল, রাস্তা পরিচালসনার জন্য কতজন শিল্পপতি আগ্রহী হবেন? উপযুক্ত দরে অধিকার দেওয়া হবে না, শিল্পপতিদের সুবিধা হবে? একই দেশ, একই সমাজে থেকেও সব অর্থনৈতিক শ্রেণির মধ্যে আস্থা পৃথিবীর কোনও দেশেই নেই। ভারত তার ব্যতিক্রম নয়। ছোট করে বললে, অসন্তোষের একটা জায়গা থেকেই যায়। সেই হইচই ব্যালান্স করতে এমন সব শর্ত রাখা হয় সরকারি অধিকার ছাড়তে যে, শিল্পপতিরা দ্বিধাগ্রস্ত হন। যদিও শিল্পপতিরা ব্যাঙ্কের ঋণে বিনিয়োগ করবেন, তবু একটা শঙ্কা কাজ করে। যদি বিনিয়োগ রাজনৈতিক বিক্ষোভের কারণে জলে যায়? ঋণ পরিশোষ হবে কী উপায়ে?

করোনার কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে সরকারের সামনে দুটো মাত্র সমাধান। হয় সরাসরি কর বাড়ানো, না হয় বিভিন্ন সম্পদকে বিনিয়োগে রূপান্তরিত করা। এটা ব্যবসায়ী ধরানায় সংকট এড়াতে বেশ পুরানো প্রথা। তবে দেখতে হবে উপযুক্ত দাম ও অর্জিত অর্থের উপযুক্ত ব্যবহার যেন হয়। ভাল বা মন্দ সবকিছুই মানসিকতার উফর নির্ভর করে। তবে টাকা জরুরি—চরম সত্য।

(সৌজন্যে প্রতিদিন)

তিরিশে ভাবলে, ষাটে সুফল

নীলাঞ্জনা দে

গত সপ্তাহে এক সন্ধ্যাবেলা উবারে উঠে মনে হল, চালক কিছু বলারজন্য উসখুস করছেন। বেশিরভাগ রাইডের মাঝে কথা হলেও সামান্য হুঁ-হাঁ, তারপর তেমন এগয় না। এই ড্রাইবার যে ব্যতিক্রমী, বুঝলাম গোড়াতেই, সত্তয়ারের সময় আমার কাছে যে ফোনটি এসেছিল, বাক্যালাপের ধরন শুনে তিনি কিছু জানতে চাইলেন। প্রশ্ন করলেন, 'স্যার আপনি যে পেনশন ফান্ডের কথা বলছিলেন, কীভাবে করা যায়?'

মনের মতো বিষয়, তবে ব্যাখ্যা করার আগে দু'একটি জরুরি ব্যাপার না জানলেই নয়। ৩০ বছরের সুদীপ্তর বাড়ি কোথায় জিজ্ঞাস করা হয়নি, গ্র্যাজুয়েট, এক সন্তানের পিতা, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট হোল্ডার গাড়ি ওঁর নয়, তবে 'লোন' নিয়ে এবার কিনেই ফেলবেন কর্মঠ, সাবলীল, পুজোর মুখে করোনার প্রকোপ বাড়ার চিন্তায়। আর হ্যাঁ, সেভিংস তেমন নেই, নেই কোনওরকম অবসরোত্তর আয়ের হদিশ। এককথায় বহু কোটি ভারতবাসীর অন্যতম।

সুদীপ্তর প্রশ্ন ছিল পেনশন ঘিরে, সেই পেনশন যেখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ অ্যামেন্ডমেন্ট দ্বারা সরকার শীঘ্রই নিয়ন্ত্রণ নীতির পরিবর্তন আনছে বলে খবরে প্রকাশ। যারজন্য 'ফরেন ডিরেক্ট ইনবেস্টমেন্ট -এর সীমা ৪৯ শতাংশ থেকে ৭৪ শতাংশ হওয়ার সম্ভাবনা। পৃথিবীর অনেক দেশে পেনশন তথা 'রিটায়ারমেন্ট' নিয়ে নতুন ধ্যানধারণা ইদানীং চালু। নানা সাবেকি নিয়মকানুন সংশোধন করে ভারতেও পেনশন সেক্টর রিফর্মমুখী। গত কয়েক বছরে আমরা কিছুটা দিকবদলকরেছি। অল্প মাত্রায় হলেও এদেশের পেনশন অ্যাসেটস আজ আংশিকভাবে ক্যাপিটাল আজ আংশকিভাবে ক্যাপিটাল মার্কেটে, বিশেষত ইকুইটি-তে লগ্নি করা হচ্ছে।

আনলেই নয়। ক্যাপিটাল মার্কেটের সব ঝুঁকি উপেক্ষা করেনয়, সম্ভাব্য অনিশ্চয়তাকে মান্যতা দিয়েই। লগ্নি করতে হবে নানাবিধ 'চেকইস অ্যান্ড ব্যালান্সেস' সঙ্গে নিয়ে, তথ্যপ্রযুক্তির পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার করে, সুরক্ষা-সংক্রান্ত বিধিনিষেধ মেনে। এমন্তি আমাদের দেশে সোশ্যাল এক্সপেকট্যান্সি উর্ধ্বমুখী, স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে উন্নতির ফলে মানুষ দীর্ঘজীবী হচ্ছে, সমাজের বয়স্ক নাগরিকের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। অন্যদিকে, মুদ্রাস্ফীতির হার বেশ তাগড়া গোছের, কাজেই 'কস্ট অফ লিভিং'-এর বৃদ্ধি যে বেশ পীড়াদায়ক, তা আর নতুন করে বলতে হবে না। পেনশন ভারতীয় 'এনপিএস' প্রকল্পে এসেছে। মোচ পেনশন অ্যাসেটস প্রায় ৬.২৭ লক্ষ কোটি টাকা। এদেশের মোট জনসংখ্যার প্রেক্ষিতে সে আর কতটুকু?

এবার আসুন, মোদ্দাকথায়। আগামী দিনে মার্কেটে জোরদার লগ্নিতে আপত্তি খণ্ডন করে আমার বক্তব্য খুব পরিষ্কার। স্টকে বিনিয়োগ করার নতুনতর পন্থা বেছে নেওয়া হোক; ঋণপত্রের অংশ যদি তাতে কিছুটা নেমেও আসে, আসুক। একথা বলার কারণটি স্পষ্ট ডেট মার্কেটের প্রাসঙ্গিকতা অনেকটাই হারিয়েছে। রিটায়ারমেন্টের জন্য জমানো সম্পদ সাধারণত দীর্ঘমেয়াদের জন্য হয়, এবং নিয়ন্ত্রক পি এফ আর ডি এ'-র অধীনস্থ 'ন্যাশনাল পেনশন সিস্টেম (এন পি এস) অনেকাংশ উন্নত প্রকল্প এনেছে বটে, কিন্তু 'ইউনিভার্সাল পেনশন'-এর ধারে -কাছেও আমরা নেই। জুলাই মাসের তথ্য অনুযায়ঈ, ৪.৪২ কোটি লম্বা সময়ে ঋণপত্রের বাজার কতদূর কী রিটার্ন দিতে পারবে, তা আজ সহজেই অনুমেয়।

একটিবারের জন্যও ভাববেন না, এই মুহূর্তের ইকুইটি মার্কেটের তেজি-ভাব আমরা ধারণাটি প্রভাবিত করেয়ে। স্টকের রিটার্ন তো সাময়িক। এ তো সবাই জানে। ইনডেক্সের দ্রুত উত্থান তো পতনের আগেই হয়ে থাকে, তাই না? তবে এটাও ঠিক যে, একজন গড়পড়তা মানুষ তার ২০-৩০-৪০ বছরের কর্মজীবনে অনেকগুলো মার্কেট সাইকেল' দেখতে পারবে, অবসরের জন্য সঞ্চিত অর্থ দীর্ঘদিন ধরে বাড়াতে পারবে। কাজেই এই সুযোগ অবহেলা করার মতো নয়। সম্ভাবনায় সন্ধানে থাকার অন্য নামই তো জীবন। ন্যারেটিভের ধারা অন্যদিকে সামান্য ঘুরিয়ে দেখে নিই, আমাদের দেশের সংঘটিত পেনশন মার্কেটে হদানিং কালে হয়েছে। প্রথমেই যা অনুভূত হবে, তা নিয়ন্ত্রকের আনা অদলবদল। সম্প্রতি, চালু হ্যয়া সিস্টেমের অংশীদারি নেওয়ার বয়স পাঁচ বছর বাড়িয়ে ৭০ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, যে 'এনপিএস সাবস্ক্রাইবার' ৬৫ বছর পেরনোর পর আসবেন, তিনি যদি 'অ্যাকটিভ চয়েস' নামক বিকল্পটি নেন, তাহলে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত স্টকে টাকা খাটাতে পারবেন। চিত্রটি কিছুটা এইরকম অ্যাকটিভ চয়েসের ক্ষেত্রে অ্যালোকেশনের সীমা ইকুইটি ৫০ শতাংশ কর্পোরেট বন্ড ১০০ শতাংশ গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিড ১০০ শতাংশ অল্টারনেট অ্যাসেট ৫ শতাংশ আপনার অবসরকালের জন্য গঠিত নিজের পেনশন ফান্ডের ধরন কেমন হওয়া উচিত, তা আপনার চেয়ে ভাল আর কে বুঝবে; যদি যথেষ্ট আগে এই নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করতে পারেন, আখের লভা আপনারই। এ লেখা যখন লিখছি, তখন খবরে প্রখাস পেনশন নিয়ে আরও সদর্থক চিন্তা চলছে। তারজেরে হয়তো ভবিষ্যতে আপনার টাকা মার্কেটের আরও কাচে আসবে। নতুন সিস্টেমের অংশীদারের সংখ্যাও বাড়বে, এই অর্থবর্ষের শেষে আরও এক কোটি ভারতীয় অন্তভুক্ত হবে, আশা করা যায়। প্রসঙ্গত জানাই, অর্থবর্ষ ২০২১-এ সাবস্ক্রাইবারের সংখ্যা প্রায় ২৩ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছিল। এর মধ্যে অবশ্য 'অটল পেনশন যোজনা'-র পরিসংখ্যানও ধরে নেওয়া আছে, যেটির কল্যাণ প্রান্তিক মানুষের ন্যূনতম হাজার টাকা পেনশন মেলে। নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলি, তুলনায় অল্পবয়সিরা পেনশন নিয়েমাথা ঘামায় না। অধিকাংশ মধ্যবিত্ত মানুষ অনেকে সময় প্রাত্যহিক জীবনযুদ্ধের মাঝে ব্যাপারটিকে বাহুল্য মনে করে এড়িয়ে যায়। ৩০ বছর বয়সিরা আজ শুরু করলে ষাটে পৌঁছে সুফল পাবে, তাই 'নিজের পেনশন, নিজেই ব্যবস্থা করুন' নীতির বিশ্বাসী হওয়াই কাম্য। কালক্ষেপ না করে দেশের সামগ্রিক চিত্রটির কথা দু'দণ্ড ভাবলে শীগ্রই হাল ধরতে পারা যাবে। দেশে সোশ্যাল সিকিউরিটির অভাবের কথা আগেই হয়েছে। এরই সঙ্গে ভারতে বিপুল জনসংখ্যার কথা চিন্তা করুন, চিনকে আমরা ছাড়াব অচিরেই। সমাজে এবং অর্থনীতিতে যে চাপ পড়বে, তার সঙ্গে লড়াই করার অন্যতম অস্ত্র হল সুষ্ঠু রিটায়ারমেন্ট প্ল্যানিং। শেষোক্ত বিষয়টি আমাদের দেশের জন্য আরও একটি কৃষ্ণগহ্বর। অবসরোত্তর জীবনে অর্থাভাব এলে কী উপায়, এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নিতে হবে আপনাকেই, এখনই। উত্তর খুঁজবেন অনেকেই। 'রেগুলার কর্মী' কিংবা গিগ ইকোনমি-র অস্থায়ী অংশদীদার বা সুদীপ্তর মতো জনতার ভিড়ে হঠাৎ দেখা যুবক যাঁর বাড়ি কোথায় জিজ্ঞাসা করা হয়নি।

(সৌজন্যে প্রতিদিন)

বুধবার আগরতলায় তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান কর্মসূচি। ছবি ঃ নিজস্ব

বিজেপি-র নয়া সভাপতি, খায় না মাথায় দেয়, লোকে জানেনা : সৌগত রায়

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর (হি স)। বিজেপি-র নয়া সভাপতি সুকান্ত মজুমদার সম্পর্কে তৃণমূলের বরিষ্ঠ নেতা তথা সাংসদ সৌগত রায় বুধবার বললেন, "খায় না মাথায় দেয়, লোকে জানেনা"।

এদিন ভবানীপুরে প্রচারে গিয়ে পুলিশের বাধার মুখে পড়েন সুকান্ত মজুমদার ও বিজেপি প্রার্থী প্রিয়ঙ্কা টিবরেওয়াল। এ সম্পর্কে ক্ষোভ উগরে দেন সুকান্তবাবু। প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে সৌগত রায় বলেন, "নতুন সভাপতি এসেছেন সুকান্ত মজুমদার। খায় না মাথায় দেয়, লোকে জানেনা। তাঁর অভিযোগের কী মূল্য আমি তো কিছুই বুঝিনা। এগুলো আলোচনার বিষয়ই নয়।"

মমতা-গড়ে প্রিয়ঙ্কার প্রচার "আটকানো'-র ব্যাপারে তৃণমূল নেতা সৌগত রায় মন্তব্য করেন, "ভোটে হারবেন বলেই এমন অজুহাত। প্রিয়ঙ্কা ৫০ হাজারের বেশি ভোটে হারবেন। তার আগে ওরা অজুহাত তৈরি করে রাখছে পুলিশি বাধার। প্রচারে বাধা পেলে প্রেসের কাছে না বলে উনি (প্রিয়ঙ্কা) মুখ্য নির্বাচনী অফিসারের কাছে বলুন! তিনি তো রাজ্য সরকারের অধীনে কাজ করেন না।

এই সব প্রিয়ঙ্কা, সুকান্ত মজুমদার অনর্থক বলছেন মমতা ব্যানার্জীর বিরুদ্ধে অপপ্রচারের জন্য। এই সব অভিযোগের কোনও নির্ভরযোগ্যতা নেই। উনি কত ভোট পান দেখুন। ফালতু কথা ওঁরা যত কম বলেন, তত ভাল।"অভিযোগ উঠেছে, ভয় পেয়েছে তৃণমূল। তাই বিজেপি-কে প্রচার করতে দেওয়া হচ্ছে না। এর প্রতিক্রিয়ায় সৌগতবাবু বলেন, "ভয় তো পায়নি তৃণমূল! সব বাজে কথা। ওরা প্রচার করুন না। অজুহাত দেখাচ্ছেন কেন?"

বিজেপিকে দেশ ছাড়া করার ডাক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : "তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে।" এভাবেই একবালপুরের নির্বাচনী জনসভায় বিজেপিকে দেশ ছাড়া করার ডাক হুঁশিয়ারি দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই দিন তিনি ত্রিপুরার সঙ্গে যোগীরাজ্য উত্তরপ্রদেশেও নির্বাচনী লড়াই করার ইঙ্গিত দেন।

আগামী ৩০শে ভবানীপুরে উপনির্বাচন। এর জন্য মঙ্গলবার একবালপুরে তৃণমূল প্রার্থী তথা মুখ্যমন্ত্রীর সভা ডাকা হয়েছিল। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রুজিরাকে ইডির তলব নিয়ে বিজেপিকে আক্রমণ করেন তৃণমূলনেত্রী।

এর পর প্রশ্ন তোলেন, কেন রাজ্যের মামলা দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হল। তবে সব ষড়যন্ত্রকে ধুলিসাৎ করে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ডাক দেন তিনি।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন প্রত্যেককে ভোট দেওয়ার পরামর্শ দেন। বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিতবেন ভেবে কেউ ভোট দিতে যাবেন না, তা করবেন না।

প্রত্যেকে ভোট দেবেন। আপনাদের প্রত্যেকের ভোট প্রয়োজন। নাহলে আমাকে আপনারা পাবেন না, অন্য কেউ মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যাবেন।" পুজোর আর মাত্র ১৯ দিন বাকি। তবে করোনা পরিস্থিতিতে পুজো কীভাবে হবে তা নিয়ে এখনও দুশ্চিন্তায় উদ্যোক্তারা। বুধবার এবিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, "প্রতিবারের মতোই পুজোই হবে।

তবে প্রত্যেককে মানতে হবে করোনাবিধি।"

জমির দালাল : সাহস থাকলে ভবানীপুরের প্রাক্তন বিধায়ক ফণীধরকে গ্রেফতার করুন মুখ্যমন্ত্রী, বলেন কং নেতা কমলাক্ষ

হাইলাকান্দি (অসম), ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ভবানীপুরের সদ্যপ্রাক্তন এআইইউডিএফ বিধায়ক ফণীধর তালুকদারকে গ্রেফতারের দাবি জানিয়ে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের হাওয়া তপ্ত করে দিলেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যনির্বাহী সভাপতি তথা উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। অসমে জমি দালালদের ধড়পাকড় অভিযানে পাঁচ শতাধিক জমির দালাল পুলিশের জালে ধরা পড়েছে। আর এই ধড়পাকড় অভিযান চলাকালীন কংগ্রেস বিধায়কের এই মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ। বুধবার দুপুরে হাইলাকান্দি জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন এপিসিসি-র কার্যনির্বাহী সভাপতি কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। ভিড়ে ঠাসা সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি অসমে জমির দালালদের গ্রেফতার প্রসঙ্গে সরকারের পদক্ষেপকে অবশ্যই স্বাগত জানান। তবে জানিয়ে দেন, এ সব দালালদের পাকড়াও করার আগে কাদের পরোক্ষ মদতে এরা আস্কারা পেয়েছেন সেদিকটা অবশ্যই দেখতে হবে।

কোনও রাখঢাক না রেখে এপিসিসির কার্যনির্বাহী সভাপতি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মার ঘনিষ্ঠ দালালদের সর্বপ্রথম গ্রেফতার করা প্রয়োজন। বিভিন্ন রাজস্ব সার্কল কার্যালয়ে একাংশ সরকারি আধিকারিক ও কর্মচারী এ সব দালালদের প্রত্যক্ষ মদত দিয়ে আসছেন। ফলে আগে সরকারি আধিকারিক-কর্মীদের গ্রেফতার করে উদাহরণ সৃষ্টি করুন মুখ্যমন্ত্রী। তবেই সরকারি কাজে স্বচ্ছতা আসবে। এখানেই না থেমে কমলাক্ষ বলেন, ভবানীপুরের সদ্যপ্রাক্তন বিধায়ক ফণীধর তালুকদারকে আগে গ্রেফতার করা উচিত। কারণ বিধায়ক ফণীধর তালুকদার রাজ্যের বড়মাপের জমির দালাল। মুখ্যমন্ত্রীকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে এপিসিসি কার্যনির্বাহী সভাপতি বলেন, সাহস থাকলে এআইইউডিএফ ত্যাগ করে বিজেপিতে যোগদানকারী ভবানীপুরের প্রাক্তন বিধায়ক ফণীধর তালুকদারকে গ্রেফতার করে দেখান।

মূলত বুধবার তিনি হাইলাকান্দি এসেছিলেন ২০১৮ সালে হাইলাকান্দি জেলায় ভয়াবহ বন্যায় আর্থিক কেলেঙ্কারি খোলসা করতে। কংগ্রেস কার্যালয়ে দলের জেলা কমিটির দুই উপ-সভাপতি দক্ষিণারঞ্জন চন্দ, সামসুল ইসলাম বড়লস্কর, সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক সামস উদ্দিন বড়লস্কর, মুখপাত্র রাজমোহন ভর, সংখ্যালঘু সেলের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মীরা, হাইলাকান্দি ব্লক মণ্ডল কমিটির সভাপতি শুভঙ্কর ভট্টাচার্য প্রমুখদের দুপাশে বসিয়ে এপিসিসির কার্যনির্বাহী সভাপতি বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ বলেন, তিনি বিধানসভার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির (পিএসি) সদস্য হিসেবে ১৫ সেপ্টেম্বর পিএসি টিমের সঙ্গে হাইলাকান্দি এসেছিলেন। এখানে জেলাশাসকের কার্যালয়ে রাজস্ব বিভাগ নিয়ে আলোচনাকালে বেরিয়ে আসে ভয়ঙ্কর তথ্য। এতে দেখা যায়, ২০১৮ সালে হাইলাকান্দি জেলায় ভয়াবহ বন্যায় যাদের বাড়িঘর 'ফুল ডেমেজ' (পুরো বাড়ি বিধ্বস্ত) হয়েছিল তাদের বাড়িঘর নির্মাণে সরকার ৪১ কোটি টাকা মঞ্জুর করে। এতে দেখা যায়, ২০১৮-র বন্যায় জেলায় মোট ২,৪৬২টি ঘরবাড়ি পুরো বিধ্বস্ত হয়েছিল।

তথ্য তুলে ধরে পিএসি সদস্য কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ সাংবাদিকদের বলেন, হাইলাকান্দি রাজস্ব সার্কলে ৮৫৪টি, আলগাপুর রাজস্ব সার্কলে ১,১৭১টি, কাটলিছড়া রাজস্ব সার্কলে ৬৫টি এবং লালা রাজস্ব সার্কলে ৩৭২টি বাড়ি নিয়ে মোট ২,৪৬২টি বসতবাড়ি বন্যায় একবারেই বিধ্বস্ত হয়েছিল। বিধায়ক বলেন, চোখ কপালে ওঠার মতো ঘটনা হলো, যাদের বাড়িঘর বন্যায় পুরো নষ্ট হয়েছিল সে সব ভুক্তভোগীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরকারি আর্থিক সাহায্য জমা পড়েনি। যেখানে বন্যা হয়নি বা উঁচু জমির ওপর যাদের বাড়িঘর তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকেছে। হাইলাকান্দির যারা বহিঃরাজ্যে যেমন দিল্লি, কলকাতা, মুম্বাই থাকেন তাদের অ্যাকাউন্টে টাকা গিয়েছে। এছাড়া, ওই বছরের বন্যায় জেলার ১,১৭১টি বাড়ির কোনও তথ্য নেই। পিএসি-র বৈঠকেও জেলার রাজস্ব বিভাগ তা তুলে ধরতে পারেনি বলে জানান কমলাক্ষ।

এ সংক্রান্ত তালিকা পিএসি-র কাছে তুলে ওইদিনের বৈঠকে জেলাশাসককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়ে এপিসিসি-র কার্যনির্বাহী সভাপতি কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ বলেন, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সরকারি টাকা পাইয়ে দেওয়ার নামে বড়সড় আর্থিক কেলেঙ্কারি হয়েছে হাইলাকান্দিতে। কিন্তু এ নিয়ে নীরব হিমন্তবিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার।

এবার জমি দালাল প্রসঙ্গে এপিসিসির কার্যনির্বাহী সভাপতি বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ সাফ জানিয়ে দেন, মুখ্যমন্ত্রীর সাহস থাকলে ভবানীপুরের প্রাক্তন বিধায়ক ফণীধর তালুকদারকে গ্রেফতার করুন। ফণীধর তালুকদার অসমের সবচেয়ে বড় জমির দালাল, এই অভিযোগ তুলে বিধায়ক কমলাক্ষ বলেন, ছোট ছোট দালালদের পাকড়াও করার ঘটনা হাস্যকর। কাদের মদতে এ সব জমির দালাল আস্কারা পেয়েছেন? প্রশ্ন তুলে কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ বলেন, আগে রাজস্ব বিভাগের আধিকারিক ও কর্মীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন মুখ্যমন্ত্রী। এখানেই শেষ নয়, বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মার চারপাশে যে সব জমির দালাল ঘুঘুর পাখির মতো বাসা বানিয়ে রয়েছে সাহস থাকলে এদের গ্রেফতার করুন মুখ্যমন্ত্রী, রীতিমতো চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েন উত্তর করিমগঞ্জের কংগ্রেস বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ।

এবার তিনি যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মার বরাক উপত্যকা সফর প্রসঙ্গে। পাশাপাশি কোনও রাখঢাক না রেখে বরাকের বিজেপি বিধায়কদের মেরুদণ্ড নেই বলেও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি বক্তা। এপিসিসির কার্যনির্বাহী সভাপতি কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা দু-দিনের বরাক সফরে (মূলত কাছাড় জেলা সফর) এসেছিলেন, অবশ্যই ভালো কথা। তিনি খাসপুরে কাছাড়ি রাজার শেষ রাজধানীতে গিয়েছেন। শিলচর আবর্ত ভবনের সামনে কাছাড়ি রাজ্যের শেষ রাজা গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণ হানসু-র মূর্তি উন্মোচন করেছেন। সব ঠিক আছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কি পারতেন না বরাকের একাদশ ভাষা শহিদ স্মারকস্থলে গিয়ে ভাষা শহিদদের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে? প্রশ্ন কমলাক্ষের।

প্রসঙ্গক্রমে বরাকের বিজেপি বিধায়ক সহ শাসকদলের নেতাদের মেরুদণ্ডহীন বলতেও মোটেই কার্পণ্য করেননি কমলাক্ষ। বলেন, বিজেপি বিধায়ক, শাসকদলের নেতারা চাইলে মুখ্যমন্ত্রীকে ভাষা শহিদ স্মারকস্থলে নিয়ে যেতে পারতেন, কিন্তু সেই সাহস জুটাতে পারেননি তাঁরা। মুখ্যমন্ত্রী ভাষা শহিদদের নিয়ে একটি বাক্য ব্যয় করেননি।

এবার এপিসিসি কার্যনির্বাহী সভাপতি জুড়েন টেট পরীক্ষা কেন্দ্র প্রসঙ্গে। বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, কোভিডের জন্য হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জ সহ আরও চারটি জেলায় প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের টেট পরীক্ষা কেন্দ্র দেওয়া হয়নি। মুখ্যমন্ত্রীর এহেন যুক্তিকে নস্যাৎ করে কমলাক্ষ বলেন, যদি কোভিডের জুজু থাকে তবে বেশি করে টেট পরীক্ষা কেন্দ্র দেওয়া উচিত ছিল। যাতে পরীক্ষার্থীরা কোভিড বিধি মেনে পরীক্ষায় বসতে পারেন। এআইইউডিএফ-এর সঙ্গে মিত্রতা ভঙ্গ নিয়ে কমলাক্ষ বলেন, আসলে এই দলের সঙ্গে মহাজোট করাটা কংগ্রেসের ভুল সিদ্ধান্ত ছিল। এবার মিত্রতা ভঙ্গ হওয়ায় দল একা চলবে। আর কখনও এআইইউডিএফ-এর সঙ্গে মিত্রতা হবে না, দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যনির্বাহী সভাপতি তথা বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ।

ডাক্তার পদবি ব্যবহারের দাবীতে বাংলাদেশের হোমিওপ্যাথিকদের মানব বন্ধন

মনির হোসেন,ঢাকা,২২ সেপ্টেম্বর।। ডাক্তার পদবি ব্যবহারের দাবীতে বাংলাদেশের হোমিওপ্যাথিকদের মানব বন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। নামের আগে ডাক্তার পদবি ব্যবহার করতে চান বাংলাদেশের হোমিওপ্যাথিকরা। এ সংক্রান্ত দাবি জানিয়ে তারা মানববন্ধন করেছেন।বুধবার (২২ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশের জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধনে এই দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক ছাত্র অধিকার সংগঠন।

সংগঠনটির সভাপতি আরমান হোসেন বলেন, সরকারের নিয়ম অনুযায়ী ৪ বছর ৬ মাস কলেজে লেখাপড়া করে সরকারি সব বিল পরিশোধ করে সরকারের রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হয়ে কেন ডাক্তার লিখতে পারব না? পেশাগত জীবনে আমরা আমাদের পেশাগত যোগ্যতার প্রমাণ রাখতে চাই। তিনি বলেন, সম্প্রতি আদালত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকদের নামের আগে ডাক্তার পদবি ব্যবহার করা বেআইনি ঘোষণা করেছেন। আদালত স্বতঃপ্রনোদিত হয়ে উক্ত আদেশটি দিয়েছেন যা, হোমিওপ্যাথিক আইনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক।

হোমিওপ্যাথিক বিষয়ে আলাদা আইন আছে যে, আইনটির নাম দ্য বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক প্রকিটিশনার্স অর্ডিন্যান্স ১৯৮৩। ৩৩ এর "এ" ধারা এবং মাদকদ্রব্য নিয়ে আইন ২০১৮ এর সেকশন ২ এর ক্রমিক নং ১২ অনুসারে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকরা নামের আগে ডাক্তার পদবি ব্যবহার অইনগতভাবে বৈধ। তার মতে, পার্শবর্তী দেশ ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা এবং আফ্রিকাসহ বিভিন্ন দেশে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকরা আইনগতভাবে নামের আগে ডাক্তার পদবি ব্যবহার করেন। ভারত-পাকিস্তানসহ অন্যান্য দেশে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার নামের আগে ডাক্তার লেখে। কিন্তু আদালতের কাছে ভুল তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এ রায় দিয়েছেন।

এছাড়া মানববন্ধনে নাগরিকের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ও ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে ১১ দফা দাবি তুলে ধরা হয়। দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে- হাইকোর্টের রায়ের প্রতি পরিপূর্ণ সম্মান প্রদর্শন করে ডাক্তার লেখার মৌলিক অধিকার ও রায়ের পর্যবেক্ষণে হোমিওপ্যাথির জন্য আলাদা মন্ত্রণালয় গঠনের মাধ্যমে অতি দ্রুত বাস্তবায়ন, ডিএইচএমএস কনডেন্স কোর্স চালু করা ও উচ্চ শিক্ষার পথ প্রশস্ত করা, ডিএইচএমএস কোর্সের মান নিশ্চিত করা, ডিএইচএমএস ডাক্তারদের সরকারি চাকরির ব্যবস্থা করা ও বিএইচএমএস ডাক্তারদের চাকরির সুযোগ বর্ধিত করা, হোমিওপ্যাথির জন্য কল্যাণকর হোমিওপ্যাথিক আইন প্রতিষ্ঠা করা, বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করা, দেশের প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে হোমিওপ্যাথির আলাদা ইউনিট তৈরি করা এবং সরকারিভাবে হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি।

বাংলাদেশ ও ভারতের প্রেস ক্লাবের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

মনির হোসেন,ঢাকা,২২ সেপ্টেম্বর।। বাংলাদেশের জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন ও দিল্লির প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়ার সভাপতি উমাকান্ত লাখারিয়া দুই ক্লাবের পক্ষে সম্প্রতি একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছেন। এই সমঝোতা অনুযায়ী দুই ক্লাবের সদস্যরা পরস্পরের ক্লাব ও সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করতে পারবেন।

বুধবার (২২ সেপ্টেম্বর) সংবাদ মাধ্যমে বাংলাদেশের জাতীয় প্রেস ক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক মাঈনুল আলমের পাঠানো এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানানো হয়। বিবৃতিতে বলা হয়, প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়ার আমন্ত্রণে ক্লাবে বঙ্গবন্ধু মিডিয়া সেন্টার স্থাপন অনুষ্ঠানে যোগ দেন জাতীয় প্রেস ক্লাব সভাপতি। গত ৭ সেপ্টেম্বর দুই ক্লাবের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এ সময় প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়ার সেক্রেটারি জেনারেল বিনয় কুমার, সাবেক সভাপতি গৌতম লাহিড়িসহ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এরপর ২১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত জাতীয় প্রেস ক্লাবের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় সমঝোতা স্মারকটি ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াস খানের হাতে তুলে দেন সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন। ব্যবস্থাপনা কমিটি এই উদ্যোগকে অভিনন্দন জানিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করে যে, আগামী দিনগুলোতে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের সাংবাদিকদের সঙ্গে বাংলাদেশের সাংবাদিকদের সম্প্রীতি, মৈত্রী ও সৌহার্দ্য আরো সুদৃঢ় হবে।

পুজোর চারদিন বারইগ্রাম রাধারমণ আশ্রমে নানা অনুষ্ঠান, আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু অনলাইনে জীবন্ত দুর্গা সাজো প্রতিযোগিতা

বারইগ্রাম (অসম), ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : শরতের ডাকে সাড়া দিয়ে প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে এগিয়ে আসছে বাঙালিদের শ্রেষ্ঠ উৎসব শুভ শারদীয়া। হাতে সময় নেই। ফলে মৃৎশিল্পীরা এ মুহূর্তে চরম ব্যস্ত। চিন্ময়ী মায়ের মৃন্ময়ী রূপ দিতে রাতদিন এক করে চলেছেন তাঁরা। এরই মধ্যে এবার প্রথমবারের মতো মাটির প্রতিমা ছাড়া জীবন্ত দুর্গা সাজো প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে উদ্যোগ হাতে নিয়েছে বারইগ্রাম রাধারমণ সেবা সমিতি।

পিতৃপক্ষের শেষে মহালয়ার পুণ্যলগ্নে আগামী ছয় অক্টোবর থেকে ১২ অক্টোবর মহাসপ্তমী তিথি পর্যন্ত অনলাইনে দুর্গা সাজো প্রতিযোগিতা বারইগ্রাম রাধারমণ আশ্রমের ফেসবুক পেজে অনুষ্ঠিত হবে। আন্তর্জাতিক মানের এই অনলাইন প্রতিযোগিতায় যে কোনও দল বা সংগঠন অংশগ্রহণ করতে পারে, জানিয়েছেন আয়োজক মণ্ডলির কর্মকর্তারা।

তাঁরা জানান, জীবন্ত দুর্গার কাঠামো তৈরি করে সেই ছবির সঙ্গে সংগঠনের নাম ও ঠিকানা এবং প্রতিটি চরিত্র রূপায়ণে শিল্পীর নাম লিখে আগামী ৪ অক্টোবর থেকে ৫ অক্টোবর রাত ১২টার মধ্যে আয়োজক সেবা সমিতির ৭০০২৬৭৮৮৪৩, এই হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাতে হবে। প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী দলকে নগদ পুরস্কার সহ অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে একেকটি আকর্ষণীয় পুরস্কার ও শংসাপত্র প্রদান করা হবে বলে আয়োজক সেবা সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যদি কেউ অবৈধভাবে অটো লাইকার ব্যবহার করেন, তা-হলে তাঁদের বিনা নোটিশে প্রতিযোগিতা থেকে বহিষ্কার করা হবে। সেই সঙ্গে পুরনো ছবি প্রতিযোগিতার জন্য বিবেচিত হবে না জানিয়েছেন আয়োজকরা।

শুধু তা-ই নয়, জীবন্ত দুর্গা সাজো প্রতিযোগিতার পাশাপাশি এবার রাধারমণ সেবা সমিতির পক্ষ থেকে পুজোর প্রতিদিন সন্ধ্যায় থাকছে নানা ধরনের প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান। দেশজুড়ে চলমান সংক্রমণ করোনা পরিস্থিতিতে নারীশক্তির প্রতি পূর্ণ সম্মান দেখাতে পুজোর মহাসপ্তমী তিথিতে রয়েছে আলপনা অঙ্কন, সংস্কৃত শ্লোক পাঠ প্রতিযোগিতা। একইভাবে মহাঅষ্টমী তিথিতে থাকবে শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি প্রতিযোগিতা। এতেও অংশগ্রহণকারীদের বছাই করে পুরস্কৃত করা হবে। ইচ্ছুক প্রতিযোগীদের আয়োজক বারইগ্রাম রাধারমণ সেবা সমিতির সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা মীনাক্ষী দাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হয়েছে।

বিধায়ক নিজামের চাপে মুক্ত দুই জমি-দালাল ফের গ্রেফতার, হাইলাকান্দিতে আটক আরও সাত ভূ-মাফিয়া

হাইলাকান্দি (অসম), ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বিধায়ক নিজাম উদ্দিনের আবদারে পুলিশের হেফাজত থেকে মুক্তি পেয়ে বিজয়-উৎসব করেছিলেন অভিযুক্ত দুই জমি দালাল। আলগাপুরের বাসিন্দা এই দুই জমি-দালালকে মঙ্গলবার রাতে ফের গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শরিফ উদ্দিন বড়ভুইয়াঁ এবং আনোয়ার উদ্দিন লস্কর নামের এই দুই জমির দালালকে আলগাপুরের বিধায়ক নিজাম উদ্দিন চৌধুরীর চাপে ছেড়ে দেওয়ার খবর চাউর হলে এ নিয়ে গোটা হাইলাকান্দি জেলায় শুরু হয় প্রতিক্রিয়ার। ফলে বিভিন্ন মহলের চাপে পড়ে ফের এদের গ্রেফতার করার নির্দেশ দেন পুলিশ সুপার গৌরব উপাধ্যায়। এদিকে আজ হাইলাকান্দিতে জমির দালাল অভিযোগে আরও সাতজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার নির্দেশে রাজ্যের অন্যান্য জেলার সমান্তরাল সোমবার রাতে হাইলাকান্দি জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে পুলিশ আটক করেছিল ১২ জন ব্যক্তিকে। জেলায় আটক ব্যক্তিদের মধ্যে আলগাপুর থানায় চার, লালা থানায় দুই, কাটলিছড়ায় এক এবং সদর থানায় আটক করা হয় পাঁচ জনকে। আলগাপুরে আটক হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন শরিফ উদ্দিন বড়ভুইয়াঁ নামের এক পঞ্চায়েত সদস্যও। এই ১২ জনকে সোমবার রাতে থানায় আটকে রাখে পুলিশ। এদিকে, এদের থানায় আটকে রাখাকে কেন্দ্র করে আলগাপুরে মঙ্গলবার সকাল থেকে সৃষ্টি হয় উত্তেজনার। দোষীর পরিবর্তে নির্দোষ ব্যক্তিদের থানায় আটকে রাখার অভিযোগ উত্থাপন করে আলগাপুর তেমাথা এলাকায় প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেন একাংশ স্থানীয় লোক। স্থানীয়দের এই আন্দোলনে শামিল হয়ে আলগাপুরের এআইইউডিএফ বিধায়ক নিজাম উদ্দিন চৌধুরী কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিকদের আটককৃত ব্যক্তিদের ছেড়ে দিতে চাপ সৃষ্টি করেন।

বিধায়কের চাপে অবশেষে বিকেল দু'টা নাগাদ শরিফ উদ্দিন বড়ভুইয়াঁ এবং আনোয়ার উদ্দিন লস্কর নামের দুই ব্যক্তিকে ছেড়ে দেয় আলগাপুর পুলিশ। থানা থেকে ছাড়া পাওয়ার পর এই দুই ব্যক্তির গলায় মালা পরিয়ে তাদের সঙ্গে নিয়ে বিধায়কের সমর্থকেরা রীতিমতো বিজয় মিছিল, বাজি-পটকা পুড়িয়ে এদের নিয়ে যান বিধায়ক নিজাম উদ্দিনের বাড়িতে। সেখানে বিধায়ক চৌধুরী মালা পরিয়ে এদের স্বাগত জানান।

এদিকে, বিধায়কের চাপে দালালদের ছেড়ে দেওয়ার খবর চাউর হওয়ার পরই এ নিয়ে শুরু হয় প্রতিক্রিয়ার। নড়েচড়ে বসে পুলিশ। ফলে ফের এই দুই দালালকে গ্রেফতার করতে নির্দেশ দেন পুলিশ সুপার গৌরব উপাধ্যায়। পুলিশ সুপারের নির্দেশে ফের এদের গ্রেফতার করে আলগাপুর পুলিশ।

অন্যদিকে, সোমবার রাত এবং মঙ্গলবারের পর আজ বুধবারও হাইলাকান্দিতে অব্যাহত থাকে পুলিশের দালাল বিরোধী অভিযান। হাইলাকান্দির পুলিশ সুপার গৌরব উপাধ্যায় জানান, বুধবার সকালে হাইলাকান্দি জেলায় গ্রেফতার করা হয়েছে আরও সাত জমির দালালকে। এদের মধ্যে রয়েছেন আলগাপুরে আত্মসমর্পণকারী দুই দালালও। এছাড়া হাইলাকান্দি সদর থানায় গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে রয়েছেন শহরের ধনাঢ্য ব্যক্তি বাচ্চু শর্মা, মানিক দেবনাথ, সজল দেবনাথ, মান্না দেবনাথ এবং অন্য এক ব্যক্তি। এই সাতজনকেও বুধবার আদালতে হাজির করে হাইলাকান্দি পুলিশ। এদিকে, দুই দালালকে ছেড়ে ফের গ্রেফতার প্রসঙ্গে পুলিশ সুপার গৌরব উপাধ্যায় জানান, প্রাথমিক তদন্তে এদের বিরুদ্ধে প্রমাণ না থাকায় সাময়িকভাবে বাড়ি যেতে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরে অন্যান্যদের জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে এদের বিরুদ্ধে প্রমাণ পাওয়ার পর ফের এদের গ্রেফতার করা হয়েছে, জানিয়েছেন পুলিশ সুপার গৌরব উপাধ্যায়।

শুভেন্দুর পুজোয় প্রশাসনের বাধা, জটিলতা কাটাতে আসরে হাইকোর্ট

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স) : বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ক্লাবের পুজো ময়দান সরজমিনে দেখতে আধিকারিক নিয়োগ করল কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার বিতর্কিত জমিটি খতিয়ে দেখেই আদালতে রিপোর্ট পেশ করবেন ওই আধিকারিক। বুধবার এই নির্দেশ দেয় বিচারপতি সুব্রত তালুকদার ও বিচারপতি কেশনঙ ডোমা ভুটিয়ার ডিভিশন বেঞ্চ। পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথির চৌরঙ্গী রিক্রিয়েশন ক্লাবের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই জড়িয়ে রয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর নাম। চৌরঙ্গীর ওই পুজোটি যে জমিতে হয় তা রাজ্যের সেচ দফতরের অধীনে রয়েছে। আগে রাজ্যের সেচমন্ত্রী থাকাকালীন ওই জমিতেই পুজোর আয়োজন হয়েছে নির্বিঘ্নে। কিন্তু এবার রাজ্যের বিরোধী নেতার আসনে বসেছেন শুভেন্দু অধিকারী। রাজনৈতিক দিক থেকেও অনেকটাই পরিবর্তন এসেছে অধিকারী গড়ে। এমন পরিস্থিতিতে সেচ দফতরের ওই জমিতে পুজো করতে দিতে নারাজ প্রশাসন। পুজো কমিটির কর্তাদের অভিযোগ, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা এই ক্লাব কমিটির সভাপতি হওয়ার জন্যই একবার অনুমতি দিয়েও পরে তা বাতিল করেছে প্রশাসন। তারপরই পুজোর অনুমতি চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় পুজো কমিটি। গোটা ঘটনায় রাজ্যের শাসক দলের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে ক্লাবের সম্পাদক তুষারকান্তি দাস বলেন, শাসকদল তৃণমূলের চক্রান্তেই অনুমতি বাতিল করা হয়েছে।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

মধ্যরাতের আগে না ঘুমিয়ে যে ভুল হচ্ছে

মধ্যরাতে ঘুমিয়ে দুপুর বেলা পর্যন্ত ১০ ঘণ্টা ঘুমালেও সময়মতো আট ঘণ্টার ঘুমের সমতুল্য হয় না। এর পেছনে দায়ী শরীরের জৈবিক ঘড়ি 'সার্কাডিয়ান রিদম', যা মস্তিষ্কের সংকেত পাঠায় ঠিক কখন ঘুমানোর সময়। এই 'সার্কাডিয়ান রিদম'য়ের অবাধ্য হলে শারীরিক এবং মানসিক বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। শরীর যেভাবে সময় বোঝে কখন ঘুমানোর সময় আর কখন জেগে থাকার সময় সেটা মস্তিষ্ককে জানায় 'সার্কাডিয়ান রিদম'। এমনকি ঘুমের মধ্যেও আশপাশের পরিবেশ অনুযায়ী কখন সতর্ক থাকতে আর কখন গভীর ঘুমে ডুবে যেতে হবে সেটাও ঠিক করে দেয়। পৃথিবীর কক্ষপথ পরিমণ্ডলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে এই 'সার্কাডিয়ান রিদম', যা ছাড়া শরীর কতটুকু কর্মশক্তি কখন কাজে লাগাবে তা নির্ধারণ করতে পারতো না।

ফলে জীবনের প্রতিটি ধাপেই সমস্যায় পড়তে হত।

যুক্তরাষ্ট্রের ঘুম বিশেষজ্ঞ ও 'নিউরোসাইন্টিটিস্ট' ড় চেলসি রোশেব বলেন রিয়েলসিম্পল ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন, ''চোখের মাধ্যমে যে সূর্যের আলো প্রবেশ করে তা দিয়েই 'সার্কাডিয়ান রিদম' নিয়ন্ত্রিত হয়। চোখে যখন আলো তখন মস্তিস্ক 'মেলাটোনিন' হরমোনকে দমিয়ে দেয়। আর এই হরমোনই মানুষের ঘুম নিয়ন্ত্রণ করে, মস্তিষ্কে সংকেত পাঠায় কখন ঘুম দরকার। একইভাবে সন্ধ্যার পর চারদিক যখন অন্ধকার হয়ে আসে তখন 'মেলাটোনিন' উৎপাদন বেড়ে যায় এবং একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় গিয়ে থেমে যায়। আর তখনই মস্তিষ্কে সংকেত যায় যে ঘুমানো সময় হয়েছে।''

সাধারণত এই মেলাটনিন সংকেত ভালোভাবে আর্বিভূত হয় মধ্যরাতের আগে। তাই মধ্যরাতের পর থেকে যতই জেগে থাকা হবে ততই শারীরিক ঘড়ির ১২টা বাজবে।

''আমরা যখন 'টাইম জোন' অতিক্রম করি তখন এই প্রক্রিয়া ব্যহত হয়।'' ব্যাখ্যা করেন ঘুম-গবেষক কিংস' কলেজ লন্ডন'য়ের ড় নেরিনা নামলাখান। 'দি লিটল বুক অফ স্লিপ: দি আর্ট অফ ন্যাচারাল স্লিপ' বইয়ের এই লেখক আরও বলেন, ''তাপমাত্রা, আলোর ওঠা-নামা এরকম প্রাকৃতিক কারণেও 'সার্কাডিয়ান' সময়ের ওপর প্রভাব রাখে। ফলে সময় সম্পর্কে ধারণা পেরে শরীরের সমস্যা হয়।''

মাঝরাতের আগে ঘুমানোর প্রয়োজনীয়তা

রোশেব আরও বলেন, ''মাঝরাতের আগেই যদি আপনি ঘুমিয়ে পড়েন তবে দিনের বেলা লম্বা সময় সূর্যের আলো চোখে প্রবেশ করবে। ফলে শরীরের 'মেলাটোনিন' হরমোনের ভারসাম্য থাকবে স্বাস্থ্যকর পর্যায়ে। আর এমনটা না হলে, 'সার্কাডিয়ান রিদম'য়ে বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে, যে কারণে প্রচণ্ড ক্লান্তি নিয়ে শুয়ে যাওয়ার পরও ঘুম আসবে না, ঘুম ভেঙে যাবে।''

রাতের দেরি করে ঘুমানো আর ঘুম থেকে উঠতে দুপুর গড়িয়ে ফেলার অভ্যাস যাদের তৈরি হয়ে যায় তাদের জীবনের আয়ু কমতে থাকে বলে দাবি করে গবেষণা। পাশাপাশি তারা মনযোগ রাখতে পারে না, জ্ঞান আহরণের ক্ষমতা কমে, স্মৃতিশক্তি দুর্বল হতে থাকে।

''মাঝরাতের আগের ঘুমটা শরীর ও মস্তিষ্কের ক্ষয় পূরণের জন্য সবচাইতে জরুরি। আর তা করতে পারলে ঘুম থেকে ওঠার পর শরীর ও মন দুটোই থাকে তরতাজা। দিনে তাড়াতাড়ি উঠলে কাজগুলো সেরে ফেলার জন্য সময়টাও কিন্তু বেশি পাওয়া যায়। আর স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ও নিয়মিত ব্যায়াম করার অভ্যাসগুলো রপ্ত করাও সহজ হয়,'' বলেন ড় রামলাখান।

মাঝরাতের পরে ঘুমানোর ক্ষতি

কাজের প্রয়োজনে সবদিন রাত ১২টার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়া সম্ভব হয় না এটাই বাস্তবতা। এমনটা কালেভদ্রে হলে সমস্যা নেই। তবে নিয়মিত হলেই সমস্যা।

রোশেব বলেন, ''দেরিতে ঘুমালে, যত বেশিই ঘুম হোক না কেনো ক্লান্তি দূর হয় না। অবসাদ আর 'থাইরয়েড' হরমোনের সমস্যা দেখা দিতে পারে সেকারণে। আবার দেরিতে ঘুমানোর কারণে অভ্যাসের বেশি ঘুমিয়ে ফেলেন অনেকেই। ফলে ঘুম থেকে ওঠার পরও শরীর ম্যাজম্যাজ করে, আধোঘুম লেগে চোখে মুখে। এসময় মেজাজ খিটখিটে থাকে, কোনো কাজেই মনযোগ দেওয়া যায় না, আবার ঘুমাতে ইচ্ছা করে।''

অতিরিক্ত লবণ খাওয়ার পার্শ প্রতিক্রিয়া

তরকারিতে লবণ, বাইরের খাবারে লবণ। আবার অনেকে খাবারের সঙ্গে আলাদা লবণ খান।

এভাবে প্রতিদিন কত পরিমাণ লবণ গ্রহণ করা হয় সেটার হিসাব আর রাখা হয় না।

লবণ শরীরের জন্য প্রয়োজন। তবে অতিরিক্ত ক্ষতিকর।

'ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার (ইউএসডিএ)'র তথ্যানুসারে প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতিদিন ২,৩০০ মি.লি. গ্রামের বেশি সোডিয়াম বা লবণ গ্রহণ করা ঠিক নয়। যা প্রায় এক চা-চামচের সমান।

'আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন (এএইচএ)' রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রাপ্তবয়স্কদের দৈনিক ১,৫০০ মি.লি. গ্রাম পর্যন্ত সোডিয়াম গ্রহণের পরামর্শ দেয়।

'ইট দিস নট দ্যাট ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে সোডিয়াম-জাতীয় খাবার খাওয়ার পরপরই দেহে সাময়িক ও

দীর্ঘমেয়াদী যেসকল পরিবর্তন দেখা দেয় তা এখানে তুলে ধরা হল।

পানি বা ফোলাভাবের সৃষ্টি: লবণাক্ত খাবার যেমন- চিপস, ভাজা খাবার ইত্যাদি খাওয়ার পরে পেটে ফোলাভাব দেখা দিতে পারে। কারণ সোডিয়াম-জাতীয় খাবার খাওয়ার পরে দেহে ফোলাভাব বা ভরাভাব অনুভূত হওয়া স্বাভাবিক।

এমন ফোলা বা ভরা অনুভূত হওয়ার কারণ হল, বৃক্ক (কিডনি) দেহে সোডিয়াম ও পানি ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য কাজ করে। বাড়তি সোডিয়ামের ঘাটতি পূরণে দেহের বাড়তি পানি সংরক্ষণ করে রাখে।

পানির পিপাসা: অতিরিক্ত লবণ-জাতীয় খাবার খাওয়া মুখ শুষ্ক করে ফেলে। তাই তেষ্টা বৃদ্ধি পায়। এর কারণ হল, দেহ সোডিয়ামের ভারসাম্য বজায় রাখতে পানির ঘাটতি অনুভব করে।

শুধু নোনতা খাবার খাওয়াই না বরং লবণ ও গরম পানি দিয়ে 'গারগল' করা হলেও কয়েক মিনিট পরে মুখে শুষ্ক অনুভব হয়।

রক্তচাপ বৃদ্ধি পেতে পারে: একবারে যথেষ্ট পরিমাণে নোনতা খাবার খাওয়া সাময়িকভাবে রক্তচাপ বাড়ায়। এর কারণ হল, সোডিয়াম-জাতীয় খাবার রক্তের চাপ বাড়ায়। ফলে ধনীর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে রক্ত প্রবাহিত হয়।

তবে, নোনতা খাবার খাওরার পরে রক্ত প্রবাহের এই ওঠা-নামা সকলের মধ্যে দেখা দেয় না।

তবে নিয়মিত সোডিয়াম সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া রক্তচাপ বা 'হাইপারটেনশন'য়ের ঝুঁকি বাড়ায়। তাই বাড়তি লবণ গ্রহণে সচেতন থাকা প্রয়োজন।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়: অতিরিক্ত সোডিয়াম গ্রহণের দীর্ঘমেয়াদী ঝুঁকি হিসেবে হৃদরোগের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।

অতিরিক্ত লবণ খাওয়ার ফলে রক্তচাপের মাত্রা বেড়ে যায়। ফলে রক্তনালী ও ধমনী সংকুচিত হয়ে যাওয়ার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে বিভিন্ন গবেষণায়। এর ফলাফল হৃদরোগ। এমনকি অকাল মৃত্যুর ঝুঁকিও বৃদ্ধি পায়।

বিমান ভ্রমণে জীবাণুর সংক্রমণ এড়াতে

আর এই পরমর্শ দিয়েছেন, 'টিকটক' ব্যবহারকরী টমি সিমাতো। যিনি 'ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্ট' হিসেবে কাজ করছেন বহু বছর।

ভিডিও বার্তায় তিনি বিমান ভ্রমণে বেশ কিছু নিরাপত্তা-বিষয়ক তথ্য তুলে ধরেন। তার এই ভিডিও 'ভাইরাল' হওয়ার পর অনেকেই প্রশ্ন করেছেন, তবে কী প্রতিবার 'ফ্লাইট' শেষে প্লেন পরিষ্কার করা হয় না?

সিমাতো উত্তরে লিখেছেন, ''অবশ্যই করে। তবে নিজেদের আরও সাবধান থাকার জন্যই আমার এই প্রয়াস।''

তার এই ভিডিও ধরে বিভিন্ন গনমাধ্যম প্রতিবেদনও প্রকাশ করেছে। চলুন জেনে নেওয়া যাক সিমাতোর পরামর্শগুলো।

সিমাতোর প্রথম পরামর্শ ছিল- বিমানের একই সিট, সিটের হাতল, দরজার হুক ইত্যাদি অনেকেই ব্যবহার করেন। তাই নিরাপদে বিমানে যাতায়াত করার ক্ষেত্রে কিছু বিষয়ে সচেতন থাকা প্রয়োজন।

'শর্টস' না পরা: এই তিনি ব্যাখ্যা করেন, ''বিমানে 'শর্টস' পরা ঠিক নয়। কারণ এর আগে কতজন এই আসনে বসেছেন বা হাত মুছেছেন তা আপনার জানা নেই। ছোট পোশাক পরা হলে ত্বক বেশি জীবাণুর সংস্পর্শে আসে। তাই বড় প্যান্ট পরাই বেশি নিরাপদ।''

একই দেহভঙ্গিতে না ঘুমানো: ঘুমানোর সময় পা ঢেকে রাখার পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি জানালার দিকে মাথা দিয়ে না ঘুমানোর পরামর্শ দেন তিনি।

''আপনার আগে একাধিক ব্যক্তি জানালা স্পর্শ করেছেন এবং তাদের হাতে থাকা ময়লা জানালার চারপাশে রয়েছে,'' বলেন সিমাতো।

আর্দ থাকতে: বিমানে ওঠার আগে পর্যাপ্ত পানি পানের পরামর্শ দেন তিনি।

তার কথায়, ''ফ্লাইটে ওঠার আগে কমপক্ষে ১৬ আউন্স পানি পান করা প্রয়োজন।''

তার এই পরামর্শের ওপর ভিত্তি করে 'বেস্টলাইফ ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের চিকিৎসক ম্যাথিও গোল্ডম্যান বলেন, ''উড়োজাহাজের কেবিনে বায়ু চলাচল কম করায় আর্দতা কম থাকে। আর উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এর মাত্রা আরও কমতে থাকে। যে কারণে গলা, নাক ও ত্বকে শুষ্কতা অনুভত হয়।''

বাথরুমের দরজা ব্যবহারে সতর্কতা: পর্যাপ্ত পানি পান করার ফলে বা দীর্ঘক্ষণ 'ফ্লাইটে' থাকায় বাথরুম ব্যবহারের প্রয়োজন হওয়া স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে বাথরুমের দরজা ও 'ফ্ল্যাশ' বোতাম খালি হাতে না ধরার পরামর্শ দেন সিমাতো। তিনি বলেন, ''এটা খুবই অস্বাস্থ্যকর। তাই ফ্ল্যাশ ও দরজার হাতল, ছিটকিনি ধরার আগে টিস্যু বা ন্যাপকিন পেঁচিয়ে নেওয়া ভালো।''

জিতের অর্ধেক ভক্ত এলে প্রসেনজিতের ছবি হিট

পশ্চিমবঙ্গের অভিনেতা প্রসেনজিতের জন্য ছবি করছেন নায়ক জিৎ। জ্যেষ্ঠ শিল্পীর জন্য জুতসই গল্প খুঁজে ছবি প্রযোজনা করছেন জনপ্রিয় কোনো অভিনেতা, এমনটা সাধারণত দেখা যায় না। জিতের এ উদ্যোগ তাই প্রশংসা কুড়াচ্ছে টালিউডে। আর প্রসেনজিতের বিশ্বাস, জিতের অর্ধেক ভক্তও যদি ছবিটি দেখে, ছবি হিট হবে।

প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ছবি: ফেসবুক পেজ থেকে নেওয়া

ছবির নাম 'আয় খুকু আয়'। বাবা—মেয়ের সম্পর্কের নানা দিক নিয়ে এ ছবির গল্প। ছবিটি পরিচালনা করবেন সৌভিক কুণ্ডু। ছবি প্রসঙ্গে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'সৌভিক একজন দক্ষ পরিচালক। আমরা আগেও একসঙ্গে কাজ করেছি। দু—তিন মাস আগে সে আমাকে নতুন ছবির গল্প শোনায়। গল্পটা শুনে আমার মনে হয়েছে, সবে করোনা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে, খারাপ সময় প্রায় কাটিয়ে উঠতে শুরু করেছি আমরা। এখন এ রকম হালকা মেজাজের ছবি হওয়া দরকার। আবেগ ও ড্রামার মিশেল আছে গল্পে।'

ছবির নাম আপাতত 'আয় খুকু আয়' রাখা হয়েছে। নির্মাতা জানিয়েছেন, পরে ছবির নাম বদল হতে পারে। চিত্রনাট্য শোনার পর প্রসেনজিৎ জানতে পারেন, ছবিটি প্রযোজনা করছেন অভিনেতা জিৎ। তিনি বলেন, 'জিৎকে নিয়ে আমি গর্বিত। ওর সাফল্যে আমি ভীষণ খুশি। আমি জিৎকে বললাম, ''আমার ভক্তরা ছবি দেখতে আসবে জানি। কিন্তু তোমার অর্ধেক ভক্তও যদি আসে, এই ছবি সুপারহিট হবে।''''

ছবি প্রসঙ্গে জিৎ বলেন, 'সৌভিকের সঙ্গে বেশ কিছুদিন হলো কাজ করছি। বুম্বাদা যে এই ছবি করতে রাজি হয়েছেন, তাতেই আমি আপ্লুত। আমি ও আমার টিম বুম্বাদার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারব, এটা ভেবেই ভালো লাগছে।'

জিৎছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে

ছবিতে প্রসেনজিতের মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করতে যাচ্ছেন 'করুণাময়ী রাণী রাসমণি' ধারাবাহিকের অভিনেত্রী দিতিপ্রিয়া। তাঁর সঙ্গে ছবির ব্যাপারে প্রাথমিক কথাবার্তা চলছে। 'আয় খুকু আয়' ছবিতে দ্বৈত চরিত্রে দেখা যাবে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে। ছবির সুরকার হিসেবে কাজ করতে যাচ্ছেন সংগীত পরিচালক ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত। আগেও অন্য নায়ককে নিয়ে ছবি প্রযোজনা করেছেন অভিনেতা জিৎ।

তাঁর প্রযোজিত শেষ ছবি 'সুইজারল্যান্ড'। ছবিতে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন আবির চট্টোপাধ্যায় ও রুক্মিণী মৈত্র।

অনেক প্রযোজক ও পরিচালকের কাছ থেকে শুনি আমার নাকি নায়িকা ভাগ্য ভালো নাছবি : প্রথম আলো

প্রথম আলোকে বললেন, 'প্রথম সিনেমা মুক্তির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত শোনার পর থেকে আমার ভীষণ আনন্দ আর কে দেখে। দর্শকের জন্য বানানো সিনেমা দর্শকের কাছে পৌঁছে দিতে পারছি, পরিচালক হিসেবে এর চেয়ে আনন্দের অনুভূতি আর কী আছে। বড় পরিসরে মুক্তির পরিকল্পনা আছে। থ্রিলার ও রোমান্স টাইপের এই গল্পে নিরব, বুবলী ও রোশানকে একেবারে ভিন্ন এক রূপে দেখতে পাবেন দর্শকেরা।'

'চোখ'-এর মধ্যে ডিজিটাল মাধ্যমে প্রচারণা শুরু হয়েছে। প্রযোজক সেলিম খান জানালেন, ১ অক্টোবর যে কটি সিনেমা হল খোলা পাওয়া যাবে, সব কটিতে মুক্তি দেবেন ছবিটি। এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে নারায়ণগঞ্জে 'চোখ' চলচ্চিত্রের শুটিং শুরু হয়। 'চোখ' ছবির পরিচালক আসিফ ইকবাল এরই মধ্যে ২৫টি নাটক বানিয়েছেন। বানিয়েছেন স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রও। এবারই প্রথম তিনি চলচ্চিত্র পরিচালনা করলেন।

তাই রান্নাঘরের বাইরে মাংস ধোয়ার ব্যবস্থা করতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয়।

নায়িকার সঙ্গে প্রেমের প্রশ্নই আসে না

'নায়িকার সঙ্গে প্রেমের প্রশ্নই আসে না। নায়িকাদের সঙ্গে পেশাগত সম্পর্কটাই ভালো। সহশিল্পী হিসেবে কাজ করতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি।' কথাগুলো এই সময়ের ঢালিউড তারকা জিয়াউল রোশানের। মুক্তি প্রতীক্ষিত 'চোখ' চলচ্চিত্র নিয়ে কথা প্রসঙ্গে এমনটাই বললেন এই ঢালিউড তারকা। নায়িকাদের সঙ্গে পেশাগত সম্পর্কটাই ভালো। সহশিল্পী হিসেবে কাজ করতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি।' বললেন রোশানছবি : সংগৃহীত আগামী ১ অক্টোবর দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে রোশান অভিনীত চলচ্চিত্র 'চোখ'। করোনা শেষে সবকিছু স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে, এই সময়টায় নিজের সিনেমা মুক্তির খবর শুনে ভীষণ খুশি রোশান। জানালেন, এই চলচ্চিত্রে তাঁর কাজের অভিজ্ঞতাও অসাধারণ। 'চোখ' চলচ্চিত্রে রোশানের সহশিল্পী শবনম বুবলী। এই চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তাঁরা দুজন প্রথমবারের মতো ক্যামেরার সামনে দাঁড়ান।

চলচ্চিত্রের গল্প নিয়ে এই মুহূর্তে কিছু বলতে না চাইলেও সহশিল্পী প্রসঙ্গে রোশান বললেন, 'চলচ্চিত্রে আমার বয়স খুব বেশি দিনের না। এর মধ্যে যে কজন নায়িকার সঙ্গে অভিনয় করেছি, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর অভিজ্ঞতা বুবলীর সঙ্গে। আমার কাছে তাঁকে জেন্টল, সিনসিয়ার ও কো-আর্টিস্টের প্রতি ভীষণ হেল্পফুল। এমনিতে অনেক প্রযোজক ও পরিচালকের কাছ থেকে শুনি আমার নাকি নায়িকা ভাগ্য ভালো না।'

'চোখ' চলচ্চিত্রের গানের ভিডিওতে নায়িকা শবনম বুবলী ও নায়ক জিয়াউল রোশানছবি : সংগৃহীত আপনি কী মনে করেন? এমন প্রশ্নে রোশান বললেন, 'আমি মোটেও তেমনটা মনে করি না। আমি মনে করি, নায়িকার সঙ্গে নায়কের একটা সুন্দর পেশাদার সম্পর্ক থাকবে। এতে ভাগ্য ভালো বা খারাপ, এসব নিয়ে ভাববার দরকার নেই। কাজের প্রতি আন্তরিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সহশিল্পী হলেই আমি সন্তুষ্ট।' 'চোখ' চলচ্চিত্রের পরিচালক আসিফ ইকবাল জানালেন, এই গল্প নিয়ে কয়েক বছর ধরে অনেক প্রযোজকের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন। পরে প্রযোজক সেলিম খানের সঙ্গে কথা বললে প্রথম দফায় হ্যাঁ শোনেন এই পরিচালক। এর আগে নাটক বানিয়ে হাত পাকানো আসিফ তাঁর প্রথম চলচ্চিত্রের মুক্তিতে ভীষণ রোমাঞ্চিত।

প্রিয়াঙ্কার আরেক অর্জন

হলিউড থেকে একের পর এক সুসংবাদ বয়ে আনছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। বেওয়াচ, কোয়েন্টিকো আর ম্যাট্রিক্স—এর পরে এবার তিনি আরেকটি সুসংবাদের জন্ম দিলেন। দ্য প্রডিউসারস গিল্ড অব আমেরিকা (পিজিএ) ঘোষণা করেছে, অভিনেত্রী-প্রযোজক প্রিয়াঙ্কা চোপড়া এখন থেকে তাদের সংগঠনের সদস্য। সংগঠনটির অফিশিয়াল ওয়েবসাইটের টুইটার হ্যান্ডেল থেকে এ ঘোষণা করা হয়। প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ইনস্টগ্রাম পিজিএ হলো অলাভজনক বাণিজ্যিক সংগঠন। যারা তাদের সদস্যদের সব ব্যাপারে সহায়তা করে থাকে। চলচ্চিত্র, টেলিভিশন ও নতুন মাধ্যমের প্রযোজকেরা এ সংগঠনের সদস্য হতে পারেন। আট হাজারের বেশি সদস্য আছে এ সংগঠনে। সংগঠনটির টুইটার অ্যাকাউন্টে প্রিয়াঙ্কার একটি ছবি দিয়ে লেখা হয়েছে, 'প্রডিউসারস গিল্ডের পক্ষ থেকে অভিনেত্রী, গায়িকা ও চলচ্চিত্র প্রযোজক প্রিয়াঙ্কা চোপড়াকে সংগঠনের একজন সদস্য হওয়ার জন্য স্বাগত জানাই।' প্রযোজক হিসেবে প্রিয়াঙ্কা তাঁর নামের পাশে ১৪টি প্রযোজনার নাম লিখিয়েছেন। এর মধ্যে 'দ্য হোয়াইট টাইগার' ছবিটিও আছে। প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ও নিক জোনাস অভিনেত্রী হিসেবে বলিউডে আগেই নিজের জায়গা করেছেন। আর প্রযোজক হিসেবেও ক্রমেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছেন। নিজের প্রযোজনা সংস্থা পার্পল পেবলস পিকচার্স থেকে নিয়মিত প্রযোজনা করছেন। বিশেষ করে তাঁর প্রযোজিত জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত মারাঠি ছবি 'ভেন্টিলেটর' ও 'পানি'র কথা তো বলাই যায়। 'ফ্যাশন', 'কামিনে' ও 'বাজিরাও মাস্তানি' দিয়ে অভিনেত্রী হিসেবে পাকা করেছেন নিজের অবস্থান। বলিউড ছেড়ে হলিউডেও পাড়ি দিয়েছেন। বিশেষ করে 'কোয়েন্টিকো' সিরিজ দিয়ে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠেছিলেন। মুক্তি প্রতীক্ষিত সাইফাই সিনেমা 'ম্যাট্রিক্স রেজারেকশন' ছবিতেও আছেন। এ ছাড়া 'টেক্সট ফর ইউ' ছবিতে তাঁকে দেখা যাবে। এ মুহূর্তে ব্যস্ত থ্রিলার সিরিজ 'সিটাডেল' নিয়ে। ফারহান আখতারের পরবর্তী ছবি 'জি লে যারা'তেও আলিয়া ভাট ও ক্যাটরিনা কাইফের সঙ্গে তাঁকে দেখা যাবে।

আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর খুনি রাশেদ চৌধুরীকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনবো : আব্দুল মোমেন

মনির হোসেন,ঢাকা,২২ সেপ্টেম্বর।। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর খুনি রাশেদ চৌধুরীকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনবো। ঢাকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হত্যাযজ্ঞের ফাঁসির দন্ডপ্রাপ্ত আসামি রাশেদ চৌধুরীকে ফেরত দিবে বলে প্রত্যাশা করছে। কারণ এ বিষয়ে আইনি প্রক্রিয়াগুলো শেষ করার কাজ চলছে। লোটে নিউইয়র্ক প্যালেস হোটেলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মঙ্গলবারের সার্বিক কর্মসূচির ওপর সংবাদ সম্মেলনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এসব কথা বলেন। ড় এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, আমরা আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাশেদ চৌধুরীকে দেশে ফিরিয়ে আনবো বলে আশা করছি। বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত এ খুনিকে দেশে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টার ফলাফল সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এর আগে যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার রায়ে সাজাপ্রাপ্ত ১২ আসামির একজনকে ফিরিয়ে দেওয়ায় ঢাকা আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাশেদ চৌধুরীকেও ফিরে পাওয়ার আশা করছে।

বাংলাদেশের রুপালী ইলিশ মাছ ভারতে রফতানি

মনির হোসেন,ঢাকা,২২ সেপ্টেম্বর।। দুর্গাপূজা উপলক্ষে বেনাপোল বন্দর দিয়ে বাংলাদেশ থেকে ২৩ মেট্রিক টন ইলিশ মাছ ভারতে রফতানি হয়েছে। বেনাপোল মৎস্য অধিদফতরের মান নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা মাছগুলোর নমুনা পরীক্ষা করে এগুলো রফতানির অনুমতি দেন।

বুধবার বিকেল সাড়ে ৩টায় ৫টি ট্রাকে করে মাছগুলো বেনাপোল বন্দরে পৌঁছায়। রফতানিকারক প্রতিষ্ঠান খুলনার সাউদার্ন ফুড লি. ১৩ মে. টন ও ঢাকার ইউনিয়ন ভেন্টার লি. ১০ মে. টন ইলিশ রফতানি করে। এগুলোর আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান হলো ভারতের কলকাতার প্রতিষ্ঠান জে কে ইন্টারন্যাশনাল ও সিদ্ধেশ্বরী এন্টারপ্রাইজ।

১ থেকে দেড় কেজি ওজনের ইলিশগুলোর রফতানি মূল্য এক কেজি পর্যন্ত প্রতি কেজি ৬ মার্কিন ডলার ও এক থেকে দেড় কেজি ওজনের ইলিশের মূল্য প্রতি কেজি ১০ মার্কিন ডলার।

ভারতে ২ হাজার ৮০ মেট্রিক টন ইলিশ রফতানির জন্য দেশের ৫২টি প্রতিষ্ঠানকে অনুমতি দিয়েছে সরকার। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান ৪০ টন করে ইলিশ রফতানি করতে পারবে। ইলিশ রফতানির মেয়াদ আগামী ১০ অক্টোবর পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

বেনাপোল মৎস্য অফিসের ইন্সপেক্টর আসওয়াদুল বলেন, আজ দুটি রফতানিকারক প্রতিষ্ঠানের মোট ২১ হাজার ১৫০ কেজি মাছ রফতানি হয়েছে। বাকি মাছ আগামী ১০ অক্টোবরের মধ্যে ভারতে পাঠানো হবে।

জয়ের জন্য ট্রুডোকে অভিনন্দন, মোদী বললেন আপনার সঙ্গে কাজ করতে মুখিয়ে আছি

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না-পারলেও, কানাডায় ফের জয়লাভ করেছে জাস্টিন ট্রুডোর দল লিবারেল পার্টি। তৃতীয়বারের জন্য ট্রুডো উপরেই আস্থা রেখেছেন কানাডার জনগণ। কানাডার সংসদীয় নির্বাচনের জয়ের জন্য ট্রুডোকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ভারত-কানাডা সম্পর্কে আরও শক্তিশালী করার জন্য, আপনার সঙ্গে কাজ করতে মুখিয়ে আছি।

কানাডায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের জন্য প্রয়োজন ১৭০টি আসন, কিন্তু ১৩ কম পেয়ে ১৫৮টি আসনে জয়ী হয়েছে ট্রুডোর দল লিবারেল পার্টি। ফলে জয়লাভ করলেও, সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি ট্রুডোর দল। বুধবার সকালে টুইট করে কানাডার প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। টুইট করে মোদী জানিয়েছেন, ভারত-কানাডা সম্পর্কে আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি পাশাপাশি বৈশ্বিক ও বহুপাক্ষিক বিষয়ে আমাদের সহযোগিতা নিয়ে আপনার সঙ্গে কাজ করতে মুখিয়ে আছি। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

ভবানীপুরে বাড়ি-বাড়ি প্রচার হরদীপের, জয় নিয়েও আত্মবিশ্বাসী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): খুব বেশি দিন আর বাকি নেই, আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ভবানীপুর বিধানসভা উপ-নির্বাচনের ভোট। তার আগে বুধবার সকালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিজেপির প্রার্থী প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়ালের হয়ে প্রচার করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী। ভবানীপুরে বাড়ি-বাড়ি ঘুরে দলীয় প্রার্থীর হয়ে প্রচার করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। গুরুদ্বারে পুজো দিয়ে ভবানীপুরে প্রিয়াঙ্কার হয়ে প্রচার করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। প্রিয়াঙ্কার জয়ের বিষয়েও আত্মবিশ্বাসী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ পুরী।

এদিন প্রচারের ফাঁকেই হরদীপ সিং পুরী জানিয়েছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দারুণ প্রার্থী দিয়েছে বিজেপি। আমার বিশ্বাস ভোটাররা সঠিকই পছন্দ করবেন। গুরুদ্বারে পুজো দেওয়ার পর ভবানীপুরের রায় স্ট্রিট এলাকায় রামমোহন দত্ত রোডের বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন পুরী।

দিল্লিতে করোনাও নিয়ন্ত্রণে, ডেঙ্গিও গত বছরের তুলনায় কম : সত্যেন্দ্র জৈন

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে করোনাভাইরাসের প্রকোপ প্রতিনিয়ত কমছে। ৪০০-র কাছাকাছি এসে গিয়েছে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা। করোনার আগ্রাসন কমতে থাকায় স্বস্তিতে দিল্লি সরকার। পাশাপাশি গত বছরের তুলনায় দিল্লিতে ডেঙ্গির সংখ্যাও কম বলে জানিয়েছেন দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন। সত্যেন্দ্র জৈন জানিয়েছেন, এ বছর ১ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে দিল্লিতে ৮৭ জনের শরীরে ডেঙ্গির সন্ধান মিলেছে।

স্বস্তির সুরে দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, গত বছর ১৮৮ জনের শরীরে ডেঙ্গির সন্ধান মিলেছিল। সেপ্টেম্বর মাসে গত বছরের তুলনায় অনেক কম ডেঙ্গিতে আক্রান্তের সংখ্যা। তিনি দাবি করে বলেছেন, দিল্লিতে কোভিডও সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। উল্লেখ্য, অনেকদিন দিন ধরেই দিল্লিতে লাগাতার কমছে করোনার প্রকোপ। কোনও কোনও দিন মৃত্যু-হীন থাকছে দিল্লি।

গোপনে জঙ্গিদের সাহায্য ! ধরা পড়তেই জম্মু-কাশ্মীরে চাকরি গেল ৬ জন সরকারি কর্মী

শ্রীনগর, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে যোগসূত্র এবং জঙ্গিদের ”মদতদাতা” ৬ জন সরকারি কর্মীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করল জম্মু ও কাশ্মীর সরকার। বরখাস্ত হওয়া ওই ৬ জন সরকারি কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ, গোপনে জঙ্গিদের সাহায্য করছিল তারা এবং সন্ত্রাসবাদীদের বিভিন্নভাবে সহায়তাও করছিল। এই ৬ জনের মধ্যে দু”জন পুলিশও রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

উল্লেখ্য, জম্মু-কাশ্মীরে সরকারি কর্মীদের স্ক্রুটিনি করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। ওই কমিটি তিনজন জঙ্গি মদতদাতাকে খুঁজে বার করেছিল, সকলেই লস্কর জঙ্গিদের সঙ্গে মিলিত ছিল। তাদের মধ্যে একজন সুরক্ষা বাহিনীর গতিবিধি সম্পর্কে জঙ্গিদের তথ্য দিত। অনন্তনাগে দু”জন শিক্ষককে জঙ্গি মদতদাতা হিসেবে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এমন মোট ১১ জন সরকারি কর্মীদর সন্ধান মিলেছিল, যারা জঙ্গিদের সহায়তা করত।

পাক আকাশ থেকে উড়ে গেল মোদীর বিমান, এড়িয়ে গেল আফগানিস্তান

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আমেরিকা যাওয়ার পথে আফগানিস্তানের আকাশসীমা এড়িয়ে গেল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রে মোদীর বিমান, অনুমতি দিয়েছিল পাকিস্তান। তাই পাকিস্তানের আকাশসীমা ব্যবহার করে আমেরিকার উদ্দেশে উড়ে গিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর বিমান। এমনটাই জানা যাচ্ছে। বুধবার সকালে দিল্লি থেকে উড়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নন-স্টপ বিমান।সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রীর বিমানের জন্য পাকিস্তানের আকাশসীমা যাতে ব্যবহার করা যায়, সেই অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। ইসলামাবাদ অনুমতিও দিয়েছে দিল্লিকে। তাই পাকিস্তানের আকাশসীমা থেকেই আমেরিকা উড়ে গিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর বিমান। এড়িয়ে গিয়েছে তালিবানের দখলে থাকা আফগানিস্তানের আকাশসীমা। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

ধর্মান্তকরণ মামলায় ধৃত মৌলানা কালীম সিদ্দিকী, এটিএস-এর ৬টি টিম গঠন

লখনউ, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ধর্মান্তকরণ মামলায় মৌলানা কালিম সিদ্দিকীকে গ্রেফতার করল উত্তর প্রদেশ পুলিশের এটিএস। মঙ্গলবার রাতে গ্রেফতার করা হয় মুজফরনগরের বাসিন্দা সিদ্দিকীকে। পুলিশ সূত্রের খবর, জামিয়া ইমাম ওয়ালীউল্লাহ ট্রাস্ট চালান সিদ্দিকী, ওই ট্রাস্ট বেশ কয়েকটি মাদ্রাসার জন্য অর্থ প্রদান করে, তাই তিনি বিপুল পরিমাণ বিদেশী অর্থ পেয়েছিলেন। উত্তর প্রদেশ এডিজি (আইন ও শৃঙ্খলা) প্রশান্ত কুমার জানিয়েছেন, তদন্ত অনুযায়ী মৌলানা কালীম সিদ্দিকীর ট্রাস্ট ৩ কোটি বিদেশী অর্থ পেয়েছিলেন, তার মধ্যে শুধুমাত্র দেড় কোটি বাহরাইন থেকে। তদন্তের জন্য এটিএস-এর ৬টি গঠন করা হয়েছে। এদিকে, সিদ্দিকীকে গ্রেফতার হওয়ায় বিজেপিকে করেছেন সমাজবাদী পার্টির সাংসদ শফিকুর রহমান বরক। বুধবার তিনি বলেন, ’এটা ঠিক নয়। মুসলিমদের নিপীড়িত করা ছাড়া বিজেপি সরকারের আর কোনও কাজ নেই।’

ফের মৃত্যু-হীন দিল্লি, করোনার প্রকোপ ক্ষীণ হচ্ছে রাজধানীতে

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে প্রতিনিয়ত কমছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ, সুস্থতা রোজই বাড়ছে। আরও স্বস্তির বিষয় হল, বিগত ২৪ ঘন্টায় দিল্লিতে মৃত্যু হয়নি কারও, এই সময়ে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৩০ জন। ফলে দিল্লিতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৪ লক্ষ ৩৮ হাজার ৫৮৬ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ২৫ হাজার ৮৫ জনের। মৃত্যুর হার ১.৭৪ দিল্লিতে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১৪ লক্ষ ১৩ লক্ষের বেশি মানুষ। বুধবার দিল্লির স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, রাজধানী দিল্লিতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৪১১ জন। দিল্লিতে পজিটিভিটি রেট এই মুহূর্তে ০.০৪ শতাংশ। চলতি মাসে দিল্লিতে এখনও পর্যন্ত করোনা-আক্রান্ত ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।

ভবানীপুরেও বহিরাগতরা ঢুকে পড়েছে শুধু ওরা প্রচার করছে , মমতার তোপ

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : “ভবানীপুরেও বহিরাগতরা ঢুকে পড়েছে। ভিতরে কেউ নেই। শুধু বহিরাগতরা প্রচার করছে। ওঁদের জিজ্ঞেস করুন, মানুষের জন্য কী করেছে? বলুন, আগে গ্যাসের দাম দিয়ে যান, তার পর ভোট চান।” বুধবার চেতলায় কর্মীশিবিরে এই ভাষাতেই তৃণমূলের প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির বিরুদ্ধে শানালেন আক্রমণ। তার পরই দিল্লির দখলের ডাক দেন তৃণমূল নেত্রী। বলেন, এই ভোট মিটলেই অন্য রাজ্যের জন্য ঝাঁপাব। খেলাও হবে, দিল্লিও দখল হবে।” ভবানীপুর থেকে ৬বার সাংসদ হয়েছেন তিনি। দু’বারের বিধায়কও। কিন্তু কেন ভবানীপুর কেন্দ্র এত পছন্দ তৃণমূল নেত্রীর? চেতলায় ভোটপ্রচারে এসে এদিন সেই প্রসঙ্গ তুলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, মায়ের অনুরোধেই ভবানীপুর থেকেই প্রার্থী হয়েছিলেন তিনি। তাঁর কথায়, “আমি এখানেই ছোট থেকে বড় হয়েছি। মা একদিন বলেছিলে, তুই এখানে একবার দাঁড়াতে পারিস তো। আমি জানতে চেয়েছিলাম কেন? মা বলেছিল, তাহলে আমি তোকে একটা ভোট দিতে পারি। আমারও তো আমার মেয়েকে ভোট দিতে ইচ্ছে করে।”

এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তৃণমূল নেত্রী তুলে ধরেন তাঁর সংগ্রামের কথা। মমতা বলেন, “হাজরা মোড়ে আমাকে মেরেছিল, আপনারা তো জানেন। সেবার ভোটে দাঁড়ানোর মতো শারীরিক ক্ষমতা আমার ছিল না। তখন দল বলল, ভবানীপুর থেকে দাঁড়াতে। এখান থেকে আমি ৬বার সাংসদ হয়েছি। ২বার বিধায়ক হয়েছি। অন্য জায়গায় দাঁড়ালেও আমার মন তো এখানে পড়ে থাকে। এই এলাকা তো আমি চষে বেড়াই। পুজোর সময় আসি। সব অনুষ্ঠানে আসি।” এর পরই তিনি এলাকার উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরেন। রাজ্য সরকার কীভাবে রাজ্যবাসীর পাশে দাঁড়াচ্ছেন তাও উল্লেখ করেন। পাশাপাশি, ওই বিধানসভা কেন্দ্রের প্রত্যেক বাসিন্দাকে ভোট দেওয়ার আবেদন জানান। তাঁর কথায়, “আপনাদের এক-একটা ভোট গুরুত্বপূর্ণ। আপনাদের ভোট ছাড়া আমাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে পাবেন না। বৃষ্টি উপেক্ষা করে ভোট দিন।”

মগরাহাট পশ্চিমের বিজেপি প্রার্থীর মৃত্যু, শোকের ছায়া এলাকায়

মগরাহাট, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ২০২১ সালের নির্বাচন পরবর্তী হিংসার শিকার হয়েছিলেন দক্ষিন ২৪ পরগনার মগরাহাট পশ্চিম কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী মানস সাহা। নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর গননা কেন্দ্র থেকে বাড়ি ফেরার পথে তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। সেই থেকেই অসুস্থ ছিলেন। অবশেষে বুধবার ঠাকুরপুকুরের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে পরিবারের সদস্যরা ভোট পরবর্তী হিংসার দিকেই অভিযোগের আঙুল তুলেছেন।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে মগরাহাট পশিচম কেন্দ্র থেকে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা তৃণমূল প্রার্থী গিয়াসউদ্দিন মোল্লার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তিনি। বিজেপির মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতিও ছিলেন মানস সাহা। চলতি বছরের মে মাসের ২ তারিখে ডায়মন্ড হারবার মহাবিদ্যালয়ের ভোট গননা কেন্দ্রে থেকে ফেরার পথে তৃণমূল কংগ্রেসের আশ্রিত দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হন মানস সাহা সহ বেশ কয়েকজন ঋজ্ঝাঞ্ঝ কর্মী সমর্থক। সেই দিন থেকেই তিনি অসুস্থ ছিলেন। বুধবার সকালের দিকে আচমকা অসুস্থ বোধ করায় তাঁকে পরিবারের সদস্যরা ঠাকুরপুকুরের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে যান। সেখানেই বুধবার দুপুরে তার মৃত্যু হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার উস্থির থানার এয়ারপুর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন মানস সাহা। তাঁর মৃত্যুতে শোকাহত পরিবার পরিজন। পরিবারের সদস্য ও এলাকার বিজেপি নেতাদের দাবি তৃণমূলের সন্ত্রাসের কারণেই মৃত্যু হয়েছে মানস বাবুর। যদিও সে কথা মানতে চাননি গিয়াসউদ্দিন মোল্লা। তিনি বলেন, “ আমি গভীর ভাবে শোকাহত। যে কোন মৃত্যুই বেদনাদায়ক। ওনার পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রইলো। তবে এই বিজেপি নেতার মৃত্যুর ঘটনায় মিথ্যা করে তৃণমূল কর্মীদের নাম জড়ানো হচ্ছে। উনি বাড়িতে থেকেই অসুস্থ হয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর জন্য তৃণমূল কর্মীরা দায়ী নন।” হিন্দুস্থান সমাচার / পারসতি

মমতা ও অভিষেককে ধন্যবাদ, পেনশনের কাগজ পেয়ে বললেন বুদ্ধদেব-শ্যালিকা ইরা

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স) : অবসর নেওয়ার ১২ বছর পর পেনশন চালু হল রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের শ্যালিকা ইরা বসুর। বুধবারই বেলার দিকে ইরাদেবীর হাতে পেনশনের যাবতীয় কাগজপত্র দিয়ে গিয়েছেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (ডিআই)। হাতে পেনশনের নথি পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল সাংসদ তথা দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানালেন খড়দহ প্রিয়নাথ বালিকা বিদ্যালয়ের জীবনবিজ্ঞানের প্রাক্তন শিক্ষিকা ইরা বসু। তিনি বলেন, “অসংখ্য ধন্যবাদ জানাতে চাই মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী, অভিষেক, আমাদের ডিআই এবং খড়দহ প্রিয়নাথ স্কুলের প্রধান শিক্ষিকাকে। ওঁদের জন্য আমার পেনশনের সমস্যা এত তাড়াতাড়ি মিটল।” সম্প্রতি লুম্বিনী পার্ক হাসপাতালে থাকাকালীন পেনশনের বিষয়ে অভিষেকের সঙ্গে কথা হয়েছিল ইরাদেবীর। তার পর মঙ্গলবার রাজ্য সরকারের তরফে পেনশনের বিজ্ঞপ্তি জারি হয়।

১২ বছর আগেই পেনশন পাওয়ার কথা ছিল ইরাদেবী। সেই ছাড়পত্র পেতে কেন এত সময় লেগে গেল, সে বিষয়ে বুদ্ধদেব-শ্যালিকা বলেন, “কিছুটা আমারও গাফিলতি ছিল। অবসরের দিন আমার থেকে এমএসসি-র সার্টিফিকেট আর রেজিস্ট্রেশন নম্বর চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু আমি জোগাড় করতে পারিনি। তদানীন্তন সরকারকে বললে হয়তো কিছু একটা ব্যবস্থা হত, কিন্তু আমি কারও কাছে যাইনি। তাই হয়নি।” তবে এই সব বিষয় নিয়ে আর ভাবতে রাজি নন ইরাদেবী। তিনি বলেন, “আমি আবার পড়াব ঠিক করেছি। তবে একটা ভাল বাড়ি পেলে। এই খড়দহের বাড়িতে বাড়িতে পড়ানো সম্ভব নয়। আপাতত দু-তিন বছর এখানেই থাকব।”

কোভিড থাবা এবার রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধিবেশনে, নিউ ইয়র্কে সংক্রমিত ব্রাজিলের স্বাস্থ্যমন্ত্রী

লন্ডন, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স) : করোনার থাবা এবার রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশনে। সংক্রমিত হলেন ব্রাজিলের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মার্সেলো কুয়েইরোগা। এরপরেই উদ্বেগ বেড়েছে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে ঘিরে। কারণ সঙ্ঘের অধিবেশনে মার্সেলোর সফরসঙ্গী ছিলেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জাইর বোলসোনারো। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের সঙ্গেও তিনি সাক্ষাত করেন। এদিকে এই ঘটনার পর বিবৃতি দিয়েছে রাষ্ট্রসঙ্ঘ। সেই বিবৃতিতে উল্লেখ, নিউ ইয়র্কে কোয়ারান্টিন রয়েছেন ব্রাজিলের স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তিনি সুস্থ আছেন। ব্রাজিল থেকে আগত অন্য প্রতিনিধিদের নমুনা নেগেটিভ।” এদিকে, রাষ্ট্র সঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ ছাড়বে ফ্রান্স। বদলে তৈরি করা হবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন আর্মি। এই খবরের সত্যতা অস্বীকার করেছে প্যারিস। অপরদিকে, তাদের স্বীকৃতি নিয়ে তুমুল বিরোধিতা সত্ত্বেও নিজেদের কথা বিশ্ব দরবারে তুলে ধরতে চায় তালিবান। তাই রাষ্ট্রসংঘের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে অংশ নিতে চেয়ে রাষ্ট্রসংঘের কাছে আবেদন করল তালিবান। রাষ্ট্রসংঘে আফগানিস্তানের নতন রাষ্ট্রদূত হিসাবে সংগঠনের মুখপাত্র সুহেল সাহিনকে নিযুক্ত করেছে তালিবান। এই মর্মে বিদেশমমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিবকে চিঠি লিখেছেন।

অধরা পাথারকান্দির মহুরি গনির আলির খুনিগ্যাং, শীঘ্র গ্রেফতার করে শাস্তির দাবিতে ডিসি ও এসপিকে স্মারকপত্র সংগ্রামী ঐক্যরমঞ্চের

পাথারকান্দি (অসম), ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : পাথারকান্দি তহশিল অফিসের দলিল-লেখক গনির আলির খুনিদের শীঘ্রই গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে প্রতাপগড় জাফরগড় সংগ্রামী ঐক্যমঞ্চ। প্রতিবাদী বিক্ষোভ কর্মসূচির মাধ্যমে জেলাশাসক, পুলিশ সুপারের উদ্দেশ্যে গনিরের খুনিদের শীঘ্র গ্রেফতার করে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি সংবলিত পৃথক পৃথক স্মারকপত্র প্রদান করেছেন ঐক্যমঞ্চের কর্মকর্তারা। আমসু-র কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক তথা প্রতাপগড় জাফরগড় সংগ্রামী ঐক্যমঞ্চের সাধারণ সম্পাদক কাজি সাদিক আখতার জানান, গনির আলির খুনিদের শীঘ্র গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে তাঁরা গতকাল দু শতাধিক প্রতিবাদী জনতাকে সঙ্গে নিয়ে পাথারকান্দির সার্কল কার্যালয়ে অবস্থান ধর্মঘট পালন করেছেন। এর পর সার্কল অফিসার অর্পিতা দত্তমজুমদারের অনুপস্থিতিতে বড়বাবু রোলান্ড হালামের হাতে জেলাশাসক খগেশ্বর পেগুর উদ্দেশ্যে লেখা একটি স্মারকপত্র তুলে দিয়েছেন। পরে সংগঠনের কর্মকর্তারা প্রতিবাদী জনতা সহযোগে থানা চত্বরে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শনের মাধ্যমে পুলিশ সুপার পদ্মনাভ বরুয়ার উদ্দেশ্যে লেখা স্মারকপত্র ওসি ইন্সপেক্টর সমরজিৎ বসুমতারির হাতে তুলে দিয়েছেন।

কাজি সাদিক আখতার জানান, গত ১১ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় স্থানীয় যোলোঘরি এলাকার বাসিন্দা তথা দলিল-লেখক গনির আলিকে এলাকার কপিতয় যুবক ধারালো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। এতে বাধা দিতে গিয়ে গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন নিহতের স্ত্রী ও কন্যা। তারা বর্তমানে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার এগারোদিন পরও পুলিশ খুনিদের ধরতে পারেনি, এটা অত্যন্ত বিস্ময়কর ঘটনা। এই কাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের মধ্যে কয়েকজনের অতীত রেকর্ডও খারাপ। এরা দেশ ও জাতির শত্রু। তাই, গনির আলিকে খুনের সঙ্গে জড়িতদের শীঘ্রই গ্রেফতার করে কঠোর শাস্তি প্রদান করতে সংগঠনের পক্ষে প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপ কামনা করা হচ্ছে। তিনি জানান, জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারকে প্রদত্ত স্মারকপত্রের প্রতিলিপি স্থানীয় বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের কাছেও পাঠানো হয়েছে। এদিকে গনির আলিকে খুনের সঙ্গে জড়িতদের শীঘ্রই পাকড়াও করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ওসি সমরজিৎ বসুমতারি। প্রসঙ্গত, গনির আলির খুন কাণ্ডে ইতিমধ্যে পাথারকান্দি পুলিশের সাঁড়াশি চাপে দুই খুনি আত্মসমর্পণ করলেও বাকিরা এখনও পলাতক। হিন্দুস্থান সমাচার / অমল / সমীপ

বৈদিক আচারবিধির মাধ্যমে ২,৪৭৯টি গণ্ডারের খড়গ দাহ সপার্ষদ মুখ্যমন্ত্রীর

গণ্ডারের খড়গের কোনও ঔষধি গুণ নেই, এই মিথ দূর করে চোরাশিকারিদের বার্তা হিমন্তবিশ্বের

বোকাখাত (অসম), ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আজ ২২ সেপ্টেম্বর, আন্তর্জাতিক গণ্ডার দিবস। বিশেষ এই দিনকে বাছাই করে আজই দাহ করা হয়েছে অসমে বিভিন্ন সময় উদ্ধারকৃত ২,৪৭৯টি গণ্ডারের খড়গ। গোলাঘাট জেলার অন্তর্গত কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের পার্শবর্তী বোকাখাত স্টেডিয়ামে সপার্ষদ এক শৃঙ্গবিশিষ্ট গণ্ডারের খড়গগুলি দাহ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

আজ সকালে বন ও পরিবেশ মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য, পশুসম্পদ দফতরের মন্ত্রী অতুল বরা, স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত, ভূমি সংরক্ষণ দফতরের মন্ত্রী উর্খাও গৌরা ব্রহ্ম, কারবি স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য তুলিরাং রংহাং, বন দফতরের প্রধানসচিব অবিনাশ জোশি, চিফ কনজার্ভেশন ওয়ার্ডেন এমকে যাদব, পিসিসিএফ ড় অলকা ভার্গব সহ বন দফতরের অন্য উচ্চপদস্থ এবং পদস্থ আধিকারিক এবং বহুজনকে সঙ্গে নিয়ে ছয়টি গ্যাস-চুলায় খড়গগুলিতে অগ্নিসংযোগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। দাহন পর্বের আগে সেখানে ২১ জন পুরোহিত গায়ত্রী মন্ত্র পাঠের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান এবং অসম পুলিশের রাজ্য সম্মান (কুচকওয়াজ) সহকারে চুলোগুলিতে ড্রোনের সাহায্যে স্তূপীকৃত খড়গে অগ্নিসংযোগ করে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গণ্ডারের খড়গ সম্পর্কে মানুষের এক ভ্রান্ত ধারণা আছে। অধিকাংশ মানুষের ধারণা, গণ্ডারের খড়গের অভূতপূর্ব ঔষধি গুণ রয়েছে। তাই খড়গ কেটে নিতে চোরাশিকারিরা গণ্ডার বধ করে এগুলির চোরাচালান করে। তাই এই মিথ ভেঙে জনসাধারণের মধ্যে সজাগতা বৃদ্ধি করতে রাজ্য সরকার গত ১৬ সেপ্টেম্বর মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজ্যের বিভিন্ন কোষাগারে মজুত খড়গ ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেয়। ওই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আজ ২,৬২৩টি খড়গের মধ্যে ২,৪৭৯টি খড়গ দাহ করে ধ্বংস করা হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার ৯৪টি খড়গ স্থাপত্যের নিদর্শন স্বরূপ সংরক্ষণ করবে। এগুলি স্থাপত্য এবং সুরক্ষার উপর ভিত্তি করে কাজিরঙা ন্যাশনাল পার্কে স্থাপিত জাদুঘরে প্রদর্শিত হবে। এছাড়া আদালতে চলমান মামলার জন্য ২৯টি খড়গ রাখা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, যখন একটি গণ্ডার প্রাকৃতিক কারণে মারা যায়, তখন তার শেষকৃত্যের আগে খড়গ কেটে রেখে দেওয়া হয়, যাতে খড়গ নিয়ে কেউ চোরাবাণিজ্য করতে না পারে। জানা গেছে, এখনও প্রায় ১২৩টি গণ্ডারের খড়গ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কোষাগারে রয়েছে। এর মধ্যে ৯৪টি পর্যটক এবং অ্যাকাডেমিক উদ্দেশ্যে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। এগুলির মধ্যে গুয়াহাটি কোষাগারে ২.০৫ কিলোগ্রাম ওজনের ৫১.৫ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের দীর্ঘতম খড়গ এবং বোকাখাত কোষাগারে ৩.০৫ কেজি ওজনের সবচেয়ে ভারী খড়গ রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার বন্যপ্রাণীর চোরা শিকারের ক্ষেত্রে জিরো-টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে। তাই সরকারের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার দরুন ২০১৮ সালের গণ্ডার শুমারি অনুযায়ী ১৯৯৯ সালের ১৬৭২ থেকে রাজ্যে এক শৃঙ্গবিশিষ্ট গণ্ডারের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২,৬৫২। তিনি বলেন, দেশে এমন-কি বিশ্বে এ ধরনের এক সঙ্গে বিপুল সংখ্যায় গণ্ডারের খড়গ ধ্বংসের ঘটনা প্রথম। তাই আমরা গণ্ডার শিকারের বিরুদ্ধে কঠোর বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি বন্যপ্রাণী সুরক্ষার ব্যাপারে আমাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করছি, বলেন মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা।

অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে বন ও পরিবেশ মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য বলেন, এর আগে কখনও একশৃঙ্গ-বিশিষ্ট গণ্ডারের খড়গ এত বিশাল সংখ্যায় ভস্ম করা হয়নি। আজকের এই খড়গ দাহন পর্বের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে ধন্যবাদ জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, গণ্ডারের শিং কোনও কামোদ্দীপক নয়, এগুলোর কোনও ঔষধি গুণও নেই। অসম সম্পদ গণ্ডারের চোরাশিকার অবসান ঘটাতে এবং ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আজকের মহড়াটি গণ্ডার সংরক্ষণের জন্য একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে, যার লক্ষ্য গণ্ডারের খড়গ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা দূর করা।

উল্লেখ্য, গত ১৯৮২ সাল থেকে বিভিন্ন সময় বনবিভাগ কর্তৃক উদ্ধারকৃত খড়গগুলি রাজ্যের বিভিন্ন কোষাগারে মজুত ছিল। ২০১৬ সালে রাজ্যের সর্বানন্দ সরকার ১২টি কোষাগারে মজুত গণ্ডারের খড়গ পরীক্ষা করতে রাজ্য স্তরে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছিল। পশু চিকিৎসক, এনজিও কর্মী, বন আধিকারিক এবং অন্যান্য বিশিষ্টদের নিয়ে গঠিত কমিটি রাজ্যের বিভিন্ন কোষাগারে মজুত গণ্ডারের খড়গগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে।

এই পরীক্ষার পর গুয়াহাটি উচ্চ আদালতের নির্দেশে অসম বন দফতর বন্যপ্রাণী (সুরক্ষা) আইন-১৯৭২-এর ধারা ৩৯-এর অধীনে গণ্ডারের খড়গগুলি জ্বালিয়ে নষ্ট করতে প্রস্তুতি চালায়। গুয়াহাটি উচ্চ আদালতের নির্দেশে বন দফতর গত ২৯ আগস্ট এ সম্পর্কে গণশুনানি অনুষ্ঠিত করে।

জানা গেছে, কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়মানুসারে এই খড়গগুলি আরও আগেই নষ্ট করার কথা ছিল। কেননা, এই সব খড়গ কোষাগারে মজুত রাখা অতি চ্যালেঞ্জিং বিষয় ছিল। কারণ গণ্ডারের খড়গ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে কিছু অলীক ও কল্পনাপ্রসূত ধারণা রয়েছে। এছাড়া নানা ধরনের ঔষধি প্রস্তুত, বিশেষ করে কামোদ্দীপক ওষুধের কাজ করে ইত্যাদি ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। এই ভ্রান্ত ধারণার ওপর ভিত্তি করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গণ্ডারের খড়গের এক আন্তর্জাতিক চোরাবাজার চলছে। এই বাজারে গণ্ডারের একটি খড়গের দাম ১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পর্যন্ত। এই বাজারে পাঠানোর জন্য অসমে উপলব্ধ একশৃঙ্গের গণ্ডারের চোরাশিকার হচ্ছে।

তাই এই সব ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে এবং চোরাশিকারিদের হাত থেকে অসমের গণ্ডার রক্ষা করতে বিশ্ব গণ্ডার দিবসের দিন এই দাহন পর্ব অনুষ্ঠিত করেছে অসম সরকার।

উপমুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে উজ্জ্বলা যোজনার গ্যাস বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২২ সেপ্টেম্বর।। চড়িলাম এর বিধায়ক তথা রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেব বর্মন এর হাত দিয়ে গ্রাহকদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার ফ্রী কানেকশন গ্যাস সিলিন্ডার, চুলা পাইপ এবং রেগুলেটর বিতরণ করা হয়। বুধবার বেলা ১ ঘটিকায় দক্ষিণ চড়িলাম চৌমুনী পাড়া স্থিত লক্ষীনারায়ন গ্যাস এজেন্সিটি হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়াম এর। অন্য গ্যাস এজেন্সি গুলি থেকে এই গ্যাস এজেন্সি তে প্রতি সিলিন্ডার ১০০ টাকা কম এমনটাই জানিয়েছেন গ্যাস এজেন্সি এর কর্ণধার গীতা দেবনাথ। লক্ষীনারায়ন গ্যাস এজেন্সি তে এখন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা বীমা যোজনা সাড়ে তিন হাজার আবেদনপত্র জমা পড়েছে। এরমধ্যে ৮০০ টি ফ্রী কানেকশন অনুমোদন হয়েছে। বুধবার দিন ১০০ জন গ্রাহকের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা বীমা যোজনার ফ্রি গ্যাস কানেকশন বিতরণ এবং সুরক্ষা সচেতনতা শিবির এর প্রদীপ জ্বালিয়ে শুভ উদ্বোধন করেন রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেব বর্মন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন চড়িলাম ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন রাখি দাস কর, চড়িলাম পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য রাজকুমার দেবনাথ, দক্ষিণ চড়িলাম গ্রামের প্রধান ঝুনু রানী দত্ত এবং গ্যাস এজেন্সি কর্ণধার। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ব্যাপক সংখ্যায় জাতি উপজাতি অংশের মানুষের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্য করার মতো। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন বিগত দিনে রাজনৈতিক নেতারা মা-বোনদের সশক্তিকরণ এর লক্ষ্যে শুধুমাত্র ভাষণ দিতেন। কার্যক্ষেত্রে কিছুই করতেন না। ভোট আসলে মা-বোনদের মিছিলে ডান্ডা এবং ঝান্ডা নিয়ে ঘুরাতেন। মোদি জি হলো দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। যিনি মা-বোনদের সশক্তিকরণ এর লক্ষ্যে বিভিন্ন স্কিম প্রতিনিয়ত ঘোষণা করে চলেছেন এবং রূপায়ণ করছেন। এর মধ্যে অন্যতম হলো প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা। মা বোনরা হাতে লাকড়ি নিয়ে রান্না করতে গিয়ে চোখে ধোয়া লাগে চোখ নষ্ট হয়, সময় নষ্ট হয় সারা দিন চলে যায় রান্না-বান্না করতে। যার ফলে মা-বোনরা সংসার সামলাতে সামলাতে পুরোটা দিন চলে যায়। সংসারের কাজ করতে হয় সব সময়। সমাজের কাজ করতে পারে না। যদি মা-বোনদের উন্নতি না হয় তাহলে কোনদিন সমাজের উন্নতি হবে না তদুপরি চড়িলাম এর উন্নতি হবে না। রাজ্যের সমস্ত পাইলট প্রজেক্ট চড়িলাম থেকেই শুরু হয়। মহিলাদের নিয়ে সর্বপ্রথম রেগার কাজকর্ম পরিচালনার জন্য কর্মশালা শুরু হয়েছিল চড়িলাম থেকেই। অন্য রাজ্যের মহিলারা সেনাতে ভর্তি হয় দেশের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। তাহলে ত্রিপুরার মহিলারা পারবে না কেন? কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার দেশ এবং রাজ্যের উন্নয়নের জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার সবকা সাথ সবকা বিকাশ এর লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। এখন পানীয় জল ঘর এবং উজ্জ্বলা বীমা যোজনা গ্যাস পেতে হলে পার্টি অফিসে যেতে হয় না ঝান্ডা এবং ডান্ডা নিয়ে মিছিল করতে হয়না। এই সরকার সবার জন্য। উপমুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন যদি প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা বীমা যোজনা কোন সমস্যা হয় তাহলে যাতে গ্যাস এজেন্সির মালিক এর সঙ্গে কথা বলেন। গ্যাস এজেন্সি মালিক আরো জানান এখনো যাদের গ্যাস নেই তারা যাতে রেশন কার্ড আধার কার্ড এবং ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিয়ে আবেদনপত্র জমা দেন। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ঘিরে গ্রাহকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ভারতের চাপের কাছে নতিস্বীকার, কোভিশিল্ডকে মান্যতা দিল ব্রিটেন

লন্ডন, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স) : করোনা ভ্যাকসিন কোভিশিল্ডকে মান্যতা দিল ব্রিটেন। ইংল্যান্ডের তরফ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ভারতের কোভিশিল্ড কার্যকরী ভ্যাকসিন। আর সেই কারণেই ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কোভিড ১৯ ভ্যাকসিনকে মান্যতা না দেওয়া হলে 'কড়া ব্যবস্থা' নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিল কেন্দ্র। মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ইংল্যান্ড ভ্যাকসিন নীতি পরিবর্তন করায়, ভারত বড়সড় সাফল্য পেল তা বলাবাহুল্য।

স্বাভাবিকভাবেই বিষয়টিকে ভারতের বড়সড় কূটনৈতিক সাফল্য বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। এদিন ব্রিটিশ সরকার পর্যটন নীতি এবং কোয়ারেন্টাইনের নিয়মেও বদল এনেছে। আর সেই ঘোষণার সময়েই জানানো হয়েছে যে কোভিশিল্ডকেও মান্যতা দেওয়া হল। এতদিন ধরে ভারত নির্মিত ভ্যাকসিনকে মান্যতা দেয়নি ব্রিটেন। আর তা নিয়ে কূটনৈতিক মহল থেকে বারবার চাপ দেওয়া হচ্ছিল ইংল্যান্ডকে। যদিও এখনও সার্টিফিকেশন ইস্যু থাকায় যেসব ভারতীয়রা কোভিশিল্ড নিয়েছেন, তাঁদের কোয়ারেন্টাইনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ব্রিটেনের সাম্প্রতিকতম পর্যটন সম্পর্কিত নির্দেশিকা অনুযায়ী, আগামী অক্টোবর মাসের ৪ তারিখ থেকে ব্রিটেন, ইউরোপ, আমেরিকা বা ব্রিটেন আয়োজিত বিদেশি যে কোনও ক্যাম্প থেকে দেওয়া টিকাকে ফুল ডোজ হিসেবে গ্রাহ্য করা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া, অ্যান্টিগুয়া এবং বারবুডা, বারবাডোস, বাহরান, ব্রুনেই, কানাডা, ডমিনিকা, ইজরায়েল, জাপান, কুয়েত, মালয়েশিয়া, নিউজিল্যান্ড, কাতার, সৌদি আরব, সিঙ্গাপুর, সাউথ কোরিয়া এবং তাইওয়ান থেকে নেওয়া অক্সফোর্ড, ফাইজার বায়ো এন টেক, মডার্না, জ্যানসেন ভ্যাকসিনকেও ফুল ডোজ হিসেবে ধরা হবে। এছাড়াও অ্যাস্ট্রাজেনকা কোভিশিল্ড, অ্যাস্ট্রাজেনকা ভ্যাক্সজেভরিয়া এবং মডার্না তাকিডাকেও এদিন ছাড় দিয়েছে ব্রিটিশ সরকার।

আমেরিকার উদ্দেশে রওনা প্রধানমন্ত্রী সে দেশে ঠাসা কর্মসূচির মোদীর

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ঠাসা কর্মসূচি নিয়ে আমেরিকার উদ্দেশে রওনা হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার সকালে দিল্লি থেকে বিশেষ বিমানে আমেরিকার উদ্দেশে রওনা হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে চলতি সপ্তাহেই দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওয়াশিংটনে চতুর্দেশীয় অক্ষ বা 'কোয়াড' গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির বৈঠক হবে। তাতেও যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কোয়াড সম্মেলন ছাড়াও রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় বক্তব্য রাখবেন প্রধানমন্ত্রী।

আমেরিকা রওনা হওয়ার প্রাক্কালে এদিন সকালে প্রধানমন্ত্রী নিজেই টুইট করেছেন। জানান, বৈশ্বিক কৌশলগত অংশীদারিত্বকে মজবুত করাই তাঁর আমেরিকা সফরের লক্ষ্য। পাশাপাশি চেষ্টা থাকবে, জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক সুসংহত করা এবং গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক বিষয়ে সহযোগিতা দৃঢ় করা। আমেরিকার ভাইস-প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ নিয়েও মুখিয়ে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। টুইটে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ব্যক্তিগতভাবে এই প্রথম প্রেসিডেন্ট বাইডেন, অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন ও জাপানের প্রধানমন্ত্রী ইয়োশিহিদে সুগার সঙ্গে কোয়াড নেতাদের সম্মেলনে অংশ নেব। কোয়াড সম্মেলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল সিডনি, ভাঙল গির্জার দেওয়াল

সিডনি, ২২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন, সিডনি। বুধবার স্থানীয় সময় সকাল ৯টা নাগাদ আচমকাই কম্পন অনভূত হয় অস্ট্রেলিয়া-র পূর্ব অংশে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৫.৮। কম্পনের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে উৎসস্থল থেকে কয়েকশো কিলোমিটার দূর অবধিও সেই কম্পন অনুভব করা গিয়েছিল। এখনও হতাহতের কোনও খবর মেলেনি।

এদিন সকালে তীব্র কম্পন অনুভূত হতেই ভয়ে বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসেন বাসিন্দারা। চোখের সামনেই তারা নিজেদের বাড়িগুলিকে দুলতে দেখেন, একাধিক জায়গায় পাঁচিল ভেঙে পড়েছে বলেও জানা গিয়েছে।

রাজধানী আগরতলা শহরের শকুন্তলা রোডে ভি মার্ট এর একটি নতুন শো-রুম খোলা হল বুধবার। সাংবাদিক সম্মেলনে সংস্থার কর্মকর্তারা জানান সারা দেশে মোট ৩৭০টি শো-রুম রয়েছে। শারদোৎসবে ভি-মার্ট এর তরফ থেকে ক্রেতাদের জন্য রাখা হয়েছে নানা ধরনের অফার ও গিফট আইটেম। ছবি ও তথ্য নিজস্ব।

হাঙ্গেরির বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে জয়শঙ্কর কোরিয়া-ইতালির সঙ্গেও মতবিনিময়

নিউইয়র্ক, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভার ৭৬ তম অধিবেধনের ফাঁকে দক্ষিণ কোরিয়া, ইতালি ও হাঙ্গেরি-এই তিন দেশের বিদেশমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। দক্ষিণ কোরিয়ার বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বহু গুরুত্বপূর্ণ নিয়ে আলোচনা করেছেন জয়শঙ্কর। ভ্রমণ ও টিকা নিয়ে জয়শঙ্কর কথা বলেছেন ইতালির বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে। হাঙ্গেরির বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর টুইট করে জয়শঙ্কর জানিয়েছেন, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ-সহ অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

এস জয়শঙ্কর নিজেই টুইট করে বিভিন্ন দেশের বিদেশমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকের বিষয়ে জানিয়েছেন। দক্ষিণ কোরিয়ার বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর টুইট করে জয়শঙ্কর জানিয়েছেন, 'আমাদের সম্পর্ক নিয়ে দ্বিপাক্ষিক বহু বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।' ইতালির বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর এস জয়শঙ্কর জানিয়েছেন, টিকা ও ভ্রমণ সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়া, ইতালি ও হাঙ্গেরি ছাড়াও অস্ট্রেলিয়া, সাইপ্রাস, বেলজিয়াম, লিথুয়ানিয়া, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশের বিদেশমন্ত্রীদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন এস জয়শঙ্কর।

সময় দিলেন না অধ্যক্ষ আজ ইস্তফা বাবুলের

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স) : বিজেপির টিকিটে লোকসভা ভোটে জিতে ঘাস ফুল শিবিরে যোগদান করায় সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিতে চান বাবুল সুপ্রিয়। বুধবার লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার কাছে জমা দেবেন পদত্যাগপত্র। কিন্তু সেটা আর হল না।

শুরু থেকেই জল্পনা ছিল অধ্যক্ষের সঙ্গে আসানসোলের সাংসদের সাক্ষাতের বিষয় নিয়ে। কারণ সংসদের অধ্যক্ষ ওম বিড়লা সাংসদ বাবুলকে সময় দিয়েছেন কিনা তা স্পষ্ট ছিল না। আর সেটাই ঘটল। বুধবার লোকসভার অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করা হল না বাবুলের। এদিন বাবুলকে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হয়নি ওম বিড়লার অফিস থেকে। সেই কারণে আগামীকাল বৃহস্পতিবার সংসদের নিম্নকক্ষের অধ্যক্ষের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেবেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

তৃণমূলে যোগদান করেই বাবুল সুপ্রিয় জানিয়েছিলেন, বিজেপির টিকিটে জেতা লোকসভার সাংসদ পদ ছেড়ে দেবেন। রবিবার সাংবাদিক বৈঠকে জানান, বুধবার দিল্লি যাচ্ছেন। স্পিকারের কাছে সময় চেয়েছেন। স্পিকার ওম বিড়লা তাঁকে সময় দিলেই ইস্তফাপত্র তুলে দেবেন। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী বুধবার দিল্লির উদ্দেশ্যে উড়ে যান বাবুল।

তৃণমূল সূত্রের খবর, বাবুল সাংসদ থেকে ইস্তফা দিলেই কাঁথির সাংসদ শিশির অধিকারী এবং তমলুকের সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারীর সাংসদ পদ খারিজে চাপ বাড়াবে দল। কাঁথি এবং তমলুকের দুই সাংসদ এবার লোকসভার বাদল অধিবেশনে যোগ দেননি। ২০২১-এর বিধানসভা ভোটের আগে তাঁদের গতিবিধি নিয়ে জল্পনা শুরু হয়। তৃণমূলের সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়ে বিজেপি সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াচ্ছিলেন তাঁরা। কাঁথিতে অমিত শাহের সভামঞ্চে শিশিরকে দেখা গিয়েছিল। আবার হলদিয়ায় প্রধানমন্ত্রীর একটি সরকারি কর্মসূচির মঞ্চে হাজির ছিলেন দিব্যেন্দু।

ভারতে টিকাকরণ ৮২.৬৫-কোটির বেশি ভ্যাকসিন পেলেন আরও ৭৫-লক্ষ প্রাপক

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভারতে ৮৩-কোটির কাছাকাছি পৌঁছে গেল করোনাভাইরাসের টিকাকরণ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৭৫.৫৭-লক্ষের বেশি প্রাপক। বাড়তে বাড়তে ভারতে ৮২.৬৫-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড টিকাকরণের সংখ্যা। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৮২,৬৫,১৫,৭৫৪ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার সারাদিনে) টিকা দেওয়া হয়েছে ৭৫,৫৭,৫২৯ জনকে।

ভারতে ৫৫.৬৭-কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। বুধবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২১ সেপ্টেম্বর সারা দিনে ভারতে ১৫,৯২,৩৯৫ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৫৫,৬৭,৫৪,২৮২-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৫,৯২,৩৯৫ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২৬ হাজার ৯৬৪ জন।

জঙ্গীরা

● **প্রথম পাতার পর**

স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা এসব লোকজনের অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে সেগুলি প্রত্যাহার করে নেওয়ার সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া হচ্ছে না। ফলে তারা প্রতিনিয়ত হয়রানির শিকার হচ্ছে।

বিজেপি

● **প্রথম পাতার পর**

যাবে। তাতে, মধ্যবিত্ত এবং গরীব অংশের মানুষের ভীষণ ক্ষতি হবে। বিজেপি প্রদেশ কমিটির মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী বনধের সমর্থনে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারের প্রচারের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, দীর্ঘ ২০ বছর মুখ্যমন্ত্রী পদে মানিক সরকার মানুষের সর্বনাশ করে গেছেন। অথচ, এখন ক্ষমতা হারিয়ে তিনি বিজেপি পরিচালিত ত্রিপুরা সরকারের জন কল্যাণমুখী কাজের সমালোচনা করে চলেছেন।

এদিন সুব্রত বাবু দাবি করেন, ত্রিপুরাবাসী বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকারের দৌলতে সমস্ত সরকারী সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছেন। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলি মানুষের কাছে পৌছে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, ফড়েদের জমানা শেষ হয়েছে। তিনি জোর গলায় বলেন, এখন দাবি আদায়ে মিছিলে হাটতে হয় না কিংবা ডেপুটেশনও দিতে হচ্ছে না।

উদয়পুরে

● **প্রথম পাতার পর**

প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে নিজের বাড়ির পঞ্চাশ ফুট দুরে জাতীয় সড়কের উপর পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন শিক্ষিকা মঞ্জু দাস মজুমদার। প্রতিদিনের মতো আজ সকালে জাতীয় সড়কের পাশ দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন শিক্ষিকা মঞ্জু দাস মজুমদার। উনি জাতীয় সড়কের পথচারীদের হাঁটার পথ ধরে মাতাবাড়ির দিকে যাওয়ার সময় টি আর -০৩-জি-১৮২৫ নাম্বারের একটি মালবাহী অটো সব্জি বোঝাই করে উদয়পুর গকুলপুর দিক থেকে এসে সজোরে মঞ্জু দাস মজুমদারকে পেছন দিক থেকে ধাক্কা দেয়। সাথে সাথে মঞ্জু দাস মজুমদারের সমস্ত শরীরে আঘাত লাগে এবং রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। স্থানীয় জনগণ প্রথমে একটি অটো দিয়ে গোমতি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে উদয়পুর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা মঞ্জু দাস মজুমদারকে হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর অবস্থা বেগতিক দেখে উনাকে আগরতলা জি বি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। দুপুরে ময়নাতদন্তের পর মৃত দেহ নিকট আত্মীয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয় এবং উদয়পুর ফুলকুমারী স্থিত নিজ বাড়িতে নিয়ে আসেন। মৃত মঞ্জু দেবীর স্বামী তুষার মজুমদার উদয়পুর মহারানি গামারিয়া স্কুলের শিক্ষক। দুই মেয়ের মধ্যে বড় মেয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ, ছোট মেয়ে কোলকাতায় আয়ুর্বেদিক নিয়ে দ্বিতীয় বর্ষে পড়ছে।আগামী বছর উদয়পুর মুড়াপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে অবসরে যাওয়ার কথা মঞ্জু দেবী। ওনার মৃত্যুতে শিক্ষক -শিক্ষিকা মহলে ও ফুলকুমারী এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ সুমন দেবনাথ নামে মাল গাড়ির চালককে গ্রেফতার করেছে। ঘাতক অটোটিকেও রাধাকিশোরপুর থানায় আটক করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

সুষ্মিতা

● **প্রথম পাতার পর**

বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপির ফ্যাসিবাদের মডেল ত্রিপুরার মানুষ প্রত্যাখ্যান করবেন।

এদিন তৃণমূল সাংসদ ডা: শান্তনু সেন বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস ত্রিপুরায় দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ মিছিল করতে চেয়েছিল। কিন্তু ত্রিপুরা সরকার বারবার আমাদের অনুমতি প্রত্যাখ্যান করেছে। তিনি বলেন, আমরা ১৫ সেপ্টেম্বর একটি সমাবেশ করতে চেয়েছিলাম এবং ১১ সেপ্টেম্বর অনুরোধপত্রটি জমা দিয়েছিলাম। কিন্তু অন্য রাজনৈতিক দল একটি সমাবেশের আয়োজন করবে, তাই তৃণমূল কংগ্রেসকে অনুমতি দেয়নি পুলিশ। তিনি আরও বলেন, এরপর আমরা ১৩ সেপ্টেম্বর আরেকটি অনুরোধপত্র জমা দিয়েছিলাম এবং ১৬ সেপ্টেম্বর মিছিল করতে চেয়েছিলাম। বিশ্বকর্মা পুজোর জন্য সেই আবেদন গ্রহণ করেনি পুলিশ। তাই ১৬ সেপ্টেম্বর আবারও অনুরোধ জানিয়ে ২২ সেপ্টেম্বর পদযাত্রার অনুমতি চেয়েছিলাম। এ-বিষয়ে ডিজি এবং এডিজির সঙ্গে কথাও বলেছিলাম। কিন্তু, তাতেও কোন সুরাহা হয়নি। তাই, আমরা আদালতের দ্বারস্থ হই। তবে, আদালতের সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা কোনও মন্তব্য করব না, বলেন তিনি।

এদিন তিনি বলেন, সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি প্রমাণ করেছে ত্রিপুরার বিজেপি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসকে ভয় পাচ্ছে। কারণ, তৃণমূলের সাথে জনগণের সমর্থন রয়েছে। তাঁর দাবি, ১৪৪ ধারা জারি করা হলে দুর্গাপুজো এবং দীপাবলির মতো আসন্ন উৎসবগুলি উপভোগ করার ক্ষেত্রে মানুষের অধিকার হ্রাস পাবে।

কাটছে

● **প্রথম পাতার পর**

নার্সিংহোমের চিকিৎসক ও কর্মীরা রোগীকে দেখতে দিচ্ছে না।

পাশাপাশি কেন রোগীর এই অবস্থা হল তারও কোন উওর দিচ্ছে না চিকিৎসক সহ অন্যান স্বাস্থ্য কর্মীরা। তারই সূত্র ধরে নার্সিংহোমর কর্মীদের সাথে রোগীর আত্মীয় পরিজনদের মধ্যে বাকবিতন্ডা শুরু হয়। এক সময় রোগীর পরিজনরা নার্সিংহোম চত্ত্বর ঘেরাও করে হই হুল্লোড় ও হামলা শুরু করে। ডাক্তার ও স্বাস্থকর্মীদের নিগ্রহ করে। নার্সিং হোমের সামনে চিকিৎসকের গাড়িতে হামলা চালানো হয় বলে নার্সিং হোম কতৃপক্ষের অভিযোগ। এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ধর্মনগর থানা থেকে ছুটে আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ ঘটনা স্থলে ছুটে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এদিকে হাসপাতালের চিকিৎসক তপন শর্মা জানান, তিনি রোগীর আপারেশন করে অনেকটা সুস্থ করে রোগীকে ছুটি দেন। তারপর রোগী বাড়িতে গিয়ে কি করেছে তা তিনি বলতে পারবেন না। এই ঘটনার পর রোগীর আত্মীয় পরিজনরা গতকাল রাত্রিবেলা রোগীকে এক প্রকার জোর করে হাসপাতাল থেকে নিয়ে চলে যায়। নার্সিংহোম এর তরফে এই ঘটনায় একটি লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে ধর্মনগর থানায়। ঘটনার সুষ্ঠ তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

ব্যক্তির

● **প্রথম পাতার পর**

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, বুধবার রাত্রি বেলা উওর জেলার পানিসাগর মহকুমাধীন পানিসাগর মহাকুমার ডলুবাড়ি এলাকায় ধর্মনগর-আগরতলাগামী পেসেনার ট্রেনে কাটা পরে মৃত্যু হয় এক ব্যক্তির।উক্ত পেসেঞ্জার ট্রেনটি পানিসাগরের ডলুবাড়ি এলাকা পেরিয়ে চলে যাবার বেশ কিছু ক্ষন পর সানীয় এলাকাবাসীদের নজরে আসে রেল লাইনে একটি মৃতদেহ পড়ে রয়েছে।ঘটনা জানা জানি হতেই দুর্ঘটনা সলে লোক জন জড়ো হতে থাকে।এদের মধ্যে থেকে এক প্রত্যক্ষদর্শী মৃতদেহ দেখে সনাক্ত করে যে,মৃত ব্যাক্তির বাড়ি পানিসাগর এলাকায়। তৎক্ষণাৎ ঘটনা সলে পৌছায় পানিসাগর থানা এবং ধর্মনগরের জি, আর,পি,এফ।এই খবর ছড়িয়ে পরতেই মৃত ব্যক্তির ছোট ভাই দুর্ঘটনা সলে পৌছায় এবং মৃতদেহটি সনাক্ত করে তার বড় ভাই বলে জানায়।জানা যায় যে, মৃত ব্যাক্তির নাম সঞ্জয় শীল(৩৫) পিতা- সুশীল শীল।বাড়ি পেকুছড়া গ্রামের তিন নং ওয়ার্ডে।পেষায় সে একজন ক্ষৌর কর্মী।তার পরিবারে তিন বছর বয়সের একটি ফুটফুটে ছেলে সন্তান সহ স্ত্রী রয়েছে।মৃত দেহ সনাক্তের পর আইনি প্রক্রিয়া সেরে মৃত দেহ রেল লাইন থেকে সরাতে জি,আর,পি,কিছুটা দেড়ি করায় ধর্মনগর গামী মালবাহী গাড়িটি দুর্ঘটনা সলে আটকা পড়ে।প্রায় আধ ঘন্টা ট্রেনটি দাড়িয়ে থাকার পর মৃতদেহ সরিয়ে নিলে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।পানিসাগর পুলিশের সহায়তায় জি,আর,পি,এফ,মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পানিসাগর হাসপাতালে নিয়ে আসে।তারপর ময়নাতদন্তের পর সঞ্জয় শীলের মৃতদেহ তার পরিবারের হাতে তোলে দেওয়া হবে।তবে মৃত্যুর আসল রহস্য এখনো সঠিক ভাবে হয়নি বলে জানিয়েছেন পানিসাগর থানা কতৃপক্ষ।এই নিয়ে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত কার্য জারি রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছে পানিসাগর থানার পুলিশ।

কান্ড

● **প্রথম পাতার পর**

আধিকারিকদের সাথে যোগাযোগ করা হয়,অভিযোগও জানানো হয়।কিন্তু সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কোন কর্মীরা একবারও ঘটনা স্থলে এসে এই শিশু খাদ্য সামগ্রীগুলী পরীক্ষা করে দেখারও প্রয়োজন মনে করেননি। দীর্ঘ সময় লোকজন ঘটনা স্থলে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে একে একে চলে যান। যদি এই বোষ্টের ডিবী গুলি দুনাম্বারি হয়ে থাকে তাহলে এই দুধ খেয়ে যে শিশুদের ক্ষতি হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। স্থানীয় লোকজন জানান,শিশু খাদ্য সামগ্রী যিনি বিক্রি করছিলেন তিনি এলাকার প্রতিষ্ঠিত একজন ব্যবসায়ী। দপ্তরের একাংশদের সাথে গোপনে লেনদেন থাকতেই পারে সেই কারণেই কোন আধিকারিক ঘটনাস্থলে আসেননি বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। স্থানীয় জনগণ দাবী তুলছেন ঘটনাটি সুষ্ঠ তদন্তের।

সামগ্রী

● **প্রথম পাতার পর**

শুনিল নিক্কর(পঞ্চাশ)।বাড়ি মহারাষ্ট্রে।অসম পুলিশ একটি এনডিপিএস ধারায় মামলা রুজু করেছে। পাশাপাশি বৃহষ্পতিবার ধৃত লরি চালককে করিমগঞ্জ জেলার সিজেএম আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।এদিকে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ত্রিপুরার আগরতলা থেকে চুরাইবাড়ি পর্যন্ত পৌছাতে হলে ছোট বড় প্রায় ছাব্বিশটি পুলিশ চেক পোষ্টকে অতিক্রম করতে হয়।তাহলে এতগুলো পুলিশ চেক পোষ্ট সহ থানা পুলিশের চোখ এড়িয়ে এই গাঁজা বোজাই লরিটি কিভাবে পৌছাল অসম রাজ্যের প্রবেশ প্রান্তে।এ নিয়ে অনেকে রাজ্য সরকারের প্রতিশ্রুতিকৃত নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার স্বপ্ন বুমেরাং হচ্ছে বলে মত প্রকাশ করেছেন।

খেলাধুলা

আইপিএল-এ ফের গড়াপেটার অভিযোগ, নজরে পঞ্জাব ক্রিকেটার

মুম্বই, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স) : দীপক হুডার পোস্ট নিয়ে তদন্ত শুরু করল বিসিসিআই-র দুর্নীতি দমন শাখা। আইপিএল শুরুর আগে ক্রিকেটারদের নেটমাধ্যম ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছিল। পঞ্জাব কিংসের হুডা সেই নির্দেশিকা অমান্য করেছেন কি না তা নিয়েই তদন্ত করছেন দুর্নীতি দমন শাখার কর্তারা।

মঙ্গলবার রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে পঞ্জাব কিংসের ম্যাচের আগে ইনস্টাগ্রামে দীপক হেলমেট পরা একটি ছবি পোস্ট করেন। যা দেখে আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছিল মঙ্গলবারের ম্যাচে তিনি খেলছেন। দুর্নীতি দমন শাখার দেওয়া নির্দেশিকায় স্পষ্ট বলা ছিল, দল সংক্রান্ত কোনও খবর দলের বাইরের কাউকে দেওয়া যাবে না। নেটমাধ্যমে পোস্টের ব্যাপারেও সতর্ক থাকতে বলা হয়েছিল। দুর্নীতি দমন শাখার এক কর্তা বলেন, "আমরা এই পোস্টটা ভাল ভাবে দেখছি না। ক্রিকেটারদের বলা হয়েছিল, কে দলে আছে, বা কে নেই সেটা কাউকে না জানাতে।"

টি-১০ লিগে নিয়ম ভাঙার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রাক্তন ক্রিকেটার

দুবাই, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স) : চারটি অবৈধ কাজ করার জন্য দোষী সাব্যস্ত হলেন মার্লন স্যামুয়েলস। ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রাক্তন ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে আইসিসি। বুধবার এক সাংবাদিক বৈঠকে এমনটাই জানাল ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়মক সংস্থা। সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে টি-১০ লিগের সঙ্গে যুক্ত থাকার সময় বেশ কিছু নিয়ম ভাঙেন স্যামুয়েলস। আইসিসি বলে, "আমিরশাহি বোর্ডের হয়ে ব্যবস্থা নিল আইসিসি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রাক্তন ক্রিকেটার মার্লন স্যামুয়েলসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। টি-১০ লিগে অংশ নিয়ে চারটি নিয়ম ভেঙেছেন স্যামুয়েলস।"

আইসিসি জানিয়েছে, টি-১০ খেলার সময় উপহার নিয়েছেন তিনি, এমন কিছু সুবিধা নিয়েছেন যার কোনও রসিদ দেখাতে পারেননি। তদন্তে সাহায্য করেননি স্যামুয়েলস এবং ইচ্ছাকৃত ভাবে তদন্তে দেরি করিয়েছেন।

দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে টস জিতল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ

দুবাই, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স) : বুধবার আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচ। ম্যাচের আগে নিজামের শহরের দলে করোনার থাবা। অপরদিকে আত্মবিশ্বাসী ভরপুর দিল্লি। ম্যাচ জিততে মরিয়া দুই দল

ম্যাচের আগে এদিন সকালে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ দলে থাবা বসিয়েছে কোভিড ১৯। আক্রান্ত হয়েছেন তারকা পেসার টি নটরাজন। আইসোলেশনে অরেঞ্জ আর্মির আরও ৬ সদস্য। কিনতু বাকিদের ফল নেগেটিভ হওয়ায় ম্যাচ হওয়ায় কোনও সমস্যা হয়নি। ফলে একদিকে পয়েন্ট টেবিলের একেবারে নীচে থাকা তারউপর মরুদেশে দ্বিতীয় পর্বের অভিযান শুরু করার আগেই দলে করোনার থাবা। ফলে সময়টা মোটেই ভালো যাচ্ছে না কেন উইলিয়ামসনের দলের। এই কঠিন পরিস্থিতিতে দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। দুবাই ইন্টার ন্যাশানাল স্টেডিয়ামে হচ্ছে এই মাচ। প্লে অফের টিকিট পাকা করতে হলে ঋষভ পন্থের দলের দরকার দুটি জয়। অপরদিকে, শেষ চারের আশা জিইয়ে রাখতে গেলে কেন উইলিয়ামসনের দলের কাছে বাকি সাতটি ম্যাচই ডু অর ডাই। আজকের মাচে টস ভাগ্য সাথ দেয় সানরাইজার্স হায়দরাবাদের। ম্যাচে টসে জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন সানরাইজার্স অধিনায়ক কেনন উইলিয়ামসন।

সুয়ারেজের জোড়া গোলে জয় আতলেতিকো মাদ্রিদের

মাদ্রিদ, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স) : সময়টা ভালো যাচ্ছিল না সুয়ারেসের। ক্লাব কিংবা জাতীয় দলে ভুগছিলেন গোলের জন্য। সব ধরনের প্রতিযোগিতায় সবশেষ ৬ ম্যাচে তার গোল ছিল কেবল একটি। অবশেষে জোড়ে গোল করে কঠিন সময় পেছনে ফেলার আভস দিলেন লড়াকু এই ফুটবলার।মাঝে বেশ সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন সুয়ারেস। দলকে ২-১ গোলের জয় এনে দেওয়ার পর উরুগুয়ের ৩৪ বছর বয়সী এই স্ট্রাইকার জানালেন, বরাবরই ঘুরে দাঁড়ানোর আত্মবিশ্বাস ছিল তার। ৬ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত শীর্ষে আছে আতলেতিকো। তবে শিরোপা ধরে রাখতে দল হিসেবে আরও উন্নতির প্রয়োজন দেখছেন সুয়ারেস।

৫ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে আছে রিয়াল মাদ্রিদ। বুধবার মায়োর্কাকে হারালেই শীর্ষে ফিরবে কার্লো আনচেলত্তির দল।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

ঘুরে দাঁড়িয়ে ইউভেন্তুসের প্রথম জয়

পিছিয়ে পড়ার পর দুই গোল করে লড়াই জমিয়ে তোলে স্পেৎসিয়া। তবে পরে ছন্দ ধরে রাখতে পারেনি তারা। দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে এবারের সেরি আয় প্রথম জয় তুলে নেয় ইউভেন্তুস। প্রতিপক্ষের মাঠে বুধবার পাঁচ গোলের রোমাঞ্চকর ম্যাচটি ৩-২ ব্যবধানে জিতেছে মাসিমিলিয়ানো আল্লেগ্রির দল। আসরে পঞ্চম ম্যাচে এসে অবশেষে জয়ের স্বাদ পেল তুরিনের ক্লাবটি। প্রথম চার ম্যাচের দুটিতে তারা হেরেছিল, অপর দুটি ড্র। ম্যাচে ৬০ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে ইউভেন্তুস গোলের জন্য শট নেট মোট ২৬টি, যার নয়টি ছিল লক্ষ্যে। স্পেৎসিয়ার ১০ শটের পাঁচটি লক্ষ্যে ছিল। গত মৌসুমে লিগে দুবারের দেখায় দলটির জালে সাতবার বল পাঠিয়েছিল ইউভেন্তুস। অ্যাওয়ে ম্যাচে ৪-১ গোলে ও নিজেদের মাঠে ৩-০ গোলে জিতেছিল তারা। এবার জয় পেতে তাদের বেশ ভুগতে হলো। জয়ের খোঁজে ইউভেন্তুস শুরুটা করে আত্মবিশ্বাসী। সপ্তম মিনিটে মোইজে কিনের শট অল্পের জন্য লক্ষ্যে থাকেনি। শুরুর একাদশে ফেরা ইতালিয়ান এই ফরোয়ার্ডই ২৮তম মিনিটে এগিয়ে নেন দলকে। আদ্রিওঁ রাবিওর হেড পাসে ডি-বক্সের সামনে একজনের বাধা এড়িয়ে নিচু শটে গোলটি করেন তিনি। সফরকারীদের এগিয়ে যাওয়ার আনন্দ অবশ্য বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। পাঁচ মিনিট পরই সমতায় ফেরে স্বাগতিকরা। ডি-বক্সে জায়গা বানিয়ে দুই খেলোয়াড়ের মাঝ দিয়ে শটে ঠিকানা খুঁজে নেন এমানুয়েল জিয়াসি। লিগে টানা ১৯ ম্যাচে গোল হজম করল ইউভেন্তুস। ১৯৫৫ সালেই কেবল এর চেয়ে বেশি ম্যাচে টানা গোল হজম করেছিল তারা, ২১ ম্যাচে। বিরতির আগে আবার এগিয়ে যেতে পারত ইউভেন্তুস। ডি-বক্সের বাইরে থেকে পাওলো দিবালার শটে এক হাতে বল ক্রসবারের ওপর দিয়ে পাঠান স্পেৎসিয়ার গোলরক্ষক। উল্টো দ্বিতীয়ার্ধের চতুর্থ মিনিটে এগিয়ে যায় স্পেৎসিয়া। সতীর্থের পাস ধরে ডি-বক্সে ঢুকে একজনকে কাটিয়ে গোলটি করেন আঁতিস্তে। ৬৫তম মিনিটে আবার বিপদে পড়তে বসেছিল ইউভেন্তুস। আঁতিস্তের প্রচেষ্টা গোললাইন থেকে ফেরান মানুয়েল লোকাতেল্লি। পরের মিনিটেই সমতা ফেরান ফেদেরিকো চিয়েসা। ডি-বক্সে জটলার মধ্যে বল পেয়ে দারুণভাবে একটু সামনে এগিয়ে নেন তিনি, এরপর পরাস্ত করেন গোলরক্ষককে। ছয় মিনিট পর জয়সূচক গোলটি করেন মাটাইস ডি লিখট। কর্নার ঠিকমতো ক্লিয়ার করতে পারেনি স্বাগতিকরা। নিচু শটে জাল খুঁজে নেন ডাচ ডিফেন্ডার। বাকি সময়ে আর পরিষ্কার সুযোগ তৈরি করতে পারেনি আল্লেগ্রির দল। পাঁচ ম্যাচে একটি জয় ও দুটি ড্রয়ে ৫ পয়েন্ট নিয়ে ১২তম স্থানে আছে ইউভেন্তুস। ৪ পয়েন্ট নিয়ে ১৬তম স্থানে স্পেৎসিয়া। সমান ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে গত আসরের চ্যাম্পিয়ন ইন্টার মিলান। একটি করে ম্যাচ কম খেলে ১২ পয়েন্ট নিয়ে নাপোলি দুইয়ে ও ১০ পয়েন্ট নিয়ে এসি মিলান তিনে আছে। চারে থাকা আতালান্তারও ১০ পয়েন্ট, পাঁচ ম্যাচে।

ক্রিকেটের নিয়মে বড়সড় বদল আনল এমসিসি, এবার থেকে ব্যাটসম্যান হলেন "ব্যাটার"

লন্ডন, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স) : বুধবার ঐতিহ্যবাহী মেলবোর্ন ক্রিকেট ক্লাব ক্রিকেটের নিয়মে যুগান্তকারী বদলের কথা ঘোষণা করল। খেলা সবার জন্যে উন্মুক্ত করবার উদ্দেশ্য এখন থেকে ব্যাটসম্যানের বদলে ব্যাটার শব্দটি ব্যবহার করা হবে। এমসিসির আইন সংক্রান্ত কমিটির আলোচনার পর সংশোধনীটিতে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে।

নয়া নিয়ম প্রণয়নের বিষয়ে এমসিসি জানিয়েছে, খেলাতে সবার অংশগ্রহণের বিষয়টি মসৃন করবার উদ্দেশ্যেই লিঙ্গ নিরপেক্ষ পরিভাষা ব্যবহারের কথা ভাবা হয়েছে। উদ্যোগটি নেওয়া হয় ক্রিকেটের প্রতি মেলবোর্ন ক্রিকেট ক্লাবের দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রেখে। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দ্রুত বদলে যাচ্ছে ক্রিকেট। নতুন নিয়ম সেই পরিবর্তনটিকেই মান্যতা দেয়। বুধবার সংশোধনী আনবার পর থেকেই সেটি কার্যকর করা হয়। নতুন আইনটি প্রকাশিত হয়েছে ল অফ ক্রিকেট ওয়েসাইটেও। সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক প্রশাসক সংস্থা ও বেশকিছু গণমাধ্যম ব্যাটসম্যানের পরিবর্তে ব্যাটার শব্দটি ব্যবহার শুরু করেছিল। এমসিসির বিশেষজ্ঞ কমিটি নতুন নিয়মটি গ্রহণের জন্যে অন্যদেরও আর্জি জানিয়েছে।

করোনা-আক্রান্ত সানরাইজার্স হায়দরাবাদের টি নটরাজন, রয়েছেন আইসোলেশনে

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): করোনার ভয় আর পিছু ছাড়ছে না, এবার করোনা-সংক্রমণ ধরা পড়ল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ শিবিরে। কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের খেলোয়াড় টি নটরাজন, ক্রিক্রেটার রয়েছেন আইসোলেশনে। আইপিএল-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আরটি-পিসিআর টেস্টের সময় সানরাইজার্স হায়দরাবাদের খেলোয়াড় টি নটরাজনের শরীরে করোনার সন্ধান মিলেছে। আইসোলেশন রয়েছেন নটরাজন।

আইপিএল জানিয়েছে, চিহ্নিত করা হয়েছে তাঁর সান্নিধ্যে আসা আরও ছ"জনকে, যাঁদের মধ্যে একজন ক্রিকেটারও রয়েছেন। তাঁদেরও নিভৃতবাসে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নিভৃতবাসে পাঠানো হয়েছে অল-রাউন্ডার বিজয় শঙ্কর, টিম ম্যানেজার বিজয় কুমার, ফিজিও শ্যাম সুন্দর, টিম ডাক্তার অঞ্জনা, লজিস্টিক ম্যানেজার তুষার খেড়কর ও নেট বোলার পি গণেশনকে। আইপিএলের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে নটরাজনের করোনা আক্রান্ত হওয়ার কথা জানানো হয়। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে যে দলের বাকিদের করোনা রিপোর্ট নেগেটিভ।

তালিবানের পতাকা নিয়ে নামলে আফগানিস্তানকে টি-২০ বিশ্বকাপে ছাঁটাই

দুবাই, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স) : টি-২০ বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের খেলা ঘোর সঙ্কটে। রশিদ খান, মহম্মদ নবিরা যদি আফগানিস্তানের পতাকা নিয়ে খেলতে নামেন, তা হলে কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু যদি তাঁদের তালিবানের পতাকা নিয়ে খেলতে বাধ্য করা হয়, তা হলে টি-২০ বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের খেলা কার্যত অসম্ভব। হামিদ শিনওয়ারিকে সরিয়ে তালিবান তাদের ঘনিষ্ঠ নাসিব জাদরান খানকে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের মাথায় বসিয়েছে। এর ফলে তালিবান এই বার্তাই দিয়েছে যে, দেশের ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রণও তাদের হাতে থাকবে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে আরও প্রচার পেতে এবং নজর কাড়তে তারা রশিদদের হাতে তালিবানের পতাকাই ধরাবে। সেটা হলে বিশ্বকাপ থেকে আফগানিস্তানকে হয়ত বাদ দিয়ে দেবে আইসিসি। টি-২০ বিশ্বকাপ শুরু হতে আর এক মাসও বাকি নেই। নিয়ম অনুযায়ী, অংশগ্রহণকারী সব দেশকে তাদের জাতীয় পতাকা আগে থেকে জানিয়ে দিতে হয়। আফগানিস্তান কী করবে, এখনও জানা যায়নি। তাদের নিয়ে যথেষ্ট চাপে রয়েছে আইসিসি। আফগানিস্তান যদি তালিবানের পতাকা নিয়ে খেলতে নামে, তা হলে আদৌ তাদের খেলতে দেওয়া হবে কিনা, তা নিয়ে কড়া প্রশ্নের মুখে পড়বে আইসিসি।

PRESS NOTICE INVITING TENDER

The **Sub-Divisional Forest Officer, Bagafa, Santirbazar, South Tripura** invites tender on behalf of the Governor of Tripura in separate sealed cover for separate tender in PWD Format F-7 as applicable from the appropriate classes of enlist contractor in Tripura PWD & also from the contractors registered in MES/ RLYS/ CPWD/ TTAADC upto **3.00 PM on 28.09.2021** for the following works. The tender can be dropped into the specific tender box kept in the office of the undersigned. The tender will be opened on **29.09.2021 at 4.00 PM, if possible** in presence of intending tenderer:-

SN	Name of work & DNIT Number	Estimated Cost (Rs.)	Earnest money (Rs.)	Time for completion
1.	Construction of 500 rmt. Chain link wire mesh fencing (Part-I) around the vulnerable area near ITI College, Santirbazar under Bagafa Range under Bagafa Forest Sub-Division. **DNIT No. 1 of 5-5/Dev/CAMPA/Sanction/P-III/SDFO/BGF-21-22/**	6,46,720.00	64,672.00	02 (two) months
2.	Construction of 400 rmt. Chain link wire mesh fencing (Part-II) around the vulnerable area near ITI College, Santirbazar under Bagafa Range under Bagafa Forest Sub-Division. **DNIT No. 2 of 5-5/Dev/CAMPA/Sanction/P-III/SDFO/BGF-21-22/**	5,17,376.00	51,738.00	
3.	Construction of 85 rmt. Chain link wire mesh fencing (Part-III) around the vulnerable area near ITI College, Santirbazar under Bagafa Range under Bagafa Forest Sub-Division. **DNIT No. 3 of 5-5/Dev/CAMPA/Sanction/P-III/SDFO/BGF-21-22/**	1,09,402.00	10,940.00	
4.	Construction of 500 rmt. Chain link wire mesh fencing (Part-I) around the vulnerable area at Hrishyamukh Range Office complex under Bagafa Forest Sub-Division. **DNIT No. 4 of 5-5/Dev/CAMPA/Sanction/P-III/SDFO/BGF-21-22/**	6,46,720.00	64,672.00	
5.	Construction of 100 rmt. Chain link wire mesh fencing (Part-I) around the vulnerable area at Hrishyamukh Range Office complex under Bagafa Forest Sub-Division. **DNIT No. 5 of 5-5/Dev/CAMPA/Sanction/P-III/SDFO/BGF-21-22/**	1,29,344.00	12,934.00	
6.	Construction of 200 rmt. Chain link wire mesh fencing (Part-III) around the vulnerable area of Tripura Bazar quarter complex under Hrishyamukh Range under Bagafa Forest Sub-Division. **DNIT No. 6 of 5-5/Dev/CAMPA/Sanction/P-III/SDFO/BGF-21-22/**	2,58,688.00	25,869.00	
	Total	**23,08,250.00**	**2,30,825.00**	-

Application along with cost of Tender form Rs. 1,000.00 in cash (Non-refundable) for purchase of the tender form, separately for each work, will be accepted in any working day upto **4.00 PM on 27.09.2021** from eligible contractor on production of all related documents from office of the undersigned. Details of related PN1T and DNIT can be seen in the office of the undersigned up to **4.00 PM on 27.09.2021.**

Payment will be made on availability of fund in respective head of account.

For & On behalf of the Governor of Tripura
[J. Bhattacharjee]
Sub-Divisional Forest Officer
Bagafa: South Tripura

ICA-C-2219/2021-22

Government of Tripura
Netaji Subhash Mahavidyalaya
Udaipur, Gomati Tripura.
No.F.1(1-A)/ESTT/NSMUDP/21/516 Dated, Udaipur, the 22nd September 2021.

WALK - IN- INTERVIEW

A **Walk-in-interview** for the engagement of **Guest Lecturer(s)** in the following subjects will be held at **Netaji Subhash Mahavidyalaya, Udaipur, Gomati, Tripura on 29th September, 2021 at 11.30 A.M. to 3 P.M.** The engagement will be purely on temporary basis at remuneration (Honorarium) of Rs. 400/-(Rupees four hundred) only per class of 45 minutes duration duly attended during the academic year **2021-22.**

Subjects for Guest Lecturers are **Bengali, English, History, Education, Economics, Political Science, Sanskrit, Philosophy, Geography, Kokborok, Physical Education, Psychology, Computer Science, Commerce, Business Law, Mathematics, Physics, Chemistry, Botany, Zoology, Human Physiology & Environmental Sciences.**

Intending candidates possessing 55 % marks at Master Degree level (5% relaxation for ST/SC/P.H./Ph.D. candidates) with preferable Honours in the respective subjects may attend the Interview Board along with original marksheets /certificates and application supported by a copy of all relevant papers.

Engagement will be made on merit basis by way of maintaining the reservation policy of the State Government and screening of API score followed by interview as per New Recruitment Rules framed for Assistant Professor, Government (general) Degree College.

Preference will be given to the candidates having requisite qualifications as per UGC guidelines.

No TA/DA would be given for attending the interview.

N.B. - Previously engaged guest faculties will be exempted from facing the interview on submission of the application along with required documents.

Date and Venue of Interview : **29th September 2021 at 11.30 A.M. to 3 P.M. at N.S.Mahavidyalaya, Udaipur, Gomati, Tripura.**

Sd/- Illegible
Principal-in Charge
Head of Office
N. S. Mahavidyalaya
Udaipur, Gomati, Tripura

ICA-D-920/21

কুঞ্জবন সেবক সংঘের পুজা প্যান্ডেল নির্মাণের কাজ চলছে দ্রুত গতিতে। বুধবার তোলা নিজস্ব ছবি।

উদয়পুরে বিজেপির যোগদান সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২২ সেপ্টেম্বর।। মুখ্যমন্ত্রীর উদয়পুর শহরের চারটি অনুষ্ঠান ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। প্রথম অনুষ্ঠানটি হয় উদয়পুর চন্দ্রপুর কলোনি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে- সেখানে ৩২মাতাবাড়ি মন্ডলের আইটি সেলের পক্ষ থেকে রক্ত দান শিবিরের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, উপস্থিত ছিলেন মাতাবাড়ি বিধানসভা

কেন্দ্রের বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ , গোমতি জেলা বিজেপি সভাপতি অভিষেক দেবরায়, ত্রিপুরার বিজেপি আই টি সেলের সভাপতি, গোমতি জেলা বিজেপির প্রভারী রতন ঘোষ, মন্ডল সভাপতি মিন্টু চক্রবর্তী সহ অন্যান্য ব্যক্তি বর্গ। আজ সকাল সাড়ে এগারোটায় উদয়পুর চন্দ্রপুর কলোনি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের রক্ত দান শিবিরে মোট ৩৫ জন রক্ত দাতা রক্ত দান করেন।সেখান থেকে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সোজা চলে যান কাকড়াবন- সেখানে কাকড়াবন বাজারের নবনির্মিত দ্বিতল ভবন বিশিষ্ট বাজার শেডের উদ্বোধন করেন। সেখান থেকে কাকড়াবনেরই অপর আরেকটি অনুষ্ঠানে চলে আসেন। সেখানে বিজেপির যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সাতশো কুড়ি পরিবারের আঠাশশো একাত্তর ভোটার বিভিন্ন দল থেকে বিজেপিতে সামিল হন। এই অনুষ্ঠান দুটিতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কৃষক ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর, পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়, তথ্য সংস্কৃতি , যুব ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ ,রাজ্য বিজেপি সভাপতি মানিক সাহা, গোমতি জেলা বিজেপির সভাপতি অভিষেক দেবরায়, ৩৩ কাকড়াবন-শালগড়া মন্ডলের সভাপতি বিশ্বজিৎ সরকার, সমাজ সেবক জিতেন মজুমদার সহ।অন্যান্য ব্যক্তি বর্গ। সেখান থেকে সোজা ডাকবাংলোতে এসে গত কয়েক দিন আগে উদয়পুর বার এসোসিয়েশনে বিজেপির এগারোজন নবনির্বাচিত সদস্যদের সাথে পরিচিত হন। সেখান থেকে বিকেলে উদয়পুর চন্দ্রপুর স্কুল সংলগ্ন রাজ্যের প্রথম সিনথেটিক ফুটবল টার্ফ মাঠের উদ্বোধন করেন।সেখানে উপস্থিত ছিলেন কৃষক ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর, পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়, তথ্য সংস্কৃতি , যুব ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ , টি সি এ সভাপতি মানিক সাহা, গোমতি জেলা বিজেপির সভাপতি অভিষেক দেবরায় ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গোমতি জেলা বনাম দক্ষিণ জেলার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় প্রীতি ফুটবল ম্যাচ। গোমতি জেলা একাদশ দক্ষিণ জেলা একাদশকে তিন শূণ্য গোলে পরাজিত করে। বিজয়ীদের হাতে ট্রফি তোলে দেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব , পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায় সহ অন্যান্য অতিথি বর্গ। এই ফুটবল মাঠের উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে উদয়পুর তথা ত্রিপুরার ক্রীড়া প্রেমিদের দীর্ঘ দিনের চাহিদা পূরণ হলো বলা যায়। স্টেডিয়ামে ক্রীড়া প্রেমিদের উপস্থিতি ছিলো লক্ষণীয়।

ত্রিপুরায় আগর নির্ভর বড় মাত্রায় অর্থনীতির সম্ভাবনা রয়েছে : কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরায় আগর-নির্ভর বড় মাত্রায় অর্থনীতির সম্ভাবনা রয়েছে। এ-বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের প্রশংসা করে স্বপ্ন ফেরি করলেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল।

তাঁর কথায়, আগর থেকে প্রস্তুত তেল তরল সোনার মতো বহু মূল্যবান। ফলে, ত্রিপুরায় আগর-নির্ভর বড় মাত্রায় অর্থনীতির সম্ভাবনা রয়েছে। আর এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে এই ক্ষেত্রের বিকাশের মাধ্যমে রোজগার বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা নেবে ত্রিপুরা সরকারের আনা আগর পলিসি ২০২১। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মতে, এই পলিসি ত্রিপুরার অর্থনৈতিক ভাগ্য বদলে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রেখে আগর-নির্ভর বাণিজ্যিক ক্ষেত্রের বিকাশের পাশাপাশি বড়মাত্রায় আগর গাছ রোপণের উদ্যোগ নেওয়ারও প্রশংসা করেন তিনি। কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী গোয়েলের দাবি, অন্যান্য রাজ্যের কাছে রোল মডেল হিসেবে উঠে আসবে ত্রিপুরা। স্থায়ী রোজগার তৈরিতে ভবিষ্যতে এই পদক্ষেপ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে। বিগত দিনে রাজ্যে বিপুল পরিমাণে আগর গাছ থাকলেও সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে বড়মাত্রায় বাণিজ্যিক সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন আগরচাষিরা। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব প্রধানমন্ত্রীকে আগর-নির্ভর অর্থনীতির সম্ভাবনাময় দিকটি অবহিত করায় তার গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

তাঁর বক্তব্য, রবার সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সম্ভাবনাময় বিভিন্ন দিকগুলির বিকাশের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং রোজগার তৈরির লক্ষ্যে কাজ করছে কেন্দ্রীয় সরকার। ত্রিপুরার রবারকে কাজে লাগিয়েও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথ সুগম হচ্ছে।

ধর্মনগর মহকুমা শাসকের অফিসে পরিষেবা নিতে গিয়ে ভোগান্তির শিকার সাধারণ মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর মহকুমা শাসকের অফিস কার্যালয়ে এস সি ,ওবিসি সার্টিফিকেট ,পি আর টি সি ইত্যাদি তৈরি করতে এসে নিত্য ভোগান্তির শিকার সাধারণ মানুষ। প্রতিদিন রাত ২ টা ৩টা থেকে মহকুমা শাসকের অফিস কার্যালয় প্রাঙ্গনে লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে সাধারণ মানুষের এস সি ,ওবিসি সার্টিফিকেট ,পি আর টি সি ইত্যাদি তৈরি করার জন্য।বুধবারও গভীর রাত থকে ধর্মনগর মহকুমা শাসকের অফিস কার্যালয়ে সম্মুখে দাঁড়িয়েছিন প্রচুর মানুষ।এমনই চিত্র আমাদের ক্যামেরায় উঠে এল। পি আর টি সি ইত্যাদি তৈরি করার জন্যে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনদের সাথে কথা বলে জানা যায়, কেউ রাত দুটো তো আবার কেউ ভোর ৪টা থেকে দাড়িয়ে আছেন।দেরি করে আসলে নাকি টোকেন পাওয়া যায় না। কারুর তো আবার ২ তিন দিনও লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে টোকেনের জন্যে। টোকেন দেওয়া হয় সকাল ১০ টায়। রাজ্যের আর কোথাও এই ভাবে রাত ২টা থেকে মহকুমা শাসকের অফিস কার্যালয়ের সম্মুখে লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে না সাধারণ মানুষের।এমন ঘটনা শোনা যায় নি।প্রশ্ন হচ্ছে ধর্মনগর মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে কি কর্মী স্বল্পতা রয়েছে? সাধারণ মানুষ কেন নিত্য ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন? না কি সংশ্লিষ্ট কাজের দায়িত্ব প্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীরা তাদের দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন করছেন না?

বিষয়কে কেন্দ্র করে সরকারি কোন আধিকারিকের স্পষ্টীকরণ অথবা প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।তবে সংশ্লিষ্ট এলাকায় কান পাতলেই কিন্তু প্রচলিত একটি গল্প

শোনা যায় লোকমুখে যে ,পি আর টি সি ইত্যাদি যে কোন কাজ হোক দালাল চক্রের সাথে যোগাযোগ করলে আর কোন হয়রানীর শিকার হতে হবে না। ঘন্টা খানেকের মধ্যেই কাজ হয়ে যায়। ভুক্তভোগীদের দাবি সরকারী অফিসে লোকজনদের যেন এভাবে হয়রানীর এবং ভোগান্তির শিকার না হতে হয়ে সেদিকে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহন করুক রাজ্য সরকার।

জিবি বাজার থেকে ৭৯টিলা যাওয়ার রাস্তাটি দীর্ঘদিন যাবত বেহাল অবস্থায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর।। জিবি বাজার থেকে ৭৯টিলা যাওয়ার রাস্তাটি দীর্ঘদিন যাবত বেহাল অবস্থায়। রাস্তাটি দ্রুত সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। জিবি বাজার থেকে ৭৯টিলা যাওয়ার রাস্তাটি দীর্ঘদিন যাবত অবস্থায়।এই রাস্তা দিয়ে প্রতিনিয়ত রোগী নিয়ে জিবি হাসপাতালে যাতায়াত করে শয়ে শয়ে এম্বুলেন্স। এই রাস্তাটি দ্রুত সারাইয়ের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। এলাকাবাসী অভিযোগ করেন দীর্ঘদিন ধরেই রাস্তাটির বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকলেও এটি সংস্কারের জন্য কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না। বৃষ্টি এলে রাস্তার উপর দিয়ে জল গড়িয়ে যায়। জল নিষ্কাশন ড্রেনগুলো সংস্কার করা হচ্ছে না। স্বাভাবিক কারণেই এর রাস্তা ভেঙে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। অবিলম্বে রাস্তা সংস্কার করা না হলে এলাকাবাসী যেকোনো সময় রাস্তা দিয়ে যান চলাচল স্তব্ধ করে দিতে পারেন বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন। তারা জানান, রাস্তার বেহাল দশার কারণে প্রতিনিয়ত যানজট এবং দুর্ঘটনা ঘটছে। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় জনগণ দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তর ও স্থানীয় নেতাদের সঙ্গেও কথা বলেছেন। কিন্তু তাদের কাছ থেকে ইতিবাচক কোনো সাড়া মেলেনি। তাতে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এলাকায় বসবাসকারী জনগণ। জিবি বাজার থেকে ৭৯টিলা যাওয়ার রাস্তাটি সব সময় ব্যস্ত থাকে। ব্যস্ততম গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তাটি সংস্কার না করার ফলে যান চলাচলে মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে দ্রুত রাস্তা সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় জনগণ এবং এই রাস্তা দিয়ে চলাচলকারী যানবাহনের চালক ও মালিকরা।

প্রশিক্ষণের সময় বিপত্তি, পাকিস্তানে ভেঙে পড়ল বায়ুসেনার বিমান

ইসলামাবাদ, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রুটিন প্রশিক্ষণের সময় মারাত্মক বিপত্তি! পাকিস্তানে ভেঙে পড়ল পাকিস্তান বায়ুসেনার একটি ছোট ট্রেনিং এয়ারক্রাফট। বুধবার সকালে পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের মারদানের কাছে ভেঙে পড়ে বিমানটি। এই বিমান দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে এই বিপত্তি বলে জানা গিয়েছে।

করোনা সংক্রমণ কমলেও দেশে মৃত্যু ঊর্ধমুখী, উদ্বেগ

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.)।। ভারতে ফের কমে গেল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ভারতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২৬ হাজার ৯৬৪ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিডে মৃত্যু হয়েছে ৩৮৩ জনের, আগের দিনের তুলনায় অনেকটাই বেড়েছে মৃত্যুর সংখ্যা। মঙ্গলবার সারাদিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৩৪,১৬৭ জন, ফলে ভারতে এই মুহূর্তে মোট সুস্থতার হার ৯৭.৭৭ শতাংশ। ভারতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩,০১,৯৮৯ জন (১৮৬-দিনের মধ্যে সর্বনিম্ন চিকিৎসাধীন রোগী), বিগত ২৪ ঘন্টায় রোগীর সংখ্যা কমেছে ৭,৫৮৬ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে কোভিড টেস্টের সংখ্যা ১৫,৯২,৩৯৫। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ২৬,৯৬৪ জন করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.৯০ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে ৮২.৬৫-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড-টিকাকরণ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৮২ কোটি ৬৫ লক্ষ ১৫ হাজার ৭৫৪ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ৭৫ লক্ষ ৫৭ হাজার ৫২৯ জনকে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৩৮৩ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৪৫,৭৬৮ জন (১.৩৩ শতাংশ)।

ভারতে আরোগ্যের সংখ্যা আরও বাড়ল, মঙ্গলবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩৪,১৬৭ জন। ফলে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,২৭,৮৩,৭৪১ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৭.৭৭ শতাংশ। কেরলের করোনা-পরিস্থিতি রোজই চিন্তা বাড়াচ্ছে ভারতে। বিগত ২৪ ঘন্টায় কেরলে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১৫,৭৬৮ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ২১৪ জনের।

টিকাকরণে বড় পদক্ষেপ ভারতের, মাণ্ডব্যকে ধন্যবাদ হু প্রধানের

জেনেভা, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): টিকাকরণে নজির গড়েছে ভারত। অনেকটা হলেও কাটিয়ে ওঠা গিয়েছে টিকা সঙ্কট। সেই কারণেই এবার বিদেশে টিকা রফতানি করতে চলেছে ভারত। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফে এই ঘোষণার পরই স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-র প্রধান টেড্রোস আধানম গেব্রিয়াসিস।বুধবার তিনি টুইটারে লেখেন, 'ভারত অক্টোবর মাস থেকেই কোভ্যাক্সে ফের টিকা রফতানি শুরু করছে, এই ঘোষণা করার জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্যকে অনেক ধন্যবাদ। বিশ্বের প্রতিটি দেশে বছর শেষের মধ্যে ৪০ শতাংশ টিকাকরণের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে অনেক সাহায্য হবে এই সিদ্ধান্তের কারণে।'

কোভিডে মৃত্যু পরিবারকে ৫০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ রাজ্যগুলির

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স) : কোভিডে মৃতদের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ দেবে রাজ্যগুলি। বুধবার সুপ্রিম কোর্টে এমনটাই জানাল কেন্দ্র। রাজ্যগুলির তরফে কোভিডে মৃতদের পরিবারকে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। কীভাবে মিলবে ক্ষতিপূরণের টাকা, আবেদনই বা করা যাবে কীভাবে, এ ব্যাপারে আদালতে হলফনামায় বিস্তারিত জানিয়েছে কেন্দ্র।

হলফনামায় বলা হয়েছে, ২০২০-র জানুয়ারি মাস থেকে এখনও পর্যন্ত দেশে করোনায় ৪.৪৫ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। মৃতদের পরিবারকে রাজ্যগুলির বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিল থেকে দেওয়া হবে ক্ষতিপূরণের টাকা। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিলের মাধ্যমে এই টাকা দেওয়া হবে। তবে স্বাস্থ্যমন্ত্রকের গাইডলাইন মেনে মৃত্যুর সার্টিফিকেটে অবশ্যই কারণ হিসেবে করোনার উল্লেখ থাকতে হবে বলে জানানো হয়েছে।

ক্ষতিপূরণের আবেদনের জন্য ফর্ম প্রকাশ করবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার। সেই ফর্ম পূরণ করে তার সঙ্গে মৃত্যুর সার্টিফিকেট ও প্রয়োজনীয় নথি জমা দিতে হবে রাজ্য মৃতের পরিবারকে। সমস্ত নথি খতিয়ে দেখে গোটা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা প্রশাসন। হলফনামায় বলা হয়েছে, নথি জমার ৩০ দিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণের টাকা পরিবারকে দেওয়া হবে। আধার লিঙ্ক রয়েছে এমন মাধ্যমেই সরাসরি হস্তান্তর লেনদেন হিসেবে দেওয়া হবে ক্ষতিপূরণের টাকা।

মন্দিরে ঢুকতে দেখে মনে হয়েছিল জঙ্গি কাশ্মীরে সহকর্মীর গুলিতে পুলিশ কর্মীর মৃত্যু

শ্রীনগর, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভোররাতে জোরপূর্বক মন্দিরে ঢোকার চেষ্টা করছিলেন একজন পুলিশ কর্মী। কিন্তু, নিরাপত্তায় থাকা প্রহরীর মনে হয়েছিল একজন জঙ্গি সন্ত্রাসী হামলা চালাতে চাইছে, অগত্যা গুলি করেন তিনি। গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় ওই পুলিশ কর্মীর। মৃত পুলিশ কর্মীর নাম-অজয় ধর। কুপওয়ারা জেলার হান্দওয়ারা থানায় তাঁর ডিউটি ছিল।

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার ভোররাতে হান্দওয়ারা থানার পুলিশ কর্মী অজয় ধর গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন। কুপওয়ারা জেলার হান্দওয়ারা এলাকায় ভোররাত দু''টো নাগাদ মন্দিরে ঢোকার চেষ্টা করছিলেন তিনি। প্রহরী তাঁকে জঙ্গি ভেবে গুলি চালান, তাতেই ওই পুলিশ কর্মীর মৃত্যু হয়। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, মন্দিরে ঘুমোতে গিয়েছিলেন অজয় ধর। পুলিশ জানিয়েছে, যখন সে মন্দিরের কাছে পৌঁছয় তখন তাঁর কানে হেডফোন ছিল। প্রহরী সন্দেহজনক গতিবিধি মনে করে তাঁকে ডাকেন, কিন্তু তিনি কোনও সাড়াশব্দ দেননি।

আফগানিস্তানে তালিবানের গাড়িতে হামলায় ৫ জনের মৃত্যু, সন্দেহের তির আইএসের দিকে

কাবুল, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স) : বুধবার ফের হামলার সাক্ষী হল আফগানভূম। জালালাবাদের ৭ নম্বর জেলায় এদিন সকালে তালিব যোদ্ধাদের গাড়িতে হামলায় মৃত্যু হয় ৫ জনের। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, মৃতদের মধ্যে দু''জন তালিবান যোদ্ধা। বাকিরা সাধারণ নাগরিক। এই হামলাতেও আইসিসের দিকেই সন্দেহে তির।

এর আগে আইসিসের সঙ্গে তাদের সংঘাতের বিষয়টিকে উড়িয়ে দিতে দেখা গিয়েছে তালিবানকে। সম্প্রতি আফগান সংস্কৃতি এবং তথ্যমন্ত্রকের মন্ত্রী জাবিউল্লা মুজাহিদ বলে, ''দায়েশ (ইসলামিক স্টেটের আরও একটি নাম) তেমন ভয়ের কারণ নয়। মানুষ তাদের ঘৃণা করে। দায়েশকে কেউ সমর্থন করে না। অতীতেও আমরা সাফল্যের সঙ্গে ওই সংগঠনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। কীভাবে তাদের জারিজুরি ভেঙে দিতে হবে তা আমরা জানি।''

ভারত বন্‌ধের সমর্থনে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বামপন্থীদের প্রচার কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর।। সাতাশে সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে বামপন্থী সংগঠনগুলি।কৃষি বিল ,শ্রম আইন এবং বিদ্যুৎ বিলের বিরোধিতা করে দেশব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। ধর্মঘটের সমর্থনে বুধবার তেলিয়ামুড়া সিপিআইএমের কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। তিনটি কৃষি আইন, শ্রম আইন ও বিদ্যুৎ বিল বাতিলের দাবিতে বামপন্থী গনসংগঠন গুলির যৌথ মঞ্চের উদ্যোগে সি.পি.আই.এম তেলিয়ামুড়া মহকুমা কার্যালয়ে কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এই কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন সি.পি.আই.এম ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক জিতেন চৌধুরী,জেলা কমিটির সদস্য সুভাষ নাথ, সি.পি.আই.এম তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক হেমন্ত কুমার জমাতিয়া, জেলা কমিটির সদস্য মনিন্দ্র চন্দ্র দাস সহ অন্যান্যরা। বুধবারের এই কনভেনশনে তেলিয়ামুড়া মহকুমার বামপন্থী বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃত্বদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

কনভেনশনে আলোচনা করতে গিয়ে সি.পি.আই.এম রাজ্য সম্পাদক জীতেন চৌধুরী বলেন, আগামী ২৭ শে সেপ্টেম্বর ভারতবর্ষে ব্যাপী ধর্মঘট ডাকা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি বিল ,শ্রম আইন এবং বিদ্যুৎ বিলের বিরোধিতা করে। বিগত দশ মাস ধরে চলছে এই আন্দোলন। এই আন্দোলনকে বানচাল করতে কেন্দ্রীয় সরকার যথেষ্ট পরিমাণে চেষ্টা করে যাচ্ছে। তাই ওই দিন ভারতবর্ষের সাথে সাথে তেলিয়ামুড়াও যাতে করে বন্ধ সফল হয় সে উদ্দেশ্যে কর্মী সমর্থকদের কাছে আহ্বান রাখেন। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধি ও সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন চৌধুরী।

আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার ডাকে দেশব্যাপী ধর্মঘটের সমর্থনে সি পি আই (এম এল) লিবারেশন উনকোটি জেলা কমিটির আহ্বানে কৈলাশহর এর পানি চৌকি বাজারে এক মিছিল ও সভা সংঘটিত করা হয়। সি পি আই (এম এল) লিবারেশন উনকোটি জেলা কমিটির আহ্বানে আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার ডাকে দেশব্যাপী ধর্মঘটের সমর্থনে এবং রাজ্যে সি পি আই (এম এল) সহ বামপন্থী দলগুলোর অফিস আক্রমণ , অগ্নিসংযোগ, হামলা, সংবাদ পত্রের অফিসে আক্রমণ ও হামলার প্রতিবাদে ধিক্কার জানিয়ে এক মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি কৈলাসহর মিনিমার্কেট এরিয়া থেকে বের হয়ে গার্লস স্কুল রোড, সেন্ট্রাল রোড, হসপিটাল রোড ও পানিচৌকি বাজার পরিক্রমা করে পুনরায় মিনি মার্কেটে এসে শেষ হয়। মিছিলটির নেতৃত্ব দেন রাজ্য কমিটির সদস্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য, গৌরাঙ্গ দেবনাথ, জেলা সম্পাদক জয়দীপ রায়, জেলা নেতৃত্ব বিশ্বজিৎ শীলশর্মা সহ অন্যান্যরা। এই মিছিল থেকে দাবি উঠে নয়া কৃষি আইন ও বিদ্যুৎ বিল বাতিল করতে হবে, ফসলের ন্যায্য দামের গ্যারান্টি প্রদান করতে হবে, কৃষি উপকরণের দাম কমাতে হবে, শ্রম ও ককটেল ও সীমাহীন মূল্যবৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এসব জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আগামী ২৭ শে সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী ধর্মঘটে সকল অংশের মানুষজনকে সামিল হতে সংগঠনের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

রাধানগরে স্বচ্ছ ভারত অভিযান কর্মসূচি। বুধবার তোলা নিজস্ব ছবি।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।